পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 258 Wednesday, 19 August, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ২৫৮ সংখ্যা ✱ ১ ভাদ্র ১৪৩৩, বুধবার, ১৯ আগস্ট ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

‘টুকরে টুকরে গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন’

‘অন্নপূর্ণাদের’ মাতঙ্গিনী-প্রীতিলতার পথ অনুসরণ করতে বললেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ আগস্টঃ দেশ মাতৃকা ও জাতীয় সংস্কৃতি রক্ষায় মা-বোনেদের বীরাঙ্গনার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ‘টুকরে টুকরে গ্যাং’-এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ ও একাধিক নারীকল্যাণমুখী প্রকল্পের বিস্তারিত রূপরেখা তুলে ধরে তিনি বলেন, যে অপশক্তি বা ‘টুকরে টুকরে গ্যাং’ দেশের অভ্যন্তরে থেকে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদে আঘাত হানতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে মাতঙ্গিনী হাজরা, রানি রাসমণি, রানি শিরোমণি, বীণা দাস কিংবা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের মতো নারীদেরই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তর কলকাতার ৬০টি ওয়ার্ডে অন্নপূর্ণা যোজনার উপভোক্তা ও মা-বোনেদের নিয়ে ‘অন্নপূর্ণা যোজনা বাহিনী’ বা একটি সামাজিক গোষ্ঠী গড়ে তোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা নারী অধিকার রক্ষা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে। একই সঙ্গে, স্কিমে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে আগামী ২০ আগস্ট থেকে একটি বিশেষ ওয়েব পোর্টাল চালু করা হচ্ছে। কোনও উপযুক্ত মহিলা অর্থ না পেলে কিংবা কোনও অনুপযুক্ত মহিলা অর্থ পেয়ে থাকলে সেখানে সরাসরি আপত্তি ও আবেদন জানানো যাবে। স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বিত্তশালী মহিলাদের এই সুবিধা ত্যাগ করে অন্য দুস্থ বোনেদের সুযোগ করে দেওয়ার অনুরোধ জানান মুখ্যমন্ত্রী। আগের সরকারের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২০২১ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত ৫০০ টাকা, লোকসভা ভোটের আগে ১,০০০ টাকা এবং ভোটের ঠিক দু মাস আগে ১,৫০০ টাকা দেওয়া হয়েছিল। সেই তালিকায় পুরুষ, অ-ভারতীয় (এসআইআর-এ নাম কাটা যাওয়া) এবং মৃত ব্যক্তিদের নামও অন্তর্ভুক্ত ছিল। নতুন বিজেপি সরকার রাজকোষের শৃঙ্খলা মেনে সরলীকৃত ফর্মে আবেদন গ্রহণ করেছে এবং প্রকৃত যোগ্যদের হাতেই সরকারি সহায়তার অর্থ তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে।

উত্তর কলকাতার সভার পর দক্ষিণ কলকাতা জেলা মহিলা মোর্চার আয়োজনে ধনধান্য স্টেডিয়ামের কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নারী ক্ষমতায়নে সরকারের একাধিক প্রতিশ্রুতির কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বারুইপুরের মর্মান্তিক ঘটনা ও আরজি করের ‘আরজি কর’ কাণ্ডে নতুন করে তদন্ত ও দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ‘কন্যারত্ন দিবসে’ ছাত্রীদের বার্ষিক ১,০০০ টাকার অনুদান আগামী বছর থেকে বাড়িয়ে ২,০০০ টাকা করার ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রীদের এককালীন ৫০,০০০ টাকার আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। শুভেন্দু বলেন, আইসিডিএস ও আশা কর্মীদের বেতন এক ধাক্কায় ৫,০০০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি কেন্দ্রে গর্ভবতী মায়েদের দৈনিক খাদ্য বরাদ্দ ১২ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৪ টাকা করা হয়েছে। নারী নিরাপত্তায় বিশেষ ‘দুর্গা স্কোয়াড’ গঠনের পাশাপাশি পুলিশের দুটি নতুন মহিলা ব্যাটালিয়ন তৈরি করা হচ্ছে। রাজ্যের ৬৫০টিরও বেশি থানায় চালু করা হয়েছে ‘মহিলা হেল্প ডেস্ক’। এছাড়াও আগামী মহালয়ার দিন থেকে চালু হচ্ছে সমন্বিত জরুরি নম্বর ‘১১২’। উত্তরপ্রদেশ বা গুজরাতের মতো ৬ মিনিটে পুলিশি রেসপন্স সুনিশ্চিত করতে প্রতিটি থানায় নতুন গাড়ি দেওয়া হচ্ছে, যাতে কোনও বিপদে মহিলারা দ্রুত প্রশাসনিক সহায়তা পান।

ফের ৩ দিনের জন্য উত্তরবঙ্গ সফরে আসছেন অমিত শাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ আগস্টঃ চলতি মাসেই তিন দিনের উত্তরবঙ্গ সফরে আসতে চলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আগামী ২০ থেকে ২২ আগস্ট পর্যন্ত এই সফরসূচি ঘিরে ইতিমধ্যেই জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক মহলে। নবান্ন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই সফরে সীমান্ত সুরক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা সুসংহত করা এবং অবৈধ নগদ টাকা লেনদেন ও চোরাচালান রুখতে সীমান্তবর্তী জেলাগুলির জেলাশাসক ও পুলিশ প্রধানদের নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠকে বসবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এছাড়াও, কেন্দ্রীয় সরকারের রূপায়িত ‘ভাইব্রেন্ট ভিলেজ’ কর্মসূচির পর্যালোচনার পাশাপাশি একটি বিশেষ

প্রদর্শনশালারও উদ্বোধন করার কথা রয়েছে তাঁর। সফরের অন্যতম মূল বিষয় নয়া ফৌজদারী আইন প্রয়োগ সংক্রান্ত প্রশাসনিক আলোচনা। এছাড়া, উত্তরবঙ্গের সার্বিক উন্নয়নমূলক একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের পর্যালোচনা ও শিলান্যাসের প্রস্তুতিও চলছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই হাই-প্রোফাইল সফরকে ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সংস্থার শীর্ষ আধিকারিকদের সমন্বয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে নবান্ন। গত ১৯ জুলাই কলকাতায় এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার (ন্যাশনাল লাইব্রেরি) চত্বরে ভারতের প্রথম ইমার্সিভ ভাষা জাদুঘর ‘শব্দলোক’ বা ‘মিউজিয়াম অব ওয়ার্ড’-এর উদ্বোধন করতে এসেছিলেন। জুলাই মাসেই তিনি শিলিগুড়ি ও ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা পরিদর্শনে এসেছিলেন। কয়েকদিনের ব্যবধানে আবারও বাংলায় আসছেন তিনি।

জোড়াবাগানের পর পোস্তা! ফের ভেঙে পড়ল জরাজীর্ণ বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ আগস্টঃ আবারও কলকাতায় বাড়ি ভেঙে পড়ল। জোড়াবাগানের পর বড়বাজারের পোস্তা এলাকায়। ভরা বর্ষায় ভেঙে পড়ে জরাজীর্ণ বাড়ির ওপরের অংশ। জানা যাচ্ছে, ভিতরে আটকে পড়েছিলেন ৭ জন। তাঁদের প্রত্যেককে বাইরে বার করে আনা সম্ভব হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, এই বাড়িটিও প্রায় দুশো বছরের পুরনো। জানা যাচ্ছে, শরিকি বিবাদের জেরেই সেই অর্থে এই পুরনো বাড়ির কোনও সংস্কার এতদিন হয়নি। বাড়ির ছাদ থেকে দেওয়াল-সর্বত্র ধরেছিল ফাটল। আর সেই ফাটলের মধ্যে থেকে গজিয়ে

উঠেছিল আগাছা- বড় গাছ। তার মধ্যেই পরিবারের একাংশ বসবাস করছিলেন। বেশ কিছু দিন ধরেই ওই বাড়ির পলেস্তরা, রাবিশ খসে পড়ছিল। তারপরও সংস্কার করা হচ্ছিল না। গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে আরও দুর্বল হয়ে পড়ে বাড়ি। মঙ্গলবার সকালে একেবারে হুড়মুড়িয়ে ছাদ থেকে বাড়ির ওপরের অংশ ভেঙে ভিতরে ঢুকে যায়। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানাচ্ছেন, সামনের অংশটা পুরোটাই ভেঙে পড়েছে। ৬-৭ থাকতেন, তবে কেউ আহত হননি। আরেক বাসিন্দা বলেন, ‘‘পুরসভার তরফ থেকেও কোনও নোটিস টাঙানো হয়নি। যাঁরা থাকতেন, তাঁরা টুকটার রিপিয়ারিং করে থাকতেন। টানা বৃষ্টিতেই ভেঙে পড়ল।’’ সকালে জোড়াবাগানেই ২০০ বছরের পুরনো আরেকটি বাড়ি ভেঙে পড়ে। এক মহিলার মৃত্যু হয় তাতে। এইভাবে কলকাতায় পরপর পুরনো বাড়ি ভেঙে পড়ার ঘটনায় প্রশ্নের মুখে পুরসভার ভূমিকা।

২৮ আগস্ট রাজ্যজুড়ে পালন হবে রাখিবন্ধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ আগস্টঃ রাজ্যজুড়ে আগস্টের শেষলগ্নে উদযাপিত হতে চলেছে রাখিবন্ধন উৎসব। আগামী ২৮ আগস্ট, ২০২৬ রাজ্যজুড়ে এই সামাজিক উৎসব উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এ বিষয়ে রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের সচিব ড. সৌমিত্র মোহন একটি নির্দেশিকা জারি করে কলকাতা পুরসভার কমিশনার এবং সব জেলার জেলা শাসকদের বিস্তারিত নির্দেশ পাঠিয়েছেন। নবান্ন সূত্রের খবর, জাতীয় সংহতি, ভাতৃত্ববোধ ও সামাজিক সম্প্রীতি সুদৃ। করতেই এবার তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত রাখিবন্ধন পালনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। গ্রাম ও শহর, উভয়

অঞ্চলেই যেন সাধারণ মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ থাকে, তা সুনিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও ব্লক স্তরে এই অনুষ্ঠান হবে। মহকুমা, জেলা সদর ছাড়াও কলকাতা পুরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডে এবং রাজ্যের অন্যান্য পুরসভাগুলির অন্তত ৪-৫টি নির্বাচিত ওয়ার্ডে বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করা হবে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এবারের রাখিবন্ধন উৎসবের বিশেষ নজরকাড়া বিষয়টি হতে চলেছে ‘তেরঙ্গা রাখি’। জাতীয় পতাকার তিনটি রঙের অনুকরণে তৈরি এই বিশেষ রাখিগুলি দেওয়া হবে। রাজ্য যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের পক্ষ থেকে দ্রুত জেলাগুলিতে এই রাখি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বাংলার নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে এই বিশেষ দিনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করার রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, রবীন্দ্রসংগীত, রবীন্দ্রনৃত্য ও স্থানীয় লোকশিল্পীদের পরিবেশনায় বাউল গান ও লোকসঙ্গীতের আসর বসবে। এছাড়াও স্বনির্ভর গোষ্ঠী, যুব সংগঠন, মহিলা সমিতি এবং স্থানীয় সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলোকে সরাসরি এই উদযাপনে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ এবং যুব কল্যাণ ও

● এরপর ৬ পাতায়...

ফের উত্তপ্ত বিহার

শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার দাবিতে রাজপথে চাকরিপ্রার্থীরা

সংবাদ সংস্থা, পাটনা, ১৮ আগস্টঃ যন্তর মন্তর, ঝাড়খণ্ডের পর ফের বিহার। শিক্ষক নিয়োগের চতুর্থ পর্যায়ের পরীক্ষা বা টিআই-৪ দ্রুত আয়োজনের দাবিতে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। মঙ্গলবার পটনার গর্দানিবাগে বিক্ষোভরত গবেষক ও চাকরিপ্রার্থীরা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা, বিএসএসসি নিয়োগে স্বচ্ছতা এবং পরীক্ষার কারবারিদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের দাবিও রয়েছে আন্দোলনকারীদের। ছাত্রনেতা দিলীপ কুমারের দাবি, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিপিএসসি টিআরই-৪-এর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে। তা না

পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দাবি তুলেছেন। সেই সময়সীমার মধ্যে বিজ্ঞপ্তি না এলে শিক্ষামন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও করে তাঁর পদত্যাগের দাবি তোলার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। শুধু টিআরই-৪ নয়, সহকারী অধ্যাপক নিয়োগের নতুন নিয়ম, রাজ্য সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অসঙ্গতি-সহ একাধিক বিষয় নিয়েও চলছে আন্দোলন। বিপিএসসি টিআরই-৪-এ এক ধাপের পরীক্ষা চালু, দুর্নীতির মাধ্যমে চাকরি পাওয়া হলে শিক্ষামন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও করবেন তাঁরা। তিন দিনের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে অনশন শুরু করার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই কুমুদ পটেল নামে এক আন্দোলনকারী ১৫ দিন ধরে অনশনে রয়েছেন। আর এক ছাত্রনেতা কুন্দন সিংয়ের দাবি, আন্দোলনকারীদের একটি প্রতিনিধি দল উচ্চশিক্ষামন্ত্রী সঞ্জয় সিং টাইগার এবং অতিরিক্ত মুখ্যসচিব দীপক

● এরপর ৬ পাতায়...

ঋতব্রত না শোভনদেব

বিরোধী দলনেতা ঠিক করবে সিঙ্গল বেঞ্চ, নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনধি, কলকাতা, ১৮ আগস্টঃ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা হিসেবে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বীকৃতি সংক্রান্ত মামলায় বড় রায় দিল কলকাতা হাইকোর্ট। স্পিকারের নেওয়া সিদ্ধান্তে সরাসরি হস্তক্ষেপ না করলেও বিচারপতি শম্পা নির্বাচনে ৮০টি আসনে জয়লাভ করে প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা পেয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু নির্বাচন পরবর্তী সময়ে দলের অন্দরে অসন্তোষ দানা বাঁধে এবং বিধায়কদের একাংশ শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। সেই পরিস্থিতিতে দলের চেয়ারপার্সন

সরকারের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বিরোধী দলনেতা হিসেবে থাকার সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ ‘অস্থায়ী’। আগামী দুই মাসের মধ্যে সিঙ্গেল বেঞ্চকে এই মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এর ফলে আগামী দুই মাস পরে ঋতব্রত ওই পদে থাকবেন কি না, তার চূড়ান্ত আইনি ফয়সালা হবে সিঙ্গল বেঞ্চেই। উল্লেখ্য, বিধানসভা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবীণ নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে পরিষদীয় দলনেতা তথা বিরোধী দলনেতা হিসেবে মনোনীত করেন। গত ৯ মে সেই মর্মে বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে চিঠি পাঠানো হলেও, স্পিকার সেই বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ করেননি বলে অভিযোগ ওঠে। এর মধ্যেই দলের সিদ্ধান্তের তোয়াক্কা না করে ৫৮ জন বিধায়কের সমর্থন জোগাড় করে বিরোধী দলনেতা

● এরপর ৬ পাতায়...

ফাঁসির বদলে ইঞ্জেকশনে মৃত্যুদণ্ডে ‘না’ সুপ্রিম কোর্টের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্টঃ ফাঁসির বদলে কম যন্ত্রণাদায়ক পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আর্জি খারিজ সুপ্রিম কোর্টের। শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামির যন্ত্রণা কমানো এবং তাঁর মর্যাদা রক্ষার জন্য মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রে কোনও বিকল্প পদ্ধতি চালু করা হবে না। সেক্ষেত্রে, আপাতত ভারতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের পদ্ধতি হিসেবে ফাঁসিই বহাল থাকল। সম্প্রতি, আইনজীবী ঋষি মালহোত্রা সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় মৃত্যুদণ্ড কার্যকর পদ্ধতিতে ফাঁসির পরিবর্তে প্রাণ-ঘাতী ইঞ্জেকশন, গুলি করে মৃত্যুদণ্ড, ইলেকট্রিক চেয়ার-এর মতো কম যন্ত্রণাদায়ক পদ্ধতির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। আজ সেই সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চে। জনস্বার্থ মামলার আবেদনে দাবি করা হয়েছিল, ফাঁসি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক, অমানবিক এবং নিষ্ঠুর। তাই

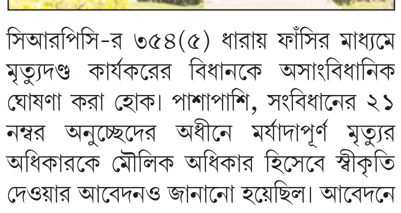

সিআরপিসি-র ৩৫৪(৫) ধারায় ফাঁসির মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের বিধানকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হোক। পাশাপাশি, সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে মর্যাদাপূর্ণ মৃত্যুর অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার আবেদনও জানানো হয়েছিল। আবেদনে আরও দাবি করা হয়, ফাঁসির পর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করতে প্রায় ৪০ মিনিট সময় লাগতে পারে। অন্যদিকে, গুলি করে বা প্রাণঘাতী ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে প্রায় ৫ মিনিটের মধ্যেই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা সম্ভব। আইনজীবী মালহোত্রা রাষ্ট্রসংঘের একটি প্রস্তাবেরও উল্লেখ করেন। সেখানে বলা হয়েছে, যেখানে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়, সেখানে যতটা সম্ভব কম যন্ত্রণা দিয়ে তা কার্যকর করা উচিত। আইনজীবীর করা জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। একইসঙ্গে এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের আগের তিনটি রায় বৃহত্তর বেঞ্চে পাঠানোর আবেদনও খারিজ করা হয়েছে। স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে ফাঁসিই বহাল থাকছে। তবে বিকল্পের পদ্ধতির পথ একেবারে বন্ধ করে দেয়নি শীর্ষ আদালত। বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি সন্দীপ

● এরপর ৬ পাতায়...

৭ হাজার ৭০০ কোটি দেওয়া সত্ত্বেও কারা পেল না ডিএ!

তালিকা চাইল সুপ্রিম কোর্ট

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্টঃ সরকারি কর্মীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা সংক্রান্ত মামলায় মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে বড় তথ্য দিল রাজ্য সরকার। শীর্ষ আদালতে রাজ্যের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল প্রক্রিয়াও জারি রয়েছে এবং প্রাক্তন বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রার নেতৃত্বাধীন মনিটরিং কমিটি পুরো বিষয়টি তদারকি করছে। ইতিমধ্যে যাঁদের ই-সার্ভিস বুক স্ক্যান করে আপলোড হয়েছে, তাঁদের ২০০৮

তুষার মেহতা জানান, বকেয়া ডিএ-র ৬৫ শতাংশ ইতিমধ্যে মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ৭ হাজার ৭০০ কোটির বেশি টাকা ইতিমধ্যে বণ্টন করা হয়েছে। তবে রাজ্যের এই দাবির তীব্র বিরোধিতা করে কর্মীদের একাংশ। আগামী বুধবার ফের এই মামলার শুনানি রয়েছে। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় কারোল এবং বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্রের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়। রাজ্যের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বাকি অংশ মেটানোর থেকে ২০১৫ সালের প্রথম কিস্তির ডিএ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মিটিয়ে দেওয়ার কথাও উঠে আসে। তবে রাজ্যের এই দাবির বিরুদ্ধে আদালতে প্রশ্ন তোলেন মামলাকারীদের আইনজীবী করুণা নন্দী এবং ফিরদৌস শামিম। তাঁদের স্পষ্ট বক্তব্য, আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও বহু সরকারি কর্মী এখনও এক টাকাও পাননি। শুনানিতে প্রভিডেন্ট ফান্ড অ্যাকাউন্টে টাকা জমা হওয়া সংক্রান্ত একটি নতুন

● এরপর ৬ পাতায়...

পুলিশি হেফাজতে তৃণমূল কর্মীর মৃত্যুতে সিআইডি তদন্তের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ আগস্টঃ হালিশহর পুলিশি হেফাজতে তৃণমূল কর্মী বিরজু কেওটের মৃত্যুর ঘটনায় এ বার সিআইডি-কে তদন্তের দায়িত্ব দিল রাজ্য সরকার। পুলিশি হেফাজতে এই মৃত্যুর নেপথ্যে প্রশাসনিক গাফিলতির কথা আগেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। লকআপের চার দেয়ালের

লকআপের চার দেওয়ালে কী ঘটেছিল, খুঁজবেন গোয়েন্দারা

মধ্যে ঠিক কী ঘটেছিল, তদন্তের মাধ্যমে এ বার তার আসল সত্য উদঘাটন করবেন সিআইডির আধিকারিকেরা। তোলাবাজি এবং মারধরের একাধিক অভিযোগে গত ৬ অগস্ট পুলিশ গ্রেফতার করে বিরজু কেওটকে। এর পর ৮ আগস্ট ভোরে থানার লকআপের ভিতর থেকে তাঁকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে তড়িঘড়ি কল্যাণীর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লে ইতিধ্যেই সংশ্লিষ্ট থানার তদন্তকারী আধিকারিক-কে বরখাস্ত (সাসপেন্ড) করা হয়েছে এবং থানার আইসি-কে করা হয়েছে ‘ক্লোজ’। ঘটনার এক দিন পর, অর্থাৎ ৯ আগস্ট মৃত কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের তীব্র ক্ষোভের মুখে পড়েছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে কাদা ও ছেঁড়া চটি ছোড়া হয় এবং ‘চোর-চোর’ স্লোগান ওঠে। পরদিন, ১০ আগস্ট মৃতের বাড়িতে যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন, ‘‘মৃত্যু নিয়ে রাজনীতির সুযোগ কাউকে না দেওয়ায় পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এসেছিলেন, কিন্তু পরিবারের সদস্যরা তাঁর সঙ্গে দেখাই করেননি। মৃতের দাদা স্পষ্ট জানিয়েছেন যে তাঁরা বিচার চান এবং সরকার ও প্রশাসনের ওপর আস্থা রাখছেন।’’ মুখ্যমন্ত্রী জানান, নিয়ম অনুযায়ী

● এরপর ৬ পাতায়...

‘পুলিশ মৌখিক নির্দেশ দিলে মসজিদ থেকে মাইক খুলবেন না’

স্পষ্ট জানিয়ে দিল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনধি, কলকাতা, ১৮ আগস্টঃ পুলিশের মৌখিক নির্দেশের উপর কোন নির্দেশ নয়। মসজিদে মাইক খোলার মামলা খারিজ করে দিল হাইকোর্ট। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি অতরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলার যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। আদালতের পর্যবেক্ষণ, পুলিশের মৌখিক নির্দেশের উপর কোন নির্দেশ নয়। সংবাদপত্রের উপর নির্ভর করে মামলা ও চার হাজার মসজিদের কথা উল্লেখ, তাদের মধ্যে বেশিরভাগই মামলায় যুক্ত হয়নি। এই যুক্তিতেই খারিজ মামলা করল আদালত। ধর্মস্থান থেকে পুলিশের পক্ষ থেকে কোনও আইনি নোটিস ছাড়াই জোর করে লাউডস্পিকার বা মাইক খুলে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। এই ঘটনার প্রতিবাদে ও প্রশাসনিক পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়। আগের শুনানিতে রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সওয়াল করেছিলেন, পুলিশ মসজিদের উপর উঠে যাচ্ছে মাইক খুলতে। জুতো পরে পুলিশ যাচ্ছে। ৪০০০ মসজিদ থেকে মাইক খোলা হয়েছে। কোন জেলা থেকে, কোন মসজিদ থেকে মাইক খোলা হল, সেই তথ্য জানতে চান ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী। আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে, যেমন আজান চালাচ্ছিলেন, তেমন আজান চালাবেন। আইন অনুযায়ী, যে ডেসিমেল নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, সেই অনুযায়ী আজান চলবে। অ্যাডভোকেট জেনারেল আদালতে জানিয়েছেন, এরকম কোনও ওড়াল অর্ডার দেওয়া হয়নি। আদালত বলছে, মৌখিক বললে তো কোনও প্রমাণ হতে পারে না। সবই মৌখিক। তাই এই কেস খারিজ হয়েছে।’’ তবে তিনি বলেন, ‘‘আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে, এবার থেকে কোনও মসজিদে মাইক খোলা হবে না, পুলিশ মৌখিক নির্দেশ দিলে। পুলিশ এসে মসজিদে ঢুকলে পাল্টা মামলা দায়ের করবেন।’’

বাস্তবে ভারতে কোনও বিরোধী দলই নেইঃশমীক ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৮ আগস্ট ঃ অনিয়মের অভিযোগের কারণে ঝাড়খণ্ড পাবলিক সার্ভিস কমিশন (জেপিএসসি) এবং ঝাড়খণ্ড স্টাফ সিলেকশন কমিশনে (জেএসএসসি) নিয়োগ পরীক্ষা বাতিলের ঘোষণা করেছেন হেমন্ত সোরেন। এ প্রসঙ্গে বিরোধীদের সমালোচনা করেছেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর অভিযোগ, বাস্তবে ভারতে কোনও বিরোধী দল নেই।মঙ্গলবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস ইস্যুতে বিরোধী দল সংসদের পুরো বর্ষাকালীন অধিবেশনটিই নষ্ট করে দিয়েছে। তাঁরা জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। বাস্তবে ভারতে কোনও বিরোধী দলই নেই। কংগ্রেস তাদের নিজেদের ইতিহাস ভুলে গেছে। রাজনীতিতে ঐকমত্যের বিষয় থাকে-তা উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কাশ্মীর, বিদেশনীতি কিংবা প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো বিষয়ই হোক না কেন। আমাদের উচিত একসঙ্গে বসে এ নিয়ে কাজ করা। এটাই গণতন্ত্র আর গণতন্ত্রে ঝগড়া-বিবাদ বা অহংকারের কোনও স্থান নেই। এমন কোনও বিষয় নেই যা নিয়ে সরকার আলোচনা করতে চায় না।

অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি হলো জে পি নাড্ডার, স্থিতিশীল রয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট ঃ শারীরিক অসুস্থতার কারণে দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-এ ভর্তি হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জগ প্রকাশ নাড্ডা। মঙ্গলবার হাসপাতালের তরফে বুলেটিন প্রকাশ করে জানানো হয়েছে, সোমবার তাঁর সফলভাবে অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।হাসপাতাল সূত্রে খবর, গত ১৩ আগস্ট বুকে অস্বস্তি নিয়ে এইমস-এ ভর্তি হন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। ভর্তির পরই তাঁর একাধিক শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন চিকিৎসকরা। সোমবার তাঁর অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি করা হয়।মঙ্গলবার এইমস কর্তৃপক্ষ-র তরফে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জে পি নাড্ডার সোমবার (১৭ আগস্ট) অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি হয়েছে। বর্তমানে তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল। তিনি দিল্লির এইমস-এর কার্ডিওলজি বিভাগে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন।

মুর্শিদাবাদে নাবালিকা গর্ভধারণের ঘটনায় উদ্বিগ্ন অধীর চৌধুরী

বহরমপুর, ১৮ আগস্ট ঃ মুর্শিদাবাদে নাবালিকা গর্ভধারণের ঘটনায় উদ্বিগ্ন কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। বিশেষ করে মুর্শিদাবাদের সুতি, শামসেরগঞ্জ ও অন্যান্য অংশে ১২ থেকে ১৪ বছর বয়সী নাবালিকাদের গর্ভধারণের ঘটনা উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।এ প্রসঙ্গে মঙ্গলবার কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেন, এটা সত্যি যে এই বিষয়টি সম্পর্কে আরও বেশি মানুষকে সচেতন করা প্রয়োজন। আইনসম্মত বয়সের আগে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া আইনবিরুদ্ধ এবং আমাদের আইন এর অনুমতি দেয় না বলে জানা যায় খবর থেকে

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

বাতিল হবে পরীক্ষা, ঘোষণা হেমন্তের এবার শুধু সিবিআই তদন্ত চাইছেন পড়ুয়ারা

রাঁচি, ১৮ আগস্ট ঃ অনিয়মের অভিযোগের কারণে ঝাড়খণ্ড পাবলিক সার্ভিস কমিশন (জেপিএসসি) এবং ঝাড়খণ্ড স্টাফ সিলেকশন কমিশনে (জেএসএসসি) নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল করা হবে। সোমবার রাতে এ কথা জানিয়েছেন সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। এরপরই অনশন প্রত্যাহার করলেন ঝাড়খণ্ডে আন্দোলনরত পড়ুয়ারা। এমনই জানালেন তাঁদের নেতা দেবেন্দ্রনাথ মাহাতো। দিল্লির যন্তর মন্তরের পরে এ বার ঝাড়খণ্ডেও চাকরির পরীক্ষায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে আঃেদালনে সাফল্য পেলেন পড়ুয়া ও চাকরিপ্রার্থীরা।গত সোমবার জেএসএসসি সিজিএল পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিলেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। একই সঙ্গে ২০১৪ সাল থেকে ঝাড়খণ্ডে হওয়া সমস্ত চাকরির পরীক্ষায় ছোট-বড় সব ধরনের অনিয়মের অভিযোগ তদন্তের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের নেতা দেবেন্দ্রনাথ মাহাতো জানান, ১৬ দিন ধরে চলা অনশন তাঁরা শেষ করছেন। সাংবিধানিক ও শান্তিপূর্ণ ভাবে যে দাবিগুলি নিয়ে তাঁরা আন্দোলন করছিলেন, সেগুলি মেনে নেওয়ায় শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ স্থগিত করা হচ্ছে।হেমন্তের ঘোষণায় খুশি হলেও, এবার শুধু অনিয়মের ঘটনায় সিবিআই তদন্ত চাইছেন পড়ুয়ারা। ছাত্রনেতা রবীন্দ্র পাসওয়ান বলেছেন, 'জেপিএসসি-জেএসএসসি রিফর্ম ফোরাম'-এর পক্ষ থেকে আমরা মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, শিক্ষার্থীদের স্বার্থে এমন একটি ঐতিহাসিক ও সাহসী সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। মুখ্যমন্ত্রী, আপনি অত্যন্ত সাহসী একটি পদক্ষেপ নিয়েছেন। আমাদের আরও একটি দাবি রয়েছেঃযেসব পরীক্ষা বাতিলের কথা আপনি বলেছেন, সেগুলির বিষয়ে দয়া করে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিন-আপনার কাছে এটাই আমাদের অনুরোধ। আপনি যদি সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেন, তবে আমরা সকল শিক্ষার্থী আপনার পাশে থাকব।পরে ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রী দীপিকা পাণ্ডে সিং ও ইরফান আনসারি জয়পাল সিং মুন্ডা স্টেডিয়ামে পৌঁছন। অনশনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা এই শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছিলেন হুইলচেয়ারে বসে আন্দোলনে অংশ নেওয়া সবিতা কুমারী এবং ছাত্রনেতা রবীন্দ্র পাসওয়ান ও উম্মে হাবিবা। মন্ত্রী দীপিকা পাণ্ডে সিং বলেন, সরকারের একটি উদ্যোগের প্রেক্ষিতে অনশনরত দেবেন্দ্র মাহাতো ও তাঁর সহযোগীরা স্বেচ্ছায় তাঁদের আন্দোলন প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পাশাপাশি, বর্তমানে যারা আন্দোলনে বসে আছেন, আমরা তাঁদেরও আহ্বান জানাচ্ছি যেন তাঁরা শীঘ্রই তাঁদের অনশন কর্মসূচি শেষ করেন বলে জানান।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএলও-দের সঙ্গে মতবিনিময় জ্ঞানেশ কুমারের

পাটনা, ১৮ আগস্ট ঃমুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার গত সোমবার বিহারের রাজগীরে, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০০-র বেশি বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও-দের সঙ্গে এক মত বিনিময় .অনুষ্ঠানে মিলিত হন। এই অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হলো নির্বাচন পদ্ধতিকে আরও কার্যকরী, স্বচ্ছ, গ্রহণযোগ্য এবং নাগরিক কেন্দ্রিক করে গড়ে তোলা। এরপর তিনি পাটনায়, ইলেকশন লিটেরেশি ক্লাব দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা করেন।পাটনায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বলেন, আমাদের গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি- সেই ' বুধ লেভেল অফিসার' বা বুথ-স্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমরা ভোটার তালিকা, ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া এবং ভোট গণনা প্রক্রিয়ার বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত সমসাময়িক নিরীক্ষা নিয়ে আলোচনা করেছি। এছাড়া, তাঁদের চমকার প্রস্তুতির জন্য এবং কেবল বিহার অথবা ভারত নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের সামনে এক দৃষ্টান্তমূলক পথ তৈরি করার জন্য আমি আমাদের বুথ লেভেল অফিসারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছি।

বাদল অধিবেশনের আগে সাজছে হিমাচল বিধানসভা, আলোয় ঝলমল করবে ঐতিহাসিক ভবন

শিমলা, ১৮ আগস্ট ঃ আগামী ২১ আগস্ট থেকে শুরু হতে চলা হিমাচল প্রদেশ বিধানসভার বাদল অধিবেশনের আগে ঐতিহাসিক বিধানসভা ভবনকে নতুন সাজে সাজানোর প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে। অধিবেশন চলাকালীন বিধানসভা চত্বর রঙিন আলোয় সেজে উঠবে। পাহাড়ের রানি শিমলার ঐতিহাসিক এই ভবন তখন বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠবে।হিমাচল বিধানসভার বাদল অধিবেশন চলবে ২১ আগস্ট থেকে ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। মোট ১০টি অধিবেশন হওয়ার কথা রয়েছে। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে শাসক কংগ্রেস ও বিরোধী বিজেপির মধ্যে উত্তপ্ত বিতর্কের সম্ভাবনাও রয়েছে।বিধানসভার অধ্যক্ষ কুলদীপ পাঠানিয়া মঙ্গলবার জানান, বিধানসভা ভবনের সৌন্দর্যায়নের কাজ চলছে। অধিবেশনের সময় গোটা চত্বর রঙিন আলোয় সজ্জিত থাকবে। ঐতিহাসিক পরিচয় বজায় রেখেই ভবনটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা হচ্ছে।তিনি জানান, বিধানসভা চত্বরের কাউন্সিল চেম্বার রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য। ভবনটি সংরক্ষণ করা সকলের দায়িত্ব। ব্রিটিশ শাসনকালে ১৯২০ সালে ভবনটির নির্মাণ শুরু হয় এবং ১৯২৫ সালে তা সম্পূর্ণ হয়। এই ভবনেই প্রথম কেন্দ্রীয় অ্যাসেম্বলির অধিবেশন হয়েছিল। সেই অ্যাসেম্বলির প্রথম নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন ভিত্তলভাই পটেল।বর্তমানে বিধানসভা চত্বরে কাউন্সিল চেম্বার, ভিত্তলভাই ভবন, প্রশাসনিক ভবন এবং ড. যশবন্ত সিংহ পরমার গ্রন্থাগার ভবন-এই চারটি প্রধান ভবন রয়েছে। এগুলির সংরক্ষণ ও সৌন্দর্যায়নের কাজও শেষ পর্যায়ে।অধ্যক্ষ জানান, অধিবেশন শুরুর একদিন আগেই সমস্ত কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা নিয়েও জেলা প্রশাসন ও রাজ্য সরকারের আধিকারিকদের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক হয়েছে। বিধায়ক, আধিকারিক, দর্শনার্থী এবং অধিবেশন দেখতে আসা স্কুল পড়ুয়াদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জরুরি পরিস্থিতির জন্য বিধানসভা চত্বরে অ্যাম্বুলেন্স, চিকিৎসক ও প্যারামেডিক্যাল কর্মীও মোতায়েন থাকবে।

আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে সামরিক উত্তেজনার মাঝেই শেষ হল চুক্তির মেয়াদ

ওয়াশিংটন ও তেহরান, ১৮ আগস্ট ঃ হরমুজ জট কাটেনি, বরং আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে সামরিক উত্তেজনা চরম আকার নিয়েছে। এই ডামাডোলের মাঝেই সোমবার শেষ হয়েছে দুই দেশের শান্তিচুক্তি।চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ায় আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে সংঘাত আরও তীব্র আকার নেবে বলে মনে করা হচ্ছে।পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় ১৪ দফা সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ ছিল ৬০ দিন। তবে বাস্তবে সে চুক্তি কোনও কাজে আসেনি বলেই মনে করা হচ্ছে।ইরান ও আমেরিকার মধ্যে হওয়া ৬০ দিনের এই চুক্তির মূল উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধে দাঁড়ি টানা।চুক্তির মূল শর্ত ছিল, উভয় পক্ষ লেবানন-সহ মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক অভিযান অবিলম্বে বন্ধ করবে। ৩০ দিনের মধ্যে আমেরিকা হরমুজে তাদের অবরোধ তুলে নেবে। পাশাপাশি প্রস্তাব ছিল, ইরানের আশপাশ থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার, তেল রপ্তানিতে ছাড়, বিদেশে থাকা

বকেয়া ডিএ-র ৬৫ শতাংশ দেওয়া হয়ে গিয়েছে, সুপ্রিম কোর্টে জানাল রাজ্য

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট ঃরাজ্যের সরকারি কর্মীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা (ডিএ)-র ৬৫ শতাংশ ইতিমধ্যে দেওয়া হয়ে গিয়েছে। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে এমনটাই জানাল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। যদিও রাজ্যের সরকারি কর্মীদের একাংশের দাবি, অনেকেই এখনও ডিএ-র টাকা পাননি। বুধবার ফের মামলাটি শুনবে আদালত।সরকারি কর্মীদের একাংশের হয়ে এ দিন আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী করুণা নন্দী এবং ফিরদৌস শামিম। তাঁদের বক্তব্য, অনেক সরকারি কর্মী এখনও ওই টাকা পাননি। তাঁদের সওয়াল, আদালতের রায়ে বলা হয়েছিল বঞ্চিত সব সরকারি কর্মীকে বকেয়া ডিএ দিতে হবে। কিন্তু সকলে সেই টাকা পাননি বলে দাবি সরকারি কর্মীদের একাংশের।মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় কারল এবং বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্রের বেঞ্চে মামলাটি শুনানির জন্য ওঠে। রাজ্য সরকারের হয়ে এজলাসে সওয়াল করেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। তিনি জানান, বকেয়া ডিএ-র ৬৫ শতাংশ ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে। বাকি অংশও দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। রাজ্য জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত ৭ হাজার ৭০০ কোটি টাকারও বেশি দেওয়া হয়ে গিয়েছে।

'টুকরে টুকরে গ্যাং'-এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে মা-বোনেদের আবেদন মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৮ আগস্ট ঃ দেশ মাতৃকা ও জাতীয় সংস্কৃতি রক্ষায় মা-বোনেদের বীরাঙ্গনার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে 'টুকরে টুকরে গ্যাং'-এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁ।ানোর আহ্বান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।মঙ্গলবার 'অন্নপূর্ণা যোজনা' ও একাধিক নারী কল্যাণমুখী প্রকল্পের বিস্তারিত রূপরেখা তুলে ধরে তিনি কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে বলেন, যে অপশক্তি বা ' টুকরে গ্যাং' দেশের অভ্যন্তরে থেকে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদে আঘাত হানতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে মাতঙ্গিনী হাজরা, রানি রাসমণি, রানি শিরোমণি, বীণা দাস কিংবা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের মতো নারীদেরই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তর কলকাতার ৬০টি ওয়ার্ডে অন্নপূর্ণা যোজনার উপভোক্তা ও মা-বোনেদের নিয়ে ' যোজনা বাহিনী' বা একটি সামাজিক গোষ্ঠী গড়ে তোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা নারী অধিকার রক্ষা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে। একই সঙ্গে, প্রকল্পে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে আগামী ২০ অগস্ট থেকে একটি বিশেষ ওয়েব পোর্টাল চালু করা হচ্ছে।কোনও উপযুক্ত মহিলা অর্থ না পেলে কিংবা কোনও অনুপযুক্ত মহিলা অর্থ পেয়ে থাকলে সেখানে সরাসরি আপত্তি ও আবেদন জানানো যাবে। স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বিত্তশালী মহিলাদের এই সুবিধা ত্যাগ করে অন্য দুঃস্থ বোনদের সুযোগ করে দেওয়ার অনুরোধ জানান মুখ্যমন্ত্রী।

বনকর্মীদের জন্য বেতন বাড়ল ৫ হাজার, ভাতা বৃদ্ধি বন সহায়কদেরও

কলকাতা, ১৮ আগস্ট ঃ রাজ্যের বন দফতরের কর্মী ও আধিকারিকদের জন্য শারদীয়ার বিশেষ উপহার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার ' সবুজ স্বাধীনতা দিবস'-এর অনুষ্ঠানে রাজ্য সরকারের ১০০ দিন পূরণের সাফল্য স্মরণ করেন মুখ্যমন্ত্রী।আগামী অক্টোবর মাস অর্থা দুর্গাপুজোর মরশুম থেকেই দফতরের রেঞ্জার, বিট অফিসার, ফরেস্ট গার্ড এবং বন সহায়কদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি করতে চলেছে রাজ্য সরকার।সূত্রের খবর, রাজ্যে বর্তমানে কর্মরত প্রায় ৫০০ জন রেঞ্জারের মাসিক বেতন ৫,০০০ টাকা করে বাড়ানো হচ্ছে। ৫০০ জন বিট অফিসারের ক্ষেত্রে আগামী অক্টোবর মাস থেকে মাসে ৫,০০০ টাকা করে বেতন বাড়বে।দফতরের ৬৫০ জন ফরেস্ট গার্ডের বেতন এক ধাক্কায় প্রতি মাসে ৫,০০০ টাকা করে বাড়ানোর কথা ঘোষণা করা হয়েছে।রাজ্যজুড়ে থাকা ১,৫০০ জন বন সহায়ক এতদিন মাসে ১০,০০০ টাকা করে ভাতা পেতেন। তাঁদের ভাতা ২,০০০ টাকা বাড়িয়ে ১২,০০০ টাকা করা হল।

ওড়িশায় ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি

ভুবনেশ্বর, ১৮ আগস্ট ঃটানা বৃষ্টি হচ্ছে ওড়িশায়, এর ফলে সেই রাজ্যের একাধিক জেলায় ও।শিায় বন্যা পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। নিম্নচাপের প্রভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা হচ্ছে, তাই বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বালেশ্বর, ভদ্রক, ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি জেলায় লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে।এছাড়াও রাজ্যের অন্যান্য জেলাগুলিতে কমলা ও হলুদ সতর্কতা জারি রয়েছে। বন্যা পরিস্থিতির দিকে সর্বক্ষণ নজর রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি। বন্যা কবলিত এলাকায় জোরকদমে চলছে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ। লাগাতার বৃষ্টির জেরে ওড়িশার কেন্দ্রাপাড়ায় জাতীয় সা।কে বড়সড় ধস নামে। এর ফলে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা তিনটি ট্রাক গর্তে পড়ে যায়। যদিও সেই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি।

ভারী বৃষ্টিতে হিমাচলে বিপর্যস্ত জনজীবন, বন্ধ ৮৭টি রাস্তা

শিমলা, ১৮ আগস্ট প্রবল বৃষ্টিতে হিমাচল প্রদেশে স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছে। সোমবারের ভারী বৃষ্টির জেরে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ৮৭টি রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। একই সঙ্গে চাম্বা জেলায় একটি লোহার সেতু হড়পা বানের জেরে ভেসে যাওয়ায় বিপাকে পড়েন বহু মানুষ।চাম্বা জেলার ভারমৌর এলাকার বালোথ গ্রাম পঞ্চায়েতে হ।পা বানে একটি লোহার সেতু ধসে পড়ে। ওই সেতু দিয়ে ভারমৌরের মা ভগবতী খুন্ধি ওয়ালি মন্দিরের দিকে যাওয়ার সময় প্রায় ৫০ জন তীর্থযাত্রী আটকে পড়েন। প্রবল জলের স্রোতে তাঁদের চলাচলের পথ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। পরে স্থানীয় গ্রামবাসীরা উদ্যোগ নিয়ে তীর্থযাত্রীদের নিরাপদে উদ্ধার করেন। তাঁদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য স্থানীয়দের উদ্যোগে একটি অস্থায়ী কাঠের সেতুও তৈরি করা হয়।অন্যদিকে, সোলান জেলার চাক্কি মোড়ের কাছে ভূমিধসের কারণে কালকা-শিমলা জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে ওই গুরুত্বপূর্ণ সড়কে যান চলাচল সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়। প্রশাসনের তরফে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাগুলি দ্রুত স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে।রাজ্যের জরুরি পরিষেবা কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি রাস্তা বন্ধ হয়েছে কুল্লু জেলায়। সেখানে মোট ৩৩টি রাস্তা বন্ধ রয়েছে। এরপর রয়েছে মান্ডি জেলা, যেখানে ২৭টি রাস্তা বন্ধ হয়েছে। শিমলা জেলায় বন্ধ রয়েছে ৯টি রাস্তা। পাহাড়ি এলাকায় একের পর এক ভূমিধস ও হড়পা বানের ঘটনায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের দুর্ভোগও বেড়েছে।এদিকে, পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর মঙ্গলবার আগামী ২৪ ঘণ্টার জন্য হিমাচল প্রদেশে ' সতর্কতা' জারি করেছে। বিলাসপুর, কাংড়া, মান্ডি ও সিরমৌর জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২৩ আগস্ট পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টির এই প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে।প্রবল বৃষ্টির কারণে পাহা।ি অঞ্চলে ভূমিধস, হড়পা বান এবং রাস্তা বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা আরও বা।তে পারে বলে প্রশাসনের তরফে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখার পাশাপাশি জরুরি পরিষেবা ও উদ্ধারকারী দলগুলিকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

জ্ঞানেশের প্রশংসায় ট্রাম্প, কড়া আইনের পক্ষ সওয়াল মার্কিন রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্টঃ আমেরিকার নির্বাচনী ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য 'সেভ আমেরিকা অ্যাক্ট'-এর পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে ভারতের ভোট-ব্যবস্থার প্রশংসা করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার সমাজ মাধ্যমে দেওয়া পোস্টে ট্রাম্প দাবি করেন, ভারতের সাম্প্রতিক সাধারণ নির্বাচনগুলিতে মোট ৬৪ কোটি ৬০ লক্ষেরও বেশি মানুষ ভোট দিয়েছেন। অথচ এক শতাংশেরও কম ভোট পড়েছে ডাকযোগে। ট্রাম্প জানান, চলতি মাসের গোড়ায় ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার তাঁর প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। সেই সময় জ্ঞানেশ, ছবি-সহ পরিচয়পত্র ছাড়াই আমেরিকায় কী ভাবে নির্বাচন হয় তা জানতে চান।ট্রাম্প লেখেন, এ মাসের শুরুর দিকে ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার আমাদের প্রশাসনকে প্রশ্ন করেন- বৈধ সচিত্র পরিচয়পত্র ছাড়া আপনারা আমেরিকায় ভোট করান কী ভাবে? এর পরে ট্রাম্প আরও লেখেন, ভারতের গত নির্বাচনে ৬৪ কোটি ৬০ লক্ষ ভোটার ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১ শতাংশেরও কম ভোটার ডাক যোগে ভোট দিয়েছেন। প্রত্যেক ভোটারের কাছে একটি বৈধ সচিত্র পরিচয়পত্র থাকা বাধ্যতামূলক ছিল। আমাদের এখনই ' আমেরিকা অ্যাক্ট' পাস করতে হবে। ট্রাম্পের এই বার্তার পর ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর টুইট করেছেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড জে ট্রাম্প একদম ঠিক বলেছেন! ভারতের গত নির্বাচনে ৬৪ কোটি ৬০ লক্ষ ভোটারের প্রত্যেকেরই পরিচয়পত্রের প্রয়োজন হয়েছিল। কংগ্রেসের উচিত 'সেভ আমেরিকা অ্যাক্ট' পাস করা।

সমাজ থেকে দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা দূর করার চূড়ান্ত হাতিয়ার শিক্ষাঃউপরাষ্ট্রপতি

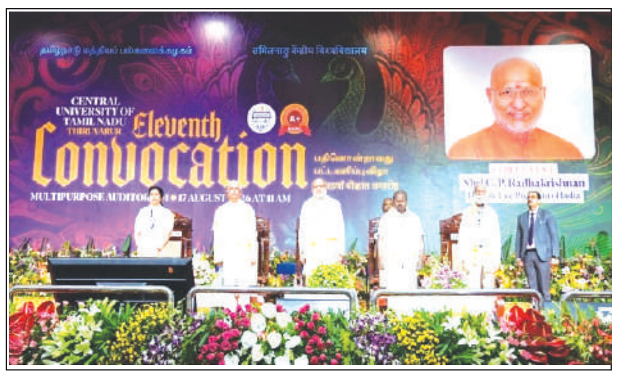

থিরুভারুর, ১৮ আগস্ট ঃ সমাজ থেকে দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা দূর করার চূ।ান্ত হাতিয়ার হলো শিক্ষা, সোমবার এমনই মন্তব্য করেছেন উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন। উপরাষ্ট্রপতি জোর দিয়ে বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির এই যুগে স্নাতক হওয়া মানেই শিক্ষার সমাপ্তি নয়, বরং এটি প্রতিনিয়ত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার এক নতুন জীবনে পদার্পণ। সোমবার তামিলনাড়ুর থিরুভারুরে অবস্থিত সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অফ তামিলনা।ু-এর একাদশ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি এ কথা বলেন।উপরাষ্ট্রপতি ২০১৪ সাল থেকে ভারতের শিক্ষা পরিকাঠামোর অভূতপূর্ব সম্প্রসারণের বিষয়টিও উল্লেখ করেন এবং সারা দেশে ১৬টি আইআইআইটি, ৮টি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ৮টি আইআইএম ও ১২টি নতুন এইমস হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সমাজ থেকে দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা দূর করার চূড়ান্ত হাতিয়ার হলো শিক্ষা। ' জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০'-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্তমানে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার এবং দলগতভাবে কাজ করার সক্ষমতার মাধ্যমেই শিক্ষার মান বিচার করা হয় বলে খবর সূত্র থেকে জানা যায়।

ই-স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপ দাবায় আবারও চ্যাম্পিয়ন কার্লসেন

প্যারিস, ১৮ আগস্ট ঃ সোমবার প্যারিসে অনুষ্ঠিত ই-স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপ দাবা টুর্নামেন্টে আবারও নিজের রাজত্ব কায়েম করলেন নরওয়েজিয়ান গ্র্যান্ডমাস্টার ম্যাগনাস কার্লসেন। ফাইনাল ল।াইয়ে ১৯ বছর বয়সী বেলারুশিয়ান গ্র্যান্ডমাস্টার ডেনিস লাজাভিককে সরাসরি ২-০ সেটে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন তিনি। পুরো টুর্নামেন্টে একটি ম্যাচেও না হেরে অপরাজিত থেকে শিরোপা ধরে রাখার ঐতিহাসিক কীর্তি গড়েন বিশ্ব দাবায় এক নম্বর তারকা কার্লসেন।অসাধারণ এই জয়ে চ্যাম্পিয়ন হিসেবে কার্লসেন ২ লাখ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার এবং তার দল 'টিম লিকুইড'-এর জন্য ১ হাজার পয়েন্ট অর্জন করেন। অন্যদিকে রানার্স-আপ লাজাভিক পান ১ লাখ ৯০ হাজার মার্কিন ডলার। এছাড়া ৩য় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে আমেরিকান গ্র্যান্ডমাস্টার আলিরেজা ফিরোজা কারিগরি জটিলতায় বিঘ্নিত চতুর্থ গেমের পর পঞ্চম গেম ওয়াকওভার দিলে ৪-১ ব্যবধানে জয় পেয়ে ১ লাখ ৪৫ হাজার ডলার পুরস্কার জিতে নেন বিশ্ব দাবায় র‍্যাংকিংয়ে তিনে থাকা হিকারু নাকামুরা।

শিক্ষা সংস্কার নিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক প্রহ্লাদ জোশীর

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট ঃ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী সোমবার নতুন দিল্লিতে উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব, ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির (এনটিএ) মহাপরিচালক এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্তাদের সঙ্গে একটি বৈঠক করেছেন। বৈঠকে মন্ত্রী নির্দেশ দেন, পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত নিয়মকানুন বা প্রোটোকলগুলো যেন কঠোরভাবে মেনে চলা হয়। এছাড়া তিনি গোপনীয় কার্যক্রম পরিচালনার পদ্ধতি, সুরক্ষিত কক্ষের ব্যবস্থা, 'এয়ার-গ্যাপড' সিস্টেম (ইন্টারনেট-বিচ্ছিন্ন সুরক্ষিত কম্পিউটার ব্যবস্থা) এবং ডিভাইস বা ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম জমা রাখার নিয়মাবলীতে আমূল পরিবর্তন আনার বিষয়টি জরুরি ভিত্তিতে বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি, পরীক্ষা-সংক্রান্ত সমস্ত প্রক্রিয়ার পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষা (অডিট) করা এবং গৃহীত সংশোধনমূলক পদক্ষেপের বিষয়ে রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্যও সংস্থাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।বৈঠক চলাকালীন, সাম্প্রতিক বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে-বিশেষ করে সামগ্রিক ব্যবস্থা সংস্কারের লক্ষ্যে-এনটিএ যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে, সে সম্পর্কে আধিকারিকরা মন্ত্রীকে অবহিত করেন। তাঁরা মন্ত্রীকে জানান, এনটিএ থেকে ৫০ জনেরও বেশি কর্মীকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। নতুন করে দশটি পেশাদার নেতৃত্বের পদের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। সাইবার-নিরাপত্তা, সাইকোমেট্রিক্স, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এবং অন্যান্য বিশেষায়িত ক্ষেত্রের জন্য বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে বিশেষজ্ঞ বা 'ডোমেইন স্পেশালিস্ট'দের নিয়ে আসা হচ্ছে।

রাশিফল

মেষঃ আজ আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। আপনি নিজের আবেগ প্রকাশ করতে আরও স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন, যা প্রিয়জনদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত করতে সাহায্য করবে। বিবাহের যোগ হবে
বৃষঃ আজ ব্যক্তিগত উন্নতি ও অর্থপূর্ণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে উসাহজনক সুযোগ আসবে। প্রিয়জনদের সঙ্গে ভালো সময় কাটালে আবেগের বন্ধন আরও দৃঢ় হবে এবং ধৈর্য ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে পুরনো পারিবারিক সমস্যাগুলির সমাধান করতে সাহায্য করবে। কাজের যোগ হবে।
মিথুনঃআপনার আবেগপ্রবণ স্বভাব আপনার স্বাস্থ্যে গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। আজ, আর্থিক সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে আপনার আগ্রাসী প্রকৃতির কারণে আপনি প্রত্যাশার মতো উপার্জন করতে পারবেন না। ।
কর্কটঃআপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। আপনি আজ আর্থিক সুবিধাগুলি অর্জনের খুব সম্ভাবনা থাকলেও আপনাকে অবশ্যই অনুদান দিতে হবে, কারণ এটি মানসিক শান্তি অর্জন করবে। সেইসব আত্মীয়দেরকে আপনার কৃতজ্ঞতা জানান যারা বিপদের সময়ে আপনাকে সাহায্য করেছেন।
সিংহ ঃ আজ আত্মবিশ্বাস, দৃঢ় সংকল্প এবং ব্যক্তিগত উন্নতির প্রেরণা পাবেন। পরিবারের সদস্য এবং আশপাশের মানুষের উৎসাহ গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য আপনার অনুপ্রেরণা আরও বাড়িয়ে দেবে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।
কন্যাঃ আজ আবেগগত ও পেশাগত উন্নতির চমকার সুযোগ রয়েছে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া আরও মজবুত করবে। সংসারে শান্তি হবে।
তুলাঃআপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। একে স্থায়ীভাবে একটি নির্দিষ্ট দিশায় রাখতে আপনার জীবন শৈলী পরিবর্তন করার সঠিক সময়। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হবে।
বৃশ্চিকঃ একটা জায়গার পর নিজের ওপর চাপ দেবেন না এবং ঠিকভাবে বিশ্রাম নিন। প্রেম আসতে পারে।
ধনুঃ আজ আপনি উৎসাহ, আত্মবিশ্বাস এবং নতুন করে অনুপ্রেরণায় ভরপুর থাকবেন।
মকরঃ আজ দৃঢ় সংকল্প, বাস্তবসম্মত চিন্তাভাবনা এবং অর্থপূর্ণ অগ্রগতির দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। সন্তান হতে পারে আজ।
কুম্ভঃ স্বাস্থ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। আপনার মনের উচ্ছল অবস্থা আপনাকে কাঙ্খিত বল এনে দেবে এবং প্রত্যয়ী করে তুলবে। আপনি দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে বিনিয়োগ করলে উল্লেখযোগ্য লাভ পাবেন। সংসারে শান্তি হতে পারে।
মীনঃ সামাজিক জীবনের থেকে স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। আজকে আপনার কোনো কাছের লোকের সাথে আপনার ঝগ।া হতে পারে আর সেটা কোর্ট পর্যন্ত যেতে পারে। যেই কারণে আপনার বেশ কিছু টাকা খরচা হতে পারে। আপনার পরিবারের হিতসাধনে কঠোর পরিশ্রম করুন। শুভদিন হতে পারে আজকে। প্রেম হবে।

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গের ৬টি জেলায় আগামী ২৪ ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। এই জেলাগুলি হল - পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুর। এই জেলাগুলির এক-দু জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে।দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতে বৃষ্টির পরিমাণ কম থাকবে, বৃষ্টি দাপট অবশ্য ইতিমধ্যেই অনেকটাই কমেছে। মৎস্যজীবীদের জন্য আগামী ২৪ ঘণ্টাও সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পঙ, জলপাইগুড়ি জেলার এক-দু জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। মঙ্গলবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৩ ডিগ্রি কম। আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াল। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৭ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৮৯শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫৫মনিট এবং রাত ১১টা ৪৬মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৪টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫১ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০৫মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৯মিনিটে হতে পারে।

শহর ও শহরতলী

প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন জয়নগর মজিলপুর, হাঁটু সমান জলে দুর্ভোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ১৮ শুগস্ট ঃ রবিবার রাত থেকে টানা প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন দেড়শো বছরের প্রাচীন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার একাধিক ওয়ার্ড। সোমবার সকাল থেকেই বিভিন্ন এলাকায় হাঁটু সমান জল জমে থাকায় চরম দুর্ভোগে প'ড়ছেন সাধারণ মানুষ। জল পেরিয়েই স্কুল ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা, ট্রেনযাত্রী থেকে শুরু করে নিত্যযাত্রীদের যাতায়াত করতে হচ্ছে। জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ১, ২, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২ ও ১৩ নম্বর ওয়ার্ড-সহ একাধিক এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন জয়নগর স্টেশন মোড়, স্টেশন রোড, ধন্বন্তরী রোড, সার্কাস মাঠ-সহ সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। জল জমে যাওয়ায় যান চলাচল ও পথচারীদের স্বাভাবিক যাতায়াত ব্যাহত হয়েছে। জলমগ্ন রাস্তা দিয়েই বাধ্য হয়ে স্কুলে যেতে হয়েছে ছাত্রীদের। একইভাবে ট্রেন ধরতে স্টেশনের দিকে যাওয়া যাত্রীদেরওজল পেরিয়ে যাতায়াত করতে দেখা যায়।এলাকাবাসীর অভিযোগ,সামান্য বৃষ্টিতেই জয়নগরের মজিলপুরের বিভিন্ন এলাকায় জল জমে যায়। নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সমস্যা রয়েছে। ফলে প্রবল বৃষ্টির সময় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার বলেন, বর্তমানে নতুন সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে। এখনও রাস্তার কাজের জন্য ফান্ড আসেনি। তবে দপ্তরের সঙ্গে কথা বলেছি। পুজোর আগেই সব ওয়ার্ডের রাস্তা সংস্কার করে দেওয়া হবে। পাশাপাশি জল নিকাশি খাল সংস্কারেও ব্যবস্থা করা হবে।পৌর চেয়ারম্যানের আশ্বাসে কিছুটা স্বস্তি মিললেও দ্রুত জল নিকাশি ও রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্কুলের সময়ে জনগণনার কাজে শিক্ষক! রাজ্যের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট কলকাতা হাই কোর্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৮ আগস্ট ঃ স্কুলের পঠনপাঠনের নির্ধারিত সময়ে শিক্ষকদের জনগণনার কাজে নিয়োগ করা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করল কলকাতা হাই কোর্ট। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত স্কুলের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের জনগণনার মতো প্রশাসনিক কাজে যুক্ত করার সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে আদালত। পাশাপাশি ছুটির দিন, বিশেষ করে শনিবার ও রবিবারও শিক্ষকদের কীভাবে এই কাজে ব্যবহার করা হবে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। মঙ্গলবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের এজলাসে এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি হয়। শুনানিতে আদালতের পর্যবেক্ষণ, একটি স্কুলের মূল উদ্দেশ্য হল পড়াশোনা ও পঠনপাঠন চালিয়ে যাওয়া। সেই সময়ে শিক্ষকদের প্রশাসনিক কাজে নিয়োগ করা হলে তার সরাসরি প্রভাব পড়তে পারে শিক্ষা ব্যবস্থায়। ফলে স্কুলের নির্ধারিত ক্লাসের সময়ে শিক্ষকদের জনগণনার কাজে পাঠানো কতটা যুক্তিসঙ্গত, তা নিয়ে রাজ্যের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছে আদালত। শুধু সময়সীমা নয়, কেন মূলত স্কুলশিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মীদেরই এই দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে হাই কোর্ট। বিচারপতি জানতে চান, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত, পুরসভা কিংবা বিধানসভা-সহ বিভিন্ন সরকারি দফতরে পর্যাপ্ত কর্মী থাকা সত্ত্বেও কেন শিক্ষকদেরই জনগণনার কাজে নামানো হচ্ছে? প্রশাসনের অন্য দফতরের কর্মীদের কাজে লাগানোর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের উপর কেন অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপানো হচ্ছে, সেই প্রশ্নও উঠে আসে শুনানিতে। আদালতের আরও পর্যবেক্ষণ, জনগণনার কাজের জন্য সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত শিক্ষকদের বাধ্যতামূলকভাবে কাজে যুক্ত করার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্ট দেয়নি। ফলে এই নির্দিষ্ট সময়সীমা কীভাবে নির্ধারিত হল এবং এর ফলে স্কুলের স্বাভাবিক পঠনপাঠন কীভাবে বজায় রাখা হবে, তা স্পষ্ট করা প্রয়োজন বলে মনে করেছে আদালত। এদিকে জনগণনার কাজে শিক্ষকদের যুক্ত করার পক্ষে আদালতে যুক্তি দেন অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল। তাঁর বক্তব্য, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ না হলে প্রয়োজনে কাজের সময়সীমা বাড়ানো হতে পারে। জনগণনার কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলেও আদালতকে জানান তিনি। তবে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেলের এই যুক্তিতে আদালত সন্তুষ্ট হয়নি। বরং শিক্ষা ব্যবস্থার স্বাভাবিক কার্যক্রম যাতে কোনওভাবেই ব্যাহত না হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য রাজ্য সরকার কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, সেই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য চেয়েছে হাই কোর্ট। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। স্কুলের পঠনপাঠন সচল রাখা, শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের উপর অতিরিক্ত প্রশাসনিক দায়িত্বের প্রভাব এবং জনগণনার কাজের সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার ভারসাম্য কীভাবে বজায় রাখা হবে-হলফনামায় সেই সমস্ত বিষয় স্পষ্ট করতে হবে রাজ্যকে। একইসঙ্গে জনগণনা কর্তৃপক্ষকেও কাজের সময়সীমা এবং কর্মপদ্ধতি স্পষ্ট করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। অর্থাৎ, কোন সময়ে এবং কীভাবে শিক্ষকদের এই কাজে ব্যবহার করা হবে, সেই বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আদালতের সামনে তুলে ধরতে হবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। বিচারপতির স্পষ্ট বক্তব্য, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে দ্রুত কোনও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে না পৌঁছলে আদালতই এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবে। আগামী বুধবার ফের মামলাটির শুনানি রয়েছে। ফলে সেই শুনানিতে রাজ্য ও জনগণনা কর্তৃপক্ষ কী অবস্থান জানায় এবং স্কুলের পঠনপাঠন স্বাভাবিক রাখার বিষয়ে কী পরিকল্পনা পেশ করে, সেদিকেই এখন নজর।

হালিশহর লকআপে তৃণমূল কর্মীর মৃত্যুতে কড়া পদক্ষেপ, সিআইডির হাতে তদন্তভার

নিজস্ব সংবাদদাতা,হালিশহর, ১৮ আগস্ট ঃ হালিশহর থানার লকআপে তৃণমূল কর্মীর মৃত্যুর ঘটনায় এবার সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিল রাজ্য সরকার। ঘটনার দিন থানার লকআপে ঠিক কী ঘটেছিল, কী পরিস্থিতিতে ওই তৃণমূল কর্মী অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পিছনে কোনও গাফিলতি বা অন্য কোনও কারণ ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখবেন সিআইডির আধিকারিকরা। খুব শীঘ্রই রাজ্য গোয়েঃদা দফতরের একটি দল হালিশহর থানায় গিয়ে তদন্ত শুরু করতে পারে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র চাপানউতোর তৈরি হয়েছে। মৃত তৃণমূল কর্মী বিরজু কুমারের পরিবারের তরফে পুলিশের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তোলা হয়েছে। তাঁদের দাবি, পুলিশি হেফাজতে অত্যাচারের জেরেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। যদিও মৃত্যুর প্রকৃত কারণ তদন্তের পরেই স্পষ্ট হবে। ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে পরিবারের পক্ষ থেকে প্রশাসনের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৬ অগস্ট উত্তর ২৪ পরগনার কাঁচরাপাড়ার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিরজু কুমারকে গ্রেফতার করা হয়। দু'দিন পর, অর্থাৎ ৮ অগস্ট, হালিশহর থানার লকআপে তাঁকে অচৈতন্য অবস্থায় পাওয়া যায় বলে অভিযোগ। দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বিরজুর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়। পরিবারের তরফে অভিযোগ ওঠে, পুলিশি হেফাজতে থাকাকালীন তাঁর উপর অত্যাচার করা হয়েছিল। সেই কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করেন পরিজনেরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এরপর মৃত তৃণমূল কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাড়িতে যান তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে সেখানে তাঁকে

ঘিরে বিক্ষোভের পরিস্থিতি তৈরি হয় বলে অভিযোগ। তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে কাদা ও ডিম ছোড়ার ঘটনাও ঘটে। পাশাপাশি তাঁকে উদ্দেশ করে স্লোগান দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। ঘটনার পরেই হালিশহরে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সঙ্গে ছিলেন পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। মৃতের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে গোটা পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ নেন তিনি। পরিবারের বক্তব্য শোনার পর ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রশাসনিক স্তরে একাধিক পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, মৃতের স্ত্রী তাঁর কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। এরপর হালিশহর থানার আইসিকে ক্লোজ এবং ঘটনার তদন্তকারী আধিকারিককে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি প্রশাসনিক তদন্তেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বা এসডিও স্তরে তদন্তের পাশাপাশি জেলাশাসককেও বিষয়টি খতিয়ে দেখার দায়িত্ব দেওয়া হয় বলে জানা যায়। এবার সেই তদন্তের পরিধি আরও বাড়িয়ে সিআইডিকে দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। লকআপে বিরজু কুমারের অবস্থান, তাঁকে কীভাবে রাখা হয়েছিল, অসুস্থ হওয়ার পর কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল এবং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও দেরি হয়েছিল কি না-সমস্ত বিষয়ই তদন্তের আওতায় আসতে পারে। থানার সিসিটিভি ফুটেজ, সংশ্লিষ্ট পুলিশকর্মীদের বক্তব্য এবং অন্যান্য নথিও খতিয়ে দেখা হতে পারে। পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর মতো গুরুতর অভিযোগে সিআইডি তদন্তের নির্দেশের পর এখন তদন্তের রিপোর্টের দিকেই নজর মৃতের পরিবার ও রাজনৈতিক মহলের। বিরজু কুমারের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এবং ঘটনায় কারও গাফিলতি বা অপরাধমূলক ভূমিকা ছিল কি না, তদন্তের পরই তা স্পষ্ট হবে।

হোম স্টে, ট্যুর অপারেটর এবং টুরিস্ট বাস অপারেটরদের ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৮ আগস্ট ঃ পর্যটকদের সুরক্ষায় রাজ্য সরকার রাজ্যের সব হোম স্টে, ট্যুর অপারেটর এবং টুরিস্ট বাস অপারেটরদের ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ আজ কলকাতায. নব মহাকরণে সাংবাদিক বৈঠকে বলেন এজন্য প্রযে়াজনীয.মোবাইল অ্যাপ তৈরির কাজ শেষ হযে়ছে। খুব দ্রুত সেটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হবে। আলিপুরদুযা়র, হুগলি এবং নবদ্বীপের মতো ঐতিহাসিক অঞ্চলগুলিকে কেঃদ্র করে বিশেষ পর্যটন সার্কিট গড়ে তোলার কাজ শুরু হযে়ছে বলে তিনি জানিযে়ছেন। পাশাপাশি সু ঃদরবনকে দ্বিতীয. গ্লোবাল ডেস্টিনেশন হিসাবে গড়ে

তুলতে বিশেষ গুরুত্ব দেওযা. হচ্ছে। পর্যটনকে পূর্ণাঙ্গ শিল্পের মর্যাদা দিযে. একটি সুনির্দিষ্ট এবং পর্যটন ভিত্তিক শিল্পনীতি তৈরির কাজ চলছে বলে মন্ত্রী জানিযে়ছেন। স্বাস্থ্য পর্যটনের প্রসারে একটি পৃথক নীতি আনা হবে বলে মন্ত্রী জানান। বিলাসবহুল পর্যটকদের চা বাগানের ঐতিহ্যবাহী বাংলো এলাকাগুলিতে রাখার জন্য চা বাগানে থাকুন শীর্ষক একটি নতুন ভাবনার কথা জানান তিনি। বিগত সরকারের আমলে লিজ হোল্ড জমি ফ্রি হোল্ড করার ফলে কিভাবে সেই সরকারি সম্পত্তি হস্তান্তরিত বা বিক্রি হযে.গেল সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। এই ঘটনার তদন্তের জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পাঠিযে়ছেন বলে শংকর বাবু জানিযে়ছেন।

ফের জনরোষের মুখে সৌগত রায়, বিমানবন্দরে গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ ও ‘চোর স্লোগান

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৮ আগস্ট ঃ কলকাতা বিমানবন্দরে ফের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন তৃণমূলের কালীঘাটপন্থী সাংসদ সৌগত রায়। মঙ্গলবার বিমানবন্দর চত্বরে তাঁকে ঘিরে কালো পতাকা দেখানোর পাশাপাশি জুতো প্রদর্শন করেন বিক্ষোভকারীরা। ওঠে ‘চোর চোর’ স্লোগানও। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের একটি বৈঠকে যোগ দিতে নিজের গাড়িতে করে সেখানে পৌঁছন সৌগত। তিনি গাড়ি থেকে নামার আগেই একদল বিক্ষোভকারী তাঁর গাড়ি ঘিরে ধরে স্লোগান দিতে শুরু করেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশ তাঁকে সেখান থেকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যায়। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার কলকাতা বিমানবন্দর অথরিটি অফিসে একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। ওই এলাকার সাংসদ হিসেবে সেই বৈঠকে সৌগত রায়কে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেই সূত্রেই তিনি বিমানবন্দর চত্বরে পৌঁছন। কিন্তু তাঁর গাড়ি সেখানে পৌঁছতেই উপস্থিত জনতা এবং বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের একাংশ বিক্ষোভ শুরু করেন। সাংসদকে ফিরে যাওয়ার দাবি জানাতে থাকেন তাঁরা। একই সঙ্গে কালো পতাকা দেখানো হয় এবং জুতো হাতে নিয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়। পরিস্থিতি বুঝতে গাড়ির কাচ নামিয়ে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন সৌগত রায়। কিন্তু বিক্ষোভকারীরা তাঁর কথা শুনতে রাজি হননি বলে জানা গিয়েছে। বরং আরও জোরালোভাবে স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা। কিছুক্ষণ ধরে এই পরিস্থিতি চলার পর বিমানবঃদর কর্তৃপক্ষের আধিকারিক এবং পুলিশকর্মীরা হস্তক্ষেপ করেন। শেষ পর্যন্ত সৌগত রায়কে বিক্ষোভের জায়গা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সাংসদকে ঘিরে এই ধরনের বিক্ষোভ অবশ্য নতুন নয়। চলতি বছরের মে মাসের শেষ দিকে নিমতায়ও তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ হয়েছিল। সেই সময় উত্তেজিত জনতার একাংশ তাঁর দিকে ডিম ছোড়ে এবং ‘ স্লোগান দেয় বলে অভিযোগ ওঠে। ওই ঘটনার পিছনে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের ভূমিকা রয়েছে বলে অভিযোগ করেছিলেন সৌগত রায়। এবার ফের তাঁর বিরুদ্ধে একই ধরনের স্লোগান উঠল, তবে এবার ঘটনাস্থল কলকাতা বিমানবন্দর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। বিজেপি বিধায়ক অরিজি বক্সী সৌগত রায়ের বিরুদ্ধে সরব হন। তাঁর অভিযোগ, দমদম এলাকার সাধারণ মানুষের পাশে সাংসদকে নিয়মিত দেখা যায় না।

এখনই জাতিগত শংসাপত্র যাচাই নয়!

রাজ্যের বিজ্ঞপ্তিতে অন্তবর্তী স্থগিতাদেশ হাই কোর্টের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৮ আগস্ট ঃ জাতিগত শংসাপত্র যাচাই নিয়ে রাজ্য সরকারের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত ১৪ মে জাতিগত শংসাপত্র যাচাই সংক্রান্ত ওই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। সেই বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে আপাতত কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না বলে নির্দেশ দিয়েছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। ফলে তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির শংসাপত্র যাচাই ও বাতিলের প্রক্রিয়া নিয়ে আপাতত রাজ্য সরকারের উদ্যোগে আদালতের হস্তক্ষেপ পড়ল। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর জাতিগত শংসাপত্রের বৈধতা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়। নতুন সরকারের অভিযোগ ছিল, পূর্ববর্তী সরকারের আমলে জাতিগত শংসাপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে নিয়ম মানা হয়নি। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই ১৪ মে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজ্য সরকার। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ২০১১ সাল থেকে রাজ্যে তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জন্য যে সমস্ত জাতিগত শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে, সেগুলি যাচাই করা হবে। শুধু শংসাপত্র যাচাই নয়, তদন্তে কোনও শংসাপত্র ভুয়ো বা নিয়মবহির্ভূত বলে প্রমাণিত হলে সেটি বাতিল করা হতে পারে বলেও রাজ্যের তরফে জানানো হয়েছিল। সরকারের এই সিদ্ধান্ত সামনে আসার পরই বিষয়টি নিয়ে আপত্তি ওঠে। শংসাপত্রের বৈধতা যাচাইয়ের নামে বহু মানুষের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। এরপরই রাজ্য সরকারের বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের হয়। মামলাটির শুনানি শুরু হয় প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চে। মামলাকারীদের হয়ে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য আদালতে সওয়াল করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, রাজ্য সরকার নিজের উদ্যোগে আগে থেকে দেওয়া জাতিগত শংসাপত্র বাতিল করার মতো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এই ধরনের

পদক্ষেপের ফলে বহু মানুষের শংসাপত্র বাতিল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলেও আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি। মামলাকারী পক্ষের আরও বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে বৈধ নথির ভিত্তিতে ব্যবহার করা শংসাপত্রকে নতুন করে যাচাইয়ের আওতায় এনে তা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শিক্ষা, চাকরি এবং সরকারি সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। ফলে রাজ্যের বিজ্ঞপ্তির বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন তোলা হয়। অন্যদিকে রাজ্যের হয়ে অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিনাথ মিত্র আদালতে পালটা যুক্তি দেন। রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড-সহ বিভিন্ন সরকারি নথি এবং সংশ্লিষ্ট পরিবারের জাতিগত পরিচয়ের তথ্য যাচাই করে শংসাপত্রের বৈধতা পরীক্ষা করার প্রয়োজন রয়েছে। কোনও শংসাপত্র নিয়ম মেনে দেওয়া হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখার অধিকার রাজ্যের রয়েছে বলেও যুক্তি দেওয়া হয়। তবে রাজ্যের এই বক্তব্যের পরও আদালত আপাতত বিজ্ঞপ্তিটির কার্যকারিতার উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করেছে। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট করে দিয়েছে, ওই বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে এই মুহূর্তে রাজ্য কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না। ফলে ২০১১ সাল থেকে ইস্যু হওয়া জাতিগত শংসাপত্রগুলির ব্যাপক যাচাই এবং সম্ভাব্য বাতিলের যে প্রক্রিয়া রাজ্য সরকার শুরু করতে চেয়েছিল, তা আপাতত আদালতের নির্দেশে থমকে গেল। বিজ্ঞপ্তির আইনগত বৈধতা নিয়ে মামলাটির পরবর্তী শুনানিতে আরও বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে। আপাতত হাই কোর্টের এই অন্তর্বর্তী নির্দেশের ফলে সংশ্লিষ্ট শংসাপত্রধারীদের মধ্যে স্বস্তি তৈরি হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

২৮ আগস্ট জাতীয় ঐক্যের বার্তা কর্মসূচী

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৮ আগস্ট ঃ রাখিবন্ধন উপলক্ষে আগামী ২৮ আগস্ট রাজ্যজুড়ে জাতীয় ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিতে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করবে রাজ্য সরকার। এ জন্য তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর সমস্ত জেলাশাসক এবং কলকাতা পুরসভার কমিশনারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। সরকারি নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে জেলা সদর, পুরনিগম ও পুরসভার নির্বাচিত ওয়ার্ড পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে অনুষ্ঠান হবে। তেরঙ্গা-থিমের রাখি বিনিময়ের পাশাপাশি রবীন্দ্রসঙ্গীত, লোকসংগীত ও স্থানীয় সাংস্কৃতিক পরিবেশনার আয়োজনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতর তেরঙ্গা-থিমের রাখি সরবরাহ করবে। স্থানীয় শিল্পী, সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠান শেষে প্রতিটি জেলা প্রশাসনকে ছবি ও সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরে জমা দিতে হবে।

আজ ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গ সরকার গঠনে এর ১০০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর সেই উপলক্ষে বিশেষ সাংবাদিক সম্মেলন করলেন বিগত কাজের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং প্রদেশের সহ সভাপতি মাননীয়া শ্রীমতি দেবশ্রী চৌধুরী মহাশয়া এবং মাননীয় জেলা সভাপতি আইনজীবী শ্রী চণ্ডী চরণ রায় মহাশয় এবং কলকাতা উত্তর শহরতলী জেলার সম্মানীয় ছয় বিধায়ক এর ভার্চুয়ালি উপস্থিতিতে এক প্রেস কনফারেন্স সংঘটিত হয় জেলা কার্যালয় (আগরপাড়া) তে। ছবি সুবল সাহা

ভাসমান মেডিকেল ইউনিট চালু করল স্বাস্থ্য দপ্তর

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৮ আগস্ট ঃ সুন্দরবনের মত প্রত্যন্ত এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে ভাসমান মেডিকেল ইউনিট চালু করল স্বাস্থ্য দপ্তর। আজ কলকাতায় এই মেডিকেল ইউনিটের উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। এর সঙ্গে স্পিড বোট অ্যাম্বুল্যান্সও চালু করবে স্বাস্থ্য দপ্তর।

১০০ দিনে উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরল বিজেপির সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্ব

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারুইপুর, ১৮ আগস্ট ঃ বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের গঠনের পর গৌরবের সঙ্গে অতিক্রান্ত হয়েছে ১০০ দিন। এই ১০০ দিনে সাধারণ মানুষের পাশে থেকে সরকার কী কী উন্নয়নমূলক ও জনকল্যাণ মূলক কাজ করেছে, তার খতিয়ান সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরল বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্ব। এই উপলক্ষে মঙ্গলবার বারুইপুরে বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার প্রধান কার্যালয়ে একটি বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় গত ১০০ দিনে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি, জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ এবং সাধারণ মানুষের জন্য নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি আগামী দিনে মানুষের স্বার্থে সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচির কথাও জানানো হয়।এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন গোসাবার বিধায়ক বিকর্ণ নস্কর, বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উৎপল নস্কর, জেলা মিডিয়া ইনচার্জ মহারাজা হালদার-সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কার্যকর্তারা।সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলা সভাপতি উৎপল নস্কর বলেন, ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বিজেপি সরকার উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করে চলেছে।

আর এম পি ব্লক-শিফা ওয়েল ফেয়ার গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে মেডিক্যাল ক্যাম্প

আব্দুল হাফিজ খাঁন, হাওড়া, ১৮ আগস্ট ঃ ডোমজুর জগাছা আর এম পি ব্লক ও শিফা ওয়েল ফেয়ার গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে আগামী ১৭.০৮.২৬ রবিবার অসম রাজ্যে বন্যা কবলিত এলাকা শিবসাগর জেলার সিমলাগুড়ি নাজিরা এলাকায় মেডিক্যাল ক্যাম্প বস্ত্র বিতরণ ও খাদ্য বিতরণ করা হয়। রোগী দের চিকিৎসার সাথে সাথে তাদের শেষে প্রয়োজনীয় মেডিসিন দেওয়া হয়, পুরুষ ও মহিলা মিলে ১০০০ জন কে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। এবং শুকনো খাবার ৫০০ জন মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই অসম রাজ্যে বন্যাকবলিত এলাকায় যার দায়িত্বে হয়েছে ডোমজুর জগাছা আর এম পি ব্লক ও শিফা ওয়েল ফেয়ার গ্রুপের সম্পাদক ডাঃ আশরাফুল ইসলাম শেখ মহাশয় বলেন, আমাদের দেখা অসম রাজ্যে এতোটা ক্ষতি বন্যায় আমরা আগে দেখেনি, সকলের সহযোগিতার কারনে আমরা এই ক্যাম্পটি সম্পূর্ণ করিতে সহায়ক হয়েছি। যে সকল বন্ধুরা আমাদের পাশে ছিলেন তাহাদের সকল কে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।এছাড়াও এ দিন উপস্থিত ছিলেন ডা চন্দন রানা, ডাঃ মাফুজুর রহমান শা ,ডাঃ নাসিম আক্তার মন্ডল, ডাঃ সানোয়ার সিদ্দিকী, ডাঃ মতিয়ার রহমান লস্কর, ডাঃ সেখ সিবগাতুল্লা, দিব্যেন্দু সিনহা, শেখ সামিজ, শেখ আর ফরিদ ও প্রমূখ।

সল্টলেকের গেস্ট হাউসে তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ, গ্রেফতার এক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৮ আগস্ট ঃ সল্টলেকের একটি গেস্ট হাউসে এক তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগে রাজ্য পুলিশের এক সহকারী সাব-ইন্সপেক্টরকে গ্রেফতার করল পুলিশ। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ওই তরুণীকে বেশ কয়েকদিন গেস্ট হাউসে জোর করে আটকে রেখে যৌন নির্যাতন চালানোরও অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি বিধাননগর পূর্ব থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। সোমবার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। মঙ্গলবার তাঁকে বিধাননগর আদালতে পেশ করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম আজমল হক। তিনি বীরভূমের নলহাটি থানায় সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর পদে কর্মরত ছিলেন। তদন্তকারীদের দাবি, কয়েকদিন আগে সামাজিক মাধ্যমে এক মহিলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সেই পরিচয়ের সূত্র ধরেই দু'জনের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি হয়। এরপর গত জুন মাসে সল্টলেকের একটি গেস্ট হাউসে তাঁদের দেখা হয়। অভিযোগ, সেই গেস্ট হাউসেই ওই মহিলার উপর যৌন নির্যাতন চালান আজমল। শুধু ধর্ষণের অভিযোগই নয়, তাঁকে বেশ কয়েকদিন সেখানে জোর করে আটকে রাখার অভিযোগও করেছেন তরুণী। নির্যাতিতার দাবি, ওই সময় তাঁর উপর একাধিকবার যৌন নির্যাতন চালানো হয়। পরে কোনওরকমে গেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন তিনি। এরপর বিধাননগর পূর্ব থানায় গিয়ে অভিযুক্ত পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন তরুণী। অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্তে নামে পুলিশ। ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের

পাশাপাশি অভিযুক্তের সঙ্গে নির্যাতিতার যোগাযোগ এবং গেস্ট হাউসে তাঁদের যাতায়াত সংক্রান্ত বিষয়ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। তদন্তের অগ্রগতির মধ্যেই সোমবার আজমল হককে গ্রেফতার করেন তদন্তকারীরা। তাঁকে মঙ্গলবার বিধাননগর আদালতে পেশ করা হয়। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য অভিযুক্তকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাতে পারে পুলিশ। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে গেস্ট হাউসের নথি, সিসিটিভি ফুটেজ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করা হতে পারে। একজন পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগ ওঠায় ঘটনাটি ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। তদন্তকারীরা অভিযোগের প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখছেন। অভিযুক্ত পুলিশকর্মী তাঁর পদমর্যাদার কোনও প্রভাব খাটিয়েছিলেন কি না, সেই বিষয়টিও তদন্তের আওতায় রয়েছে। পাশাপাশি ঘটনার সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নারী নির্যাতনের অভিযোগে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে রাজ্য সরকারের তরফে কঠোর অবস্থানের কথা বারবার জানানো হয়েছে। অভিযুক্তের পরিচয় বা পেশা যাই হোক, অভিযোগের ভিত্তিতে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে। মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য ‘ সুরক্ষা স্কোয়াড’ নামে মহিলা পুলিশ পেট্রল ইউনিটও চালু করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সল্টলেকের ঘটনার অভিযোগ সামনে আসার পর দ্রুত অভিযুক্ত পুলিশকর্মীকে গ্রেফতার করে তদন্ত শুরু করেছে বিধাননগর পূর্ব থানার পুলিশ। এখন আদালতের নির্দেশ এবং তদন্তের পরবর্তী অগ্রগতির দিকেই নজর রয়েছে। অভিযোগের সত্যতা এবং ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ তদন্ত শেষ হলেই স্পষ্ট হবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৫৮ সংখ্যা, বুধবার, ১ ভাদ্র, ১৪৩৩

মেজর সত্য গুপ্ত

অগ্নিযুগের ছায়ায় মেজর সত্য গুপ্ত। ১৯০২ সালের ১৮ই জুলাই আজকের দিনে ভারতের অন্তর্গত বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলার তেজগাঁও অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন সত্য গুপ্ত। তাঁর পিতা প্যারীমোহন গুপ্ত ছিলেন শিক্ষিত ও সমাজসচেতন ব্যক্তি। শিক্ষাজীবনের শুরু থেকেই সত্য গুপ্ত অসাধারণ মেধার পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৯১৯ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন তিনি। তবে দেশমাতৃকার টানে যখন সময় এসেছে আত্মবলিদানের, তখন ব্যক্তিগত সাফল্য তাঁর কাছে তুচ্ছ হয়ে দাঁড়ায়। স্বাধীনতা সংগ্রামী ও দেশপ্রেমিক শিক্ষাবিদ অশ্বিনীকুমার দত্তের অনুপ্রেরণায় তিনি ১৯২১ সালে আই.এ পরীক্ষা না দিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর বিপ্লবী জীবনের সূচনা ঘটে হেমচন্দ্র ঘোষ প্রতিষ্ঠিত 'মুক্তি সংঘ'-এর গুপ্ত সদস্য হিসেবে। ১৯২৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ পাস করার পর, ১৯২৭ সালে সংগঠনের নির্দেশে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। এখানেই তাঁর সাক্ষাৎ হয় সুভাষচন্দ্র বসু ও শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে। রাজনৈতিক পরিণত মনন ও সাংগঠনিক দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি নতুনভাবে গঠিত 'বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স' সংগঠনের নেতৃত্বে আসেন এবং পান মেজর উপাধি। এই সংগঠনের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯৩০ সালের ২৯শে আগস্ট কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার লোম্যান হত্যাকাণ্ডে জড়িয়ে গ্রেপ্তার হন তিনি, যদিও পরে মুক্তি পান। কিন্তু ৮ই ডিসেম্বর ১৯৩০ সালে যখন বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত রাইটার্স বিল্ডিংয়ে সশস্ত্র আক্রমণ চালান, তখন তিনি পুনরায় ব্রিটিশ শাসকের হাতে গ্রেফতার হন এবং রাজবন্দি রূপে দীর্ঘকাল বন্দি থাকেন। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তাঁকে আলিপুর, বক্সার, মিনওয়ালি (পাঞ্জাব), ও যারবেদা (পুনা) প্রভৃতি জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। পরে হিজলি জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর, তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবে সমস্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। নেতাজীর ১৯৪১ সালের ১৬ই জানুয়ারির মহানিস্ক্রমণের পর সত্য গুপ্ত ফের রাজবন্দি হন এবং টানা ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত কারাবন্দি থাকেন। স্বাধীনতা-পূর্ব এই সময়টিতে তিনি আত্মমর্যাদা ও আদর্শে অটল থেকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যান। কারামুক্তির পর তিনি রাজনীতির পথ থেকে সরে এসে সমাজসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বাগু গ্রামে তিনি পল্লী উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করেন এবং 'বাগু সপ্তগ্রামের পল্লী নিকেতন'-এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই প্রতিষ্ঠানটির সম্পাদক ছিলেন আরেক প্রখ্যাত বিপ্লবী নিকুঞ্জ সেন। অবশেষে, ভারতের স্বাধীনতার দুই দশকের মাথায়, ১৯৬৬ সালের ১৯ জানুয়ারি, এই নির্ভীক দেশপ্রেমিক ও সংগ্রামী বিপ্লবী জীবনের শেষ অধ্যায়ে উপনীত হন। মেজর সত্য গুপ্তের জীবন কেবলমাত্র বিপ্লবের ইতিহাস নয়, এক নিরবিচ্ছিন্ন আত্মত্যাগ ও আদর্শের প্রতীক হয়ে আজও অনুপ্রেরণা জোগায়।

রোহিনী রঞ্জন বড়ুয়া

দায়ের এক কোপে দারোগার মাথা দেহ থেকে আলাদা করে দিয়েছিলেন শহীদ রোহিণীরঞ্জন বড়ুয়া। জন্ম চট্টগ্রাম জেলার গুজারা নোয়াপাড়া গ্রামে এক দরিদ্র নিম্নবিত্ত বৌদ্ধ পরিবারে। ছোট থেকেই ভালো ফুটবল খেলতেন, পড়াশুনাতেও ছিলেন মেধাবী। ব্রিটিশ সরকারের দমনপীড়ন, অত্যাচার এবং সাধারণ মানুষের ওপর শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। তিনি দলের নির্দেশে বিভিন্ন গুপ্ত কর্মকাণ্ড, অস্ত্র সংগ্রহ এবং ব্রিটিশ কর্তাদের ওপর হামলার পরিকল্পনায় সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকা ও গ্রামাঞ্চলকে কেন্দ্র করে বিপ্লবীদের যে নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছিল, রোহিণী বড়ুয়া সেখানে অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও সাহসী কর্মী হিসেবে কাজ করতেন। বিপ্লবী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার সময় ব্রিটিশ পুলিশের নজরে আসেন রোহিণী বড়ুয়া। বিপ্লবী সন্দেহে ১৯৩২ সালে তাকে গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করা হয়। চট্টগ্রাম কারাগার থেকে হিজলি কারাগার, শেষে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তর। ফরিদপুর জেলের দারোগা সৈয়দ এরসাদ আলী ছিলেন কুখ্যাত অত্যাচারী। বিপ্লবীদের প্রতি তার ব্যবহার ছিল অমানবিক ও ঘৃণ্য। কারাগারে থাকাকালীন রোহিনীর মায়ের মৃত্যু সংবাদ গোপন রাখা হয়। পরে বিষয়টি জানতে পেরে রোহিনী প্রশ্ন করলে দারোগা কোনো উত্তর না দিয়ে মা, বাবাকে নিয়ে অশ্লীল মন্তব্য করে। এই অপমান রোহিনী বড়ুয়া মেনে নেয়নি। রোহিনী বড়ুয়া দা তুলে নিয়ে এক কোপে দারোগার মাথা দেহ থেকে আলাদা করে দেন। এই ঘটনার পর থেকে দারোগার আর বিপ্লবীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করত না। তৎকালীন সময়ে চাঞ্চল্যকর 'ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলা' বা ফরিদপুর ট্রায়ালে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। বিচারে ব্রিটিশ আদালত তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়। ১৯৩৫ সালের ১৮ই ডিসেম্বর, ফরিদপুর জেলা কারাগারে মাত্র একুশ-বাইশ বছর বয়সী এই তরুণ বিপ্লবীর ফাঁসি কার্যকর করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তাঁর চোখে কোনো ভয় ছিল না। দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন বুকে নিয়ে তিনি হাসিমুখে ফাঁসির দড়ি গলায় পরেছিলেন। রোহিণীবাবুর মতো বিপ্লবীদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের ওপর দাঁড়িয়েই ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হয়েছিল। ইতিহাসের পাতায় অনেক সময় এই বীরদের নাম কিছুটা আড়ালে চলে গেলেও, তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। ভারতমাতার এই বীর সন্তানকে শতকোটি প্রণাম।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

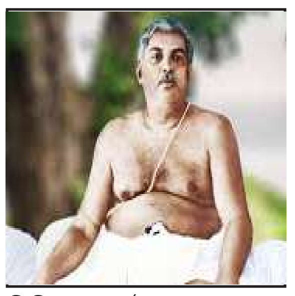

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়।

জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা সিক্ষা হোক বা অর্ত হোক। কিছু দান না করলে কোনও কিছুই পাওয়া সম্ভব হবে না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম দেবতার সাক্ষাৎ পান। পরম দেবতা শরীরে অবস্থান করেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জগত প্রবাহিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত পতি। তিনি আছেন বলে সবাই সুস্থভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগতে রক্ষা মুশকিল।

মা সারদা দেবী

মা সারদা দেবী বলেছেন, কর্ম করলে মনটা শুদ্ধ থাকে। পবিত্র থাকে। মনটাকে পবিত্র করতে হবে। শুদ্ধ করতে হবে। জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ? মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। শুধু ধর্ম করলে হবে না। মানব সেবা করতে হবে। জীব সেবা করতে হবে। মানুষকে শিক্ষিত করতে হব। জাগ্রত করতে হবে। বেদ বেদান্ত পড়ে কোনও কিছু হবে না। গরিবদের সেবা করতে হবে। তাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে। তাদেরকে মাথা তুলে দাঁড়ানোর অধিকার তৈরি করে দিতে হবে। পুজো অর্চনা করে কোনও সময়ে দেশ সোজা হয়ে দাঁড়ায় না। দেশকে সঠিক পথ ধরে নিয়ে যেতে গেলে কাজ করতে হবে। পরিশ্রম করতে হবে।

পরাধীন দেশে বাংলায় বাঙালিদের বিজ্ঞান চর্চা

বিশেষ প্রতিবেদক

পরাধীন যুগে ভারতের সম্মানকে উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিতা করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন বাংলার বেশ কয়েকজন বাঙালি বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসকেরা। তারা ভারতের সম্মানকে বিশ্বের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন। ভারতের যখন ব্রিটিশ শক্তি এসে প্রবেশ করলো তখন ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লব হয়ে গিয়েছে। সেখানে শুরু হয়েছে নতুন কলকারখানা থেকে শুরু করে শিক্ষা এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের উচ্চস্তরের অধ্যায়ন। তারই প্রভাব ভারতের ওপরে বিশেষ করে বাংলায় এসে উপস্থিত হয়েছিল। তখন কলকাতা ছিল ভারতের রাজধানি। তার ফলে কলকাতা থেকে শুরু হয়েছিল বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণ। এই নবজাগরণের ফলে একদিকে শিল্প কলকারখানা যেমন গড়ে উঠতে শুরু করেছিল পাশাপাশি আবার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি লাভ করে। ইংরেজরা আসার ফলে কলকাতা তথা ভারতের ওপরে ব্রিটিশ সভ্যতার প্রভাব পড়তে শুরু করে। আধুনিক ভারত গড়ে তোলার পিছনে ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লব পরেক্ষাভাবে কেন প্রত্যক্ষভাবেও কাজ করেছিল। তখন বাংলার মেধাবী ছাত্ররা ইংল্যাণ্ডে গিয়ে পড়াশুনার সুযোগ অনায়সে পেত। কলকাতা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল আন্তর্জাতিক শিক্ষা মানের সম্মানে সম্মানিত। যার ফলে কলকাতা থেকে যেসব মেধাবী বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসরা বিশ্ব দরবারে নাম করেছিলেন তাঁদের শিক্ষার ভিত কিন্তু বাংলা থেকে শুরু হয়েছিল। পরে সেই সব মেধাবী বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসকেরা বিলাতে গিয়ে আরও বেশি করে অধ্যায়ন এবং চর্চা করে তাদের অভিজ্ঞতার মান বৃদ্ধি করে। বাংলায় প্রথম বিজ্ঞান চর্চার রাস্তা তৈরি করার স্বপ্ন দেখেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি লিছেছিলেন বাংলায় বহু শাস্ত্র পুবাণ এবং সাহিত্য চর্চা হযেছে। এখন বিজ্ঞান চর্চার পথকে তৈরি করতে হবে। তাঁরই কথার পথ ধরে এগিয়ে এসেছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগর মহাশায়। অক্ষয় কুমার দত্ত প্রথম চেষ্টা করেছিলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার পথকে তৈরি করে দেওয়ার। তার জন্য তাঁকে বহু পরিশ্রম করতে হয়েছে। ঠাকুর বাড়িরপ্রধান কর্তা মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে একটি বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হতো। সেই পত্রিকার নাম ছিল 'তত্তবোদিনী পত্রিকা'। সেখানে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচিত হতো। এই পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানে জয়যাত্রায় 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার অবদান কম নয়। আচার্য প্রফুল্ল কুমার রায় রসায়ন বিজ্ঞানের পারদর্শী ছিলেন। তাঁর মতো রসায়ন বিজ্ঞানী তখন ভারতে বলতে গেলে দুর্লভ। তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞান গবেষণায় রত ছিলেন। সেখানেই তাঁর গবেষণা কেন্দ্র ছিল। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় আবার ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরোক্ষভাবে সাহায্য করতেন। তিনি বিপ্লবীদের বোমা তৈরি করার ব্যাপারে তাঁর গবেষণাগারকে ব্যবহার করতে সম্মতি দান করেছিলেন। বাংলার বিপ্লবী বোমা আন্দোলনের ব্যাপারে ভগিনী নিবেদিতার নাম অতি অবশ্যই করতে হবে। তিনি শুধু বাংলার বিপ্লবীদের সমর্থক ছিলেন শুধু নন, তিনি ভারতের বিজ্ঞান চর্চা যাতে প্রসারিত হতে পারে তার জন্য তিনি আচার্য জগদীশ বোসকে সহায়তা করে গিয়েছেন। বিশ্ব দরবারে আচার্য জগদীশ চন্দ্রকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনি ছিলেন আচার্য জগদীশ বোসের উৎসাহীদাত্রী। যখন আটার্য জগদীশ বোস হতাশ হয়েছেন তখন ভগিনী নিবেদিতা এসে তাঁর কাঁধে হাত রেখে তাঁকে নিরাশ হওয়া থেকে তাকে উদ্ধার করেছিলেন। সুতরাং বাংলার বিজ্ঞান চর্চার কথা বলতে গেলে ভগিনী নিবেদিতার অবদানকে অস্বীকার করা চলবে না। তিনি আবার কলকাতায় 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা করতে জগদীশ বোসকে আর্থিক সাহায্য থেকে শুরু করে মানসিক শক্তির যোগান দিয়েছেন। তিনি ছিলেন বলেই জগদীশ চন্দ্র বোস 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আজকে সেখান থেকে রয়েক বছর ধরে শয়ে শয়ে বিজ্ঞান বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে বিশ্ব দরবারে গিয়ে উপস্থিত হতে পারছে ছাত্ররা। রাজা বাজার সায়েন্স কলেজ বাংলার বিজ্ঞান দরবারে বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। তারকনাথ পালিত বিজ্ঞান কলেজ কলকাতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করুক এটা মনে প্রাণে চাইতেন। তাঁর চিন্তার ফসল আজকের রাজা বাজার অঞ্চলে বিজ্ঞান কলেজ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি হলেও তিনি কিন্তু বিজ্ঞান বা চিকিৎসা জগতের থেকে উদাসীন ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান বিষয়ক একটি বই রচনা করেছিলেন সেই বইটির নাম হচ্ছে 'বিশ্ব পরিচয়'। বাংলা যে বিজ্ঞান চর্চা করা সম্ভব তার পথটাকে তৈরি করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বিজ্ঞান বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। তিনি বহু বিজ্ঞানীদের নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করে গিয়েছেন। এমনকী তিনি নিজেই হোমিপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন। কারমাটাড়ে তিনি সকলের কাছে বিদ্যাসাগর বলে পরিচিত ছিলেন না। সেখানে তিনি চিকিৎসক ঈশ্বর বলে পরিচিতি লাভ করেন। ভেজষ গাছ লাগিয়ে সেখান থেকে ওযুধ নির্মাণ করার পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন। সেই কারণে কারমাটাড়ে তিনি ভেষজ গাছগাছালি লাগিয়েছিলেন। বিজ্ঞান প্রিয় অক্ষয় কুমার দত্তও নিজের হাতে বহু গাছ লাগিয়েছিলেন। সেই সব গাঝের গুনাগুণ তিনি তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাতে প্রকাশ করতেন। তিনি ইংজেরি ভাষার বিজ্ঞানর প্রতিশব্দ বাংলায় তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজি ভাষায় বিজ্ঞানের শব্দগুলিকে বাংলা প্রতিশব্দ তৈরি করে বাংলার বিজ্ঞান চর্চাকে প্রসারিত করে দিয়ে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কবি হলেও তিনি আবার সুচিকিৎসক ছিলেন। ভারতে স্প্যানিস ফ্লু দেখা দিলে রবীন্দ্রনাথ একটি টোক্কা তৈরি করে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের খাওয়াতেন এক চামচ করে আর পাশে গ্রামগুলিতে বসবাসকারীদের ঘরে গিয়েও এক চামক টোক্কা দিতেন যাকে স্প্যানিস ফ্লু এসে তাদেরকে আক্রমণ না করতে পারে। ভারতে স্প্যানিস ফ্লুতে এক কোটি লোক মারা গিয়েছিল। করোনাতে মাত্র কয়েক লক্ষ লোক মারায় যায়। কলকাতা বিখ্যাত মানুষ আর জি কর স্প্যানিস ফ্লুতে মারা গিয়েছিলেন। বিজ্ঞান চর্চা এবং চিকিৎসা চর্চা পাশাপাশি চলতে শুরু করে দিয়েছে বাংলার নবজাগরণের সময় থেকে। এর জন্য অতি অবশ্য শিল্প বিপ্লবের প্রভাবকে স্বীকার করে নিতে হবে। বিলাতে শিল্প বিপ্লব না হলে ইংরেজরা ভারতে এসে উপস্থিত হতো না। তারা ভারত থেকে কাচামাল সংগ্রহ করে বিলাতে সরবরাহ করার ব্যাপারে উৎসাহী ছিল। কারণ শিল্পগুলিকে চালাতে গেলে কাচা মালের প্রয়োজন। ভারত থেকে সেই কাচা মাল বিলাতে গিয়ে উপস্থিত হতো জাহাজে করে। ইংরেজা দেখতে পেল যে ভারত থেকে কাচা মাল নিয়ে বিসাতে গেলে বহু সময় লেগে যাচ্ছে। তার ওপরে জাহাজের ওপরে ভরসা করা যায় না। বহু জাহাজ সমুদ্র পথে ভারতীয় পণ্য নিয়ে ডুবে গিয়েছে। তার ফলে সময় মতো কাচা মাল বিলাতে গিয়ে উপস্থিত হতে পারছে না। উৎপাদন ব্যাহত হতে শুরু করেছে। সেই কারণে কলকাতার আশপাশে বিশেষ করে হুগলি, হাওড়া এবং ২৪ পরগনাকে শিল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করলো ইংরেজ সরকার। তারা এখানে শিল্প কলকারখানা তৈরি করে একেবারে তৈরি পণ্য নিয়ে ইউরোপের বাজারে গিয়ে উপস্থিত হতে থাকে। তার ফলে বিলাতে আয় বৃদ্ধি হয়। পাশাপাশি ভারতের বিজ্ঞান চর্চা প্রসারিত হতে থাকে। ভারতীয়রা বিজ্ঞান চর্চায় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করে। শুধু বিজ্ঞান চর্চা নয়, পাশাপাশি চিকিৎসা চর্চা বৃদ্ধি লাভ করে। যেসব সাহেবরা কলকাতায় এসে উপস্থিত হতো তাদের এবং বংলার লোকেদের চিকিৎসা করার রাস্তাকে তৈরি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করলো। লর্ড ইউলিয়াম বেন্টিঙ্ক (১৭৭৪-১৮৩৯) ১৮৩৫ সালে ২৮ জানুয়ারি তারিখে ৩৫ দফা নিয়মকানুন তৈরি করলেন। ১৮৩৬ সালে ১০ জানুয়ারি কলকাতায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করলো। কলকাতার ছেলে পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত (১৮০৬-১৮৩৫) মেডিকেল কলেজের শিক্ষক হিসাবে যোগদান করে শবব্যবচ্ছেদ করে ভারতের চিৎিসা বিজ্ঞানে একটি বিরল নজির স্থাপন করলেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের বেলগাছিয়ার রাজবাড়ি এখন প্রেতপুরী

আদিল আহমেদ

বেলগাছিয়া রাজবাড়ী। উত্তর কলকাতার বেলগাছিয়ায় (মিল্ক কলোনি বা বেলগাছিয়া মেট্রোর কাছে) অবস্থিত 'বেলগাছিয়া রাজবাড়ী' বা 'বেলগাছিয়া ভিলা' (পাইকপাড়া রাজবাড়ি নামেও পরিচিত) একটি ঐতিহাসিক প্রাসাদ। ১৮২৩ সালে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এটি কিনে ইউরোপীয় ধাঁচে সাজান। পরবর্তীতে এটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের পরিচালনায় বাংলা নাট্যচর্চার অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ইতিহাস ও তাৎপর্য এই ঐতিহাসিক বাড়িটি এক সময় ইউরোপীয় এবং ভারতীয় অভিজাতদের আড্ডাস্থল ছিল। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পর, ১৮৫৬ সালে কান্দির জমিদার সিংহ পরিবার এটি কিনে নেন। এটি বাংলার প্রথম দিকের অপেশাদার নাট্যমঞ্চ হিসেবেও খ্যাত ছিল, যেখানে 'রত্নাবলী' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল। বর্তমানে এটি সংস্কার করা হয়েছে। ইতিহাসপ্রেমীদের ও কলকাতাবাসীদের কাছে এর আকর্ষণ অটুট।

যদিও রাজবাড়ীর ভেতরের অংশটি সাধারণের জন্য উন্মুক্ত নয়, বাইরের স্থাপত্য এবং এর সমৃদ্ধ ইতিহাস আজও পর্যটকদের মুগ্ধ করে। প্রাসাদটির মূল ফটক এবং বিশাল থামগুলি এখনও সেই পুরনো দিনের আভিজাত্য মনে করিয়ে দেয়। বেলগাছিয়া রাজবাড়ী নব রূপে সজ্জিত হয়েছে এবং ২০২৩ সালের নভেম্বর মাস থেকে অভিজাত অনুষ্ঠান বাড়িতে পরিণত হয়েছে।। নাম হয়েছে 'বাড়ি কোঠি। সুন্দরী কলকাতার অতি অন্যতম, মর্যাদাসম্পন্ন, অভিজাত এই রাজবাড়ীর আকর্ষণ চিরকালীন হয়ে থাকুক এই কামনা। ভালো থাকুক এই রাজবাড়ী। বেলগাছিয়া রাজবাড়িতে সুখের দিন; এখন তা অতীতের এক নীরব প্রেতাত্মা।

দ্বারকানাথ ১৮২০-এর দশকে পাঁচ লক্ষ টাকায় এই বেলগাছিয়া ভিলাটি কিনেছিলেন, এমন একটি জায়গা হিসেবে যেখানে তিনি কলকাতার ইউরোপীয় ও ভারতীয় উভয় অভিজাত শ্রেণীর উপর আতিথেয়তা বর্ষণ করতে পারবেন। বাড়িটিতে ছিল মার্বেলের মেঝে, চমৎকার সিঁড়ি, রোমান মূর্তি, সুন্দর সব চিত্রকর্ম হলঘরের বাঁদিকে ছিল একটি প্রশস্ত বারান্দা, যা মোঙ্গল তাঁবুর আদলে সাজানো, যার দেওয়ালে ছিল লতাপাতার নকশা আর ফুলের মালা, আর তার মাঝখানে ছিল টকটকে লাল মখমল ও সোনালি কারুকার্য করা একটি সিংহাসন, যার স্তম্ভগুলো ছিল খাঁটি রুপোর তৈরি এবং তাতে সোনার কাজ করা। বাইরে ছিল একটি বিশাল লন, যার পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে গেছে একটি ঝর্ণা, আর তার উপর দিয়ে চলে গেছে চারটি সাদামাটা সেতু। দূরে একটি কৃত্রিম হ্রদ থেকে উঠে আসা জীবন-আকারের ভেনাসের মূর্তি। যে বাড়িটি একসময় কলকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আনাগোনায় মুখর ছিল এবং যেখানে লোকসমাগম হতো। জোড়াসাঁকো থেকে বেলগাছিয়ার দিকে গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার সময় আমি খেয়াল করলাম, পৈতৃক বাড়ি থেকে এটি মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দূরে, যা অসন্তুষ্ট আত্মীয়দের দৃষ্টি থেকে দূরে থাকার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই চমৎকার রাজবাড়িটির এখন কেবল তার নীরব কাঠামোটিই অবশিষ্ট আছে। যদিও অট্টালিকা এবং তার চত্বরটি জরাজীর্ণ হয়ে পড়ছে, তবুও আমি এর অতীতের জাঁকজমক কল্পনা করতে পারছিলাম। বেলগাছিয়া ভিলাটি বিশাল, এতে প্রায় একশোটি ঘর এবং একটি চমৎকার প্রবেশদ্বার রয়েছে, যার উপরে করিন্থিয়ান-শৈলীর স্তম্ভগুলো মাথার উপর দিয়ে উঠে গেছে। বারান্দাটি এত উঁচু যে একটি হাতিও প্রবেশ করতে পারবে, এবং আমি লক্ষ্য করলাম এর সম্মুখভাগে একটি স্বাগত জানানোর মতো ব্যালকনি রয়েছে, যা কে বেড়াতে এসেছে তা দেখার জন্য বেশ কাজের! এর অতীতের জাঁকজমকের কথা কল্পনা করে; বেলগাছিয়া রাজবাড়ির বারান্দা গুলোকে ধরে রেখেছে জটিল কারুকার্য। ভবনটির পেছনে একটি পুকুর আছে, যার এখনকার নোংরা জলের পাশেই পুরোনো আমলের মার্বেলের বেঞ্চগুলো এখনও দাঁড়িয়ে আছে। এখানেই দ্বারকানাথ তাঁর বড় ও জাঁক জমকপূর্ণ পার্টিগুলোর আয়োজন করতেন, যেখানে শীর্ষ কর্মকর্তা এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকতেন। স্থানীয়রা এই পুকুরের অপর পারে দাঁড়িয়ে সেই জাঁকজমক উপভোগ করতেন।

আমি গভর্নর-জেনারেল লর্ড অকল্যান্ডের ভাইঝি এমিলি ইডেনের কথা উদ্ধৃত করতে পারি, যার জন্য দ্বারকানাথ ১৮৩৬ সালের এক শীতল নভেম্বর রাতে একটি পার্টির আয়োজন করেছিলেন, তিনশো অতিথির উপস্থিতিতে, যাদের মধ্যে ছিলেন কলকাতার শীর্ষস্থানীয় ইউরোপীয় অভিনেতা, গায়ক ও বাদক, প্রধান বিচারপতি, এক বা দুজন জেনারেল এবং কলকাতার অধিকাংশ সুন্দরী ও ফ্যাশন সচেতন নারী। সন্ধ্যায় আতশবাজি দেখার জন্য মানুষ আসতো।

বাঙালি পণ্ডিত শরৎ চন্দ্র দাসের তিব্বত জয়

অনিকেত নস্কর

সালটা ১৮৮২, মে মাসের এক বিকেলে দুর্গম পথ পেরিয়ে তিব্বতের রাজধানী লাসায় ঘোড়ার পিঠে চেপে পৌঁছাল একটি দল । দলে আছে মালবাহক ও তিব্বতি লামারা, আর আছে লামার পোশাক-পরা লাল পাগড়ি চোখে সানগ্লাস এক ভিনদেশি। ক্লান্তিতে মাঝে মাঝে নুয়ে পড়ছে সে। চিনে পেস্ট্রির দোকানে জমায়েত হওয়া ভিড়টা তাকে দেখে মন্তব্য করল, 'দেখেছ আবার এক বসন্ত রোগী এসে হাজির হয়েছে...।' তারা জানেই না লাল পাগড়ি ভিনদেশির সঙ্গে আছে রিভলভার, কম্পাস, সেটস্কোয়ার ও হরেক কাগজ। তিব্বতি ভাষায় সুদক্ষ মানুষটি বিভিন্ন মঠ থেকে খুঁজে পাওয়া পুঁথি অনুবাদ করে নিয়ে যাবেন তার দেশে...তিব্বতি সংস্কৃতি ও জনজীবনে আগ্রহী এই বাবুটি আরও একটি কাজ করছেন। চলার পথে প্রতিটি পাহাড়, নদীনালা ও ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য কাগজে লিখে নিয়েছেন, লাসায় আসার পথে চুম্বি উপত্যকা, 'ইয়ামদ্রোক সো' হ্রদে ঝটিতি জরিপ করেছেন। টুকে নিয়েছেন কাঞ্চনজঙ্ঘা এলাকার হরেক পাহাড় ও পথের পরিচয়। সেগুলি ভারত সরকারের দফতরে গোপনে বাক্সবন্দি হবে। পরে বৃটিশ সেনাপতি ইয়ংহাজ ব্যান্ড এই তথ্যের ওপর নির্ভর করেই তিব্বত দখলের অভিযানে বেরুবেন। ভিনদেশি ছিলেন এক বঙ্গসন্তান... শরৎচন্দ্র দাস। তাঁর পরিচয় নিয়ে কয়েক বছর পরেও তিব্বতে ঘোর ধোঁয়াশা। যে তিব্বতি লামারা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন, সকলকেই পরবর্তী কালে এক ধার থেকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। শরৎচন্দ্র দাস তবে ঠিক কি ছিলেন...... পণ্ডিত? দুর্গম পথের অভিযাত্রী? না কি এক গুপ্তচর? লাসা সফরের তিন বছর পর এই রহস্যময় চরিত্রটিকে দেখা গেল চিনের রাজধানী পিকিং শহরে। সেখানে বাণিজ্যের খোঁজে আসা তিব্বতিরা তাঁকে 'কা চে লামা' বা কাশ্মীরের লামা বলে ডাকেন। শরৎচন্দ্র দাসের সঙ্গে অবশ্য কাশ্মীরের কোনও সম্পর্ক নেই, তিনি এসেছেন কোলম্যান মেকলে

নামে এক ব্রিটিশ কূটনীতিককে সাহায্য করতে। কোলম্যান লাসা শহরে ব্রিটিশ দূতাবাস খুলতে যাবেন, পিকিং শহরে তাই ঘাঁটি গেড়ে বসে আছেন। চিনের রাজধানীতে বাঙালি শরৎচন্দ্র দাস এ বিষয়ে তাঁর প্রধান সাহায্যকারী। দূতাবাস খোলা আর হয়নি। কিন্তু শরৎচন্দ্র দাসের পরিশ্রমী তথ্য থেকে ব্রিটিশরা এ ভাবেই নানা সাহায্য পেয়েছে। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'রায়বাহাদুর' ও 'অর্ডার অব ইন্ডিয়ান এম্পায়ার'-এ ভূষিত করেছে। হিমালয়ের খুঁটিনাটি অজানা ভৌগোলিক তথ্য আবিষ্কারের জন্য সম্মানিত করেছে লন্ডনের রয়্যাল জিয়োগ্রাফিক সোসাইটি। আবার, কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় এই গুপ্তচরের লেখালিখি খুলে দিয়েছে তিব্বত ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি চর্চার নতুন দিগন্ত। নিজেই তৈরি করেছেন তিব্বতি-ইংরেজি ভাষার অভিধান। থাইল্যান্ডে গিয়েছেন, বৌদ্ধ শাস্ত্রচর্চার জন্য খেতাব দিয়েছেন সেখানকার রাজা। মৃত্যুর দু'বছর আগেও বৌদ্ধ শাস্ত্র ও সংস্কৃতি ঘাঁটতে কয়েক মাসের জন্য পাড়ি দিয়েছেন জাপান। উনিশ শতকেই তিব্বত চর্চার জন্য সারা পৃথিবীর কুর্নিশ আদায় করে নিয়েছেন এই বাঙালি। এই পণ্ডিত গুপ্তচর আদতে চট্টগ্রামের আলমপুর গ্রামের লোক। ১৮৪৯ সালে তাঁর জন্ম। ছাত্র হিসাবে মেধাবী, উদ্ভিদবিজ্ঞান থেকে জ্যোতির্বিদ্যা, হরেক বিষয়েই তাঁর আগ্রহ। স্কুল শেষে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনার জন্য ভর্তি হয়েছেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। সেখানে তখন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো হত। বাদ সাধল ম্যালেরিয়া। ১৮৭৪ সালে ফাইনাল পরীক্ষার সময় অসুস্থ হলেন শরৎচন্দ্র, সারাক্ষণই ঠকঠকে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর। বাঁচিয়ে দিলেন উদ্ভিদবিজ্ঞানের অধ্যাপক সি বি ক্লার্ক। দার্জিলিঙের ডেপুটি কমিশনার স্যর জন এডগার তত দিনে সেখানকার শিশুদের লেখাপড়ার জন্য ভুটিয়া বোর্ডিং স্কুল তৈরি করেছেন। ক্লার্ক সেখানকার প্রধান শিক্ষক হওয়ার প্রস্তাব দিলেন ছাত্রকে। শরৎচন্দ্র প্রথমে দোনোমোনো করছিলেন। তারপর ভেবেচিন্তে, পাহাড়ি জলহাওয়ায় স্বাস্থ্য উদ্ধার হবে ভেবে সায় দিলেন। স্কুলের ছাত্ররা না বোঝে বাংলা না ইংরেজি। এদিকে হেডমাস্টারমশাইও তাদের ভাষা বোঝেন না। কিন্তু আগ্রহী মানুষটি আস্তে আস্তে রপ্ত করে ফেললেন তাদের ভাষা। সিকিমের তৎকালীন রাজা, মন্ত্রী, অমাত্যরাও ইংরেজি শেখাতে তাঁদের ছেলেদের পাঠাচ্ছেন ভুটিয়া বোর্ডিং স্কুলে।

দু'বছর পরে হেডমাস্টারমশাই ছুটিতে ছাত্রদের এক্সকারশনে নিয়ে গেলেন পাশের দেশ সিকিমে, পেমিয়াংচি মঠে । '১৮৭৯ সালে এই পেমিয়াংচি মঠের লামা **(ক্রমশ)**

জোংরি। সেখান থেকে চাং থাং গিরিপথ। বরফে পা ডুবে যাচ্ছে, এক এক জায়গায় উগ্যেন কোমরের কুকরি দিয়ে বরফ কেটে তৈরি করছেন পায়ে চলার ধাপ। গাছের শাখাপ্রশাখা কেটে তৈরি করছেন রাস্তা। ঝুরো পাথর নেমে আসছে, ১৯০০০ ফুট উচ্চতায় দুজনেরই নিশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। রাতে থাকার জায়গা বলতে পাহাড়ি গুহা। চাং থাং পেরিয়ে এ ভাবেই ওঁরা ঢুকে এসেছেন তিব্বতি সীমানার মধ্যে। তিব্বতি সংস্কৃতিতে আগ্রহী শরৎচন্দ্র সে যাত্রায় প্রায় ছয় মাস ছিলেন পাঞ্চেন লামার তাশি লুনপো মঠে। নিয়ে এসেছেন ভারতে হারিয়ে-যাওয়া নানা বৌদ্ধ গ্রন্থের অনুলিপি। তারই মধ্যে ব্রিটিশ সরকারকে জানাচ্ছেন দেশটা নিয়ে হরেক তথ্য। ভারতের তৎকালীন সার্ভেয়ার জেনারেল, বাবু শরৎচন্দ্র দাসের পাঠানো রিপোর্ট সম্বন্ধে লিখছেন, 'ওঁর পাঠানো প্রতিটি তথ্য মূল্যবান, মানচিত্র তৈরিতে কাজে দেবে।' অচেনা দেশকে জানতে গেলে দখল করতে গেলে প্রথমেই দরকার তার মানচিত্র। বৃটিশ সরকার শরৎচন্দ্রকে তাদের মতো ব্যবহার করছে। আবার শরৎচন্দ্র গুপ্তচর বৃত্তির ফাঁকে জেনে নিচ্ছেন বৌদ্ধ ধর্মের হরেক তথ্য, নিয়ে আসছেন তিব্বতি ভাষায় লেখা বিভিন্ন সংস্কৃত পুঁথি। এই সব পুঁথিপত্র সংগ্রহ তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফল, সরকারের এ বিষয়ে কোনও মাথাব্যথা ছিল না। বাঙালি পণ্ডিত তিব্বত জয়।

হাওড়ার শাঁকরাইলে 'আমূল ডাইরি'র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

রবীন্দ্রকুমার শীল

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আমুলের একটি মেগা ডেইরি প্ল্যান্টের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন যেখানে বিশ্বের বৃহত্তম দই তৈরির সুবিধাও থাকবে। হাওড়ার শাঁকরাইল ফুড পার্কের এই ডেইরি প্ল্যান্টটির দৈনিক ১৫ লক্ষ লিটার দুধ প্রক্রিয়াজাত করার ক্ষমতা থাকছে, অন্যদিকে দই তৈরির ইউনিটটি দৈনিক ১০ লক্ষ কেজি দই উৎপাদন করতে সক্ষম হবে। এই প্রকল্পে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৬৫০ কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং রাজ্যের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়ের উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। আমুল ব্র্যান্ডের অধীনে গুজরাট কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন (GCMMF) দ্বারা নির্মিতব্য এই দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রটির লক্ষ্য হল পূর্ব ভারতে সমবায়টির উপস্থিতি আরও শক্তিশালী করা। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, জাতীয় মহাসড়ক ১৬ এবং ১৯-এর সংযোগস্থলে এর কৌশলগত অবস্থান, সেইসাথে কলকাতা বন্দর এবং রেল নেটওয়ার্কের নৈকট্যের কারণে শাঁকরাইলকে নির্বাচন করা হয়েছে, যা ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, বিহার এবং উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে কাঁচা দুধ দক্ষতার সাথে সংগ্রহ এবং দুগ্ধজাত পণ্য বিতরণে সহায়তা করবে। দুধ ও দই ছাড়াও এই ইউনিটটি মিষ্টি দই, লস্যি, পনির, মাখন, ঘি এবং আইসক্রিম উৎপাদন করবে। প্রকল্পটি দুধ উৎপাদনকারীদের একটি স্থিতিশীল বাজার এবং লাভজনক মূল্য প্রদানের মাধ্যমে রাজ্যের দুগ্ধ খাতকে একটি বড় ধরনের গতি দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়াও, এটি প্ল্যান্টে শত শত

প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান এবং দুধ সংগ্রহ, পরিবহন, কোল্ড-চেইন লজিস্টিকস ও সংশ্লিষ্ট পরিষেবাগুলিতে পরোক্ষ কর্ম সংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। বর্তমানে, শুধুমাত্র কলকাতাতেই আমুলের দুধ বিক্রির পরিমাণ দৈনিক প্রায় ৮ লক্ষ লিটার। বঙ্গের দুগ্ধজাত খাদ্যের অভাব মিটবে। **ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।**

তারাপীঠ হোটেল মালিকদের একাধিক নির্দেশ, না মানলেই বড় পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১৮ আগস্ট ঃ বীরভূম জেলার মধ্যে

অবস্থিত অন্যতম তীর্থভূমি তারাপীঠ মন্দির সংলগ্ন একটি বেসরকারি হোটেলে সোমবার ভোররাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তারাপীঠের হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের পর গাফিলতির অভিযোগে হোটেল মালিক এবং তার ছেলেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনার পরই নিরাপত্তা নিয়ে বড় পদক্ষেপের ঘোষণা প্রশাসনের। তারাপীঠ থানা থেকে মাত্র ঢিলছোঁড়া দূরত্বে পুকুরের ধারে অবস্থিত বেসরকারি হোটেল 'বিদেশিনী' পাঁচতলা ওই ভবনের নীচে সোমবার ভোরের দিকে আগুন লাগে। প্রাথমিক ভাবে অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে। দ্রুত তা বিভিন্ন ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। হোটেলের আবাসিকেরা অধিকাংশই সেই সময় ঘুমোচ্ছিলেন। শিশুরাও ছিল। ধোঁয়ায় ছেয়ে যায় চারদিক। ভাল করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই আগুন অনেকটা ছড়িয়ে পড়েছিল। এরপরে মঙ্গলবার তারাপীঠ হোটেল অ্যাসোসিয়েশন ও লজ মালিকদের সঙ্গে বৈঠক করে বর্তমান রাজ্য সরকার। রামপুরহাট এর রক্তকরবি মঞ্চে তারাপীঠের প্রায় সমস্ত হোটেল ও লজ মালিকদের একত্রিত করে বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রত্যেক হোটেল মালিকদের বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়। কারণ আর কিছুদিন পরেই তারাপীঠের ঐতিহ্যবাহী কৌশিকী অমাবস্যা, যেখানে প্রত্যেক বছর লক্ষ লক্ষ পর্যটকদের সমাগম ঘটে। সেই সমস্ত পর্যটকদের কথা চিন্তা করে বৈঠকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই বিষয়ে তারাপীঠের এক হোটেল মালিক জয়ন্ত কুমার রায় জানান বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে প্রত্যেকের হোটেলে ফায়ার NOC রাখতে হবে, এর সঙ্গে হোটেলের প্রত্যেকটি ফ্লোরে থানা, অ্যাম্বুলেন্স এবং ফায়ার সার্ভিসের বা দমকল বাহিনীর নম্বর টাঙিয়ে রাখতে হবে। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেটি হচ্ছে হোটেলে একজন এমন কর্মচারী রাখতে হবে যে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, এবং সে যেন অগ্নিকাণ্ডের সময় কেমন ভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে হয় বা ফায়ার সার্ভিস দিতে হয় সেই সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় জানেন। এর পাশাপাশি প্রত্যেক হোটেলের কর্মচারীর সঠিক পরিচয় পত্র হোটেলের কাছে রাখতে হবে। আর প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তকে কার্যত খুশি তারাপীঠে আগত পর্যটকরা। তারাপীঠে হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির পরেই কা। পদক্ষেপ করল প্রশাসন। ফায়ার লাইসেন্স এবং খাদ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বৈধ অনুমতি না থাকায় তারাপীঠ এলাকার ১৫টি হোটেল বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। মঙ্গলবার এই সিদ্ধান্তের কথা জানান রামপুরহাটের মহকুমাশাসক অশ্বিনী কুমার সিং রাঠোর। সোমবার তারাপীঠের একটি বেসরকারি হোটেলে হঠাৎই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এই অগ্নিকাণ্ডে মোট ৯ জনের মৃত্যু হয়। মর্মান্তিক এই ঘটনার পরপরই নড়েচড়ে বসে জেলা প্রশাসন। দুর্ঘটনার কারণ নির্ধারণ এবং তারাপীঠ এলাকার অন্যান্য হোটেল ও লজগুলির নিরাপত্তা যাচাই করতে পুলিশ, স্থানীয় প্রশাসন, বিদ্যুৎ দফতর এবং লজ মালিকদের নিয়ে একটি বিশেষ অডিট কমিটি গঠন করা হয়। মঙ্গলবার সকালে এসডিও অফিসে এই অডিট কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। বৈঠকে এলাকার হোটেলগুলির সুরক্ষাবিধি ও প্রয়োজনীয় লাইসেন্স রয়েছে কি না, তা নিয়ে বিশদ পর্যালোচনা করা হয়। বৈঠক শেষে মহকুমাশাসক অশ্বিনী কুমার সিং রাঠোর জানান, অডিটের প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে ১৫টি হোটেল চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলির কয়েকটির ক্ষেত্রে অগ্নিনির্বাপক লাইসেন্স নেই, আবার কয়েকটির ক্ষেত্রে রান্নাবান্নার জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স নেই। প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, পর্যটকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে নজরদারি আগামী দিনেও জারি থাকবে। লাইসেন্সহীন ও সুরক্ষাবিহীন কোনও হোটেলকেই ব্যবসা চালানোর অনুমতি দেওয়া হবে না।

মুর্শিদাবাদে আবার রাজনৈতিক হিংসা, বোমার আঘাতে গুরুতর আহত বিজেপি নেতা

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৮ আগস্ট ঃ রাজ্যে পালাবদলের পরেও রাজনৈতিক হিংসা অব্যাহত। এবার মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘিতে বোমা হামলার শিকার হলেন বিজেপির যুব মোর্চার জেলা নেতা। ঘটনায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগের আঙুল তুলেছে বিজেপি। ঘটনাটি ঘটেছে সাগরদিঘি থানার অন্তর্গত ১২১ নম্বর বুথের মনিগ্রাম এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আক্রান্তের নাম রাকেশ প্রামানিক। তিনি জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির ওবিসি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক। বিজেপি নেতা জয়ন্ত মণ্ডল বলেন, গত দু'দিন বাড়িতে ছিলেন না রাকেশবাবু। তারপর রাতে বাড়ি ফেরার সময় পাঁচজন দুষ্কৃতী অতর্কিতে তাঁকে লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় প্রাণে বেঁচে যান তিনি, তবে বোমার স্প্লিন্টারের আঘাতে গুরুতরভাবে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয়রা তৎক্ষণাত তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে সাগরদিঘি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন এবং চিকিৎসকরা জানিয়েছেন তিনি মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। এই ঘটনার পরেই সরব হয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। জয়ন্ত মণ্ডল অভিযোগ করেন, সাগরদিঘির ১২১ নম্বর বুথে মনিগ্রাম এলাকায় তৃণমূলের হার্মাদ বাহিনী এই জঘন্যতম কাজ করেছে। ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত ভোটের সময়েও এরা একইভাবে অত্যাচার করে বুথ দখল করেছিল। এবার প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে আমাদের ওবিসি মোর্চার সাধারণ সম্পাদকের উপর প্রাণঘাতী হামলা চালাল। আমরা আইনি পথে লড়াই করে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। ঘটনার পরেই রাকেশ প্রামানিকের পরিবারের পক্ষ থেকে সাগরদিঘি থানায় পাঁচজন তৃণমূল কর্মীর নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে ইতিমধ্যেই একজন অভিযুক্ত তৃণমূল কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে। বাকি চারজন এখনও পলাতক বলে পুলিশ সূত্রের খবর। সাগরদিঘি থানার পুলিশ জানিয়েছে, ঠিক কী কারণে রাকেশ প্রামানিককে লক্ষ্য করে এই হামলা এবং এর পিছনে আর কারা জড়িত তা খতিয়ে দেখতে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে।

লোককথা, পুরাণ আর সবুজের বার্তা

জাহাননগরের ব্রহ্মাণী তলায় শ্রাবণ সংক্রান্তির পুজো ও গাছ পুজোর মেলায় উপচে পড়া ভিড়

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১৮ আগস্ট ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী-২ ব্লকের জাহাননগরের ব্রহ্মাণী তলায় শ্রাবণ সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে ধুমধাম ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হল ব্রহ্মাণী মাতার পুজো। লোককথা ও পুরাণের নানা কাহিনিতে সমৃদ্ধ এই পুজোকে কেন্দ্র করে এদিন ভোর থেকেই ভক্তদের ঢল নামে মন্দির প্রাঙ্গণে। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকেও বহু মানুষ পুজো দিতে এবং মেলায় অংশ নিতে জাহাননগরে হাজির হন। স্থানীয়দের বিশ্বাস, দেবী মনসার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে চাঁদ সওদাগর এই স্থানেই ঘট প্রতিষ্ঠা করে ব্রহ্মাণী মায়ের আরাধনা করেছিলেন। সেই থেকেই এই পুজোর সূচনা। শুধু তাই নয়, ব্রহ্মাণী তলার কাছেই অবস্থিত চাঁদের বিলকে ঘিরেও রয়েছে একাধিক লোককথা। জনশ্রুতি অনুযায়ী, চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য তরী এই বিলেই ডুবে গিয়েছিল। সেই ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক স্মৃতিকে আজও বুকে ধারণ করে রয়েছে জাহাননগরের ব্রহ্মাণী তলা। প্রতিবছরের মতো এবারও পুজোকে কেন্দ্র করে কয়েক হাজার মানুষের সমাগম হয়। পুজোর পাশাপাশি বসেছে ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ মেলা, যা স্থানীয়দের কাছে 'গাছ পুজোর মেলা' নামে পরিচিত। এই মেলার অন্যতম আকর্ষণ বিভিন্ন ধরনের ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা। মেলায় সারি সারি দোকানে নানা

প্রজাতির গাছের চারা নিয়ে বসেছেন ব্যবসায়ীরা। গাছপ্রেমীদের ভিড়ও ছিল চোখে পড়ার মতো। শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, পরিবেশ সচেতনতার বার্তাও তুলে ধরে এই মেলা। প্রতি বছর বহু মানুষ এখান থেকে গাছের চারা কিনে বাড়িতে নিয়ে যান। ফলে একদিকে যেমন ধর্মীয় ঐতিহ্য বজায় থাকে, অন্যদিকে পরিবেশ রক্ষার বার্তাও মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এদিন ব্রহ্মাণী মাতার পুজো দিতে হাজির হন পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভার বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায়। তিনি মেলা প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখেন এবং উপস্থিত মানুষের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। পাশাপাশি তিনি সকলের উদ্দেশ্যে বেশি করে গাছ লাগানোর আহ্বান জানান। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, প্রত্যেক মানুষেরই অন্তত একটি করে গাছ লাগানো উচিত। মেলা কমিটির সম্পাদক সুবল রাউত জানান, একদিনের পুজো হলেও মেলা চলবে প্রায় সাতদিন। এই কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নানা আয়োজনের মাধ্যমে উৎসবের আবহ বজায় থাকবে। ভক্তদের ভিড়ে ইতিমধ্যেই জমজমাট হয়ে উঠেছে জাহাননগরের ব্রহ্মাণী তলা। ধর্মীয় বিশ্বাস, লোককথা, ঐতিহ্য এবং পরিবেশ সচেতনতার এক অনন্য মেলবন্ধন আজও এই পুজোকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে আসছে।

বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত আসানসোল, চূড়ান্ত দুর্ভোগে শহরবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ১৮ আগস্ট ঃ প্রবল বর্ষণের জেরে দুর্বিষহ অবস্থা পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোলে। ইতিমধ্যে ডুবে গিয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা। গত ২৪ ঘণ্টায় সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে এই আসানসোলেই। রেলপার, দিলদারনগর-সহ একাধিক এলাকায় বাড়িঘরে জল ঢুকে পড়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন বাসিন্দারা। অন্যদিকে প্রশাসনের নির্দেশে বিভিন্ন জলমগ্ন এলাকায় মানুষদের উদ্ধারে রাতভর তৎপর ছিল উদ্ধারকারীরা। অবিরাম বৃষ্টির ফলে গারুই ও নুনী নদীর জলস্তর দ্রুত বেড়ে যাওয়ায় শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়েছে। আসানসোল- দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। কল্যাণপুর হাউজিং কালভার্ট ও ব্রিজের উপর দিয়ে নদীর জল প্রবাহিত হওয়ায় সেখানে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে চূড়ান্ত দুর্ভোগে শহরবাসী।

বড়ঞা পঞ্চায়েত সমিতির দখল পেল কংগ্রেস, অধীর চাইলেন রাজ্যের সহযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ আগস্ট ঃ রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর দীর্ঘদিন বাদে মুর্শিদাবাদ জেলার কোনও পঞ্চায়েত সমিতিতে ক্ষমতায় ফিরলো কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের সহযোগিতা নিয়ে বড়ঞা পঞ্চায়েত সমিতিতে মঙ্গলবার ক্ষমতায় ফিরল কংগ্রেস। ৩৮ আসন বিশিষ্ট বড়ঞা পঞ্চায়েত সমিতিতে মঙ্গলবার অনাস্থা ভোটাভুটিতে নতুন সভাপতি নির্বাচিত হলেন নাজমা খাতুন। পঞ্চায়েত সমিতিতে পালাবদলের পর বড়ঞা পঞ্চায়েত সমিতির নবনির্বাচিত সভাপতি সহ সমস্ত 'বিক্ষুব্ধ' তৃণমূল সদস্যরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা কংগ্রেসে যোগদান করবেন। আজকের ভোটাভুটিতে তৃণমূল কংগ্রেসের ১৮ জন এবং কংগ্রেসের ৭ জন নাজমা খাতুনের পক্ষে ভোট দেন। পঞ্চায়েত সমিতির বাকি সদস্যরা ভোটাভুটিতে অনুপস্থিত ছিলেন। রাজ্যে সরকার বদল হওয়ার পর গত ১৫ জুলাই বড়ঞা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা প্রাক্তন সভাপতি সুলতানা খাতুনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগে অনাস্থা প্রস্তাব জমা করেছিলেন। যদিও কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ পাওয়ার আগে পর্যন্ত বড়ঞা পঞ্চায়েত সমিতিতে অনাস্থা নিয়ে ভোটাভুটি করা যায়নি। বড়ঞা পঞ্চায়েত সমিতিতে অনাস্থা ভোটের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা এবং সেখানে ভোট করানোর দাবি নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতির সিংহভাগ কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস সদস্য সম্মিলিতভাবে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। হাইকোর্টের নির্দেশের পর মঙ্গলবার বড়ঞা পঞ্চায়েত সমিতিতে অনাস্থা ভোট হয়। বড়ঞা পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল সদস্য তন্ময় কুমার ঘোষ বলেন, আগেও কংগ্রেসের সহযোগিতা নিয়ে বড়ঞা পঞ্চায়েত সমিতিতে বোর্ড চালাচ্ছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তবে সুলতানা খাতুনের আমলে দীর্ঘদিন ধরে বড়ঞা ব্লকে সাধারণ মানুষ পরিষেবা পায়নি এবং উন্নয়ন হয়নি। পঞ্চায়েত সমিতির ২৪ জন সদস্যের এলাকায় কোনও কাজ করেননি আগের বোর্ড, উন্নয়ন থমকে ছিল। তিনি বলেন, তৃণমূল এবং কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন। আমাদের এই লড়াইতে অধীর চৌধুরী নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় হাইকোর্ট থেকে আমরা অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ভোটাভুটির জন্য দিন পাই এবং আজকের ভোটাভুটিতে আমরা সুলতানা খাতুনকে অনাস্থা ভোটে পরাজিত করেছি এবং নাজমা খাতুন নতুন সভাপতি হিসেবে মনোনীত হয়েছেন। তিনি আরও বলেন, পঞ্চায়েত সমিতিতে আজ তৃণমূলের প্রতীকে নির্বাচিত সদস্য নাজমা খাতুন সভাপতি হিসেবে মনোনীত হলেও খুব শীঘ্রই আমরা সকলে কংগ্রেস দলে যোগ দিতে চলেছি। কোনও একটি রাজনৈতিক দলের পতাকা ছাড়া চলা যাবে না। তাই বলাই যায় এই বোর্ড কংগ্রেস দখল করল। পঞ্চায়েত সমিতির নবনির্বাচিত সভাপতি নাজমা খাতুন বলেন, আজ কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস যৌথভাবে এই বোর্ড দখল করলেও আগামী দিন আমরা কোন পথে চলবো তা সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মিলেই ঠিক করা হবে। সকলে দাবি রেখেছেন কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার। অন্যদিকে দীর্ঘদিন পর মুর্শিদাবাদ জেলায় কোনও পঞ্চায়েত সমিতির দখল পাওয়ার পর দৃশ্যতই উচ্ছাসিত অধীর চৌধুরী বলেন, অনেক প্রতিকূলতার মোকাবিলা করার পর এবং বারবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়ে প্রশাসনিক বিভিন্ন বাধা বিপত্তি টপকে অবশেষে আইনগতভাবে আজ কংগ্রেস বড়ঞা পঞ্চায়েত সমিতি দখল পেয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেই বড়ঞা পঞ্চায়েত সমিতি পরিচালিত হবে। আমরা শুধু উন্নয়নের জন্য রাজ্যের সহযোগিতা চাই। আমি অনুরোধ

করবো বড়ঞা পঞ্চায়েত সমিতির বিরুদ্ধে প্রশাসন যেন কোনও বৈষম্য না করে।

গোঘাটে তিনটি গরু সহ ভুটভুটি আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আরামবাগ, ১৮ আগস্ট ঃ প্রকাশ্য দিবালোকে ভুটভুটিতে করে তিনটি গরুকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে অভিযোগ। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় গোঘাট এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার একটি ভুটভুটিতে করে তিনটি গরুকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। বিষয়টি নজরে আসার পর স্থানীয়দের তরফে গোঘাট থানায় খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গোঘাট থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকেই ভুটভুটিটিকে আটক করে এবং তার সঙ্গে থাকা তিনটি গরুকেও উদ্ধার করে গোঘাট থানায় নিয়ে যায়। বর্তমানে ভুটভুটি এবং গরু তিনটি গোঘাট থানাতেই রয়েছে। গরুগুলিকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং কী উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। যদিও এই ঘটনার বিষয়ে এখনও পর্যন্ত গরুগুলির মালিকের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। পুলিশের তদন্তের পরেই গোটা ঘটনার প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

An e-Tender for "Operation and maintenance of Street Light, High Mast Lights including replacement of faulty luminaries & spares, Ward office and different Borough offices, Community centres, Compactor stations and other utility services installed under BMC for the period of one calender year or 365 days at Ward - 1 to 27. Under Bidhannagar Municipal Corporation" is being invited by EE,(E&M) Department. BMC vide NIT No. 07/PHE(E&M)/BMC Dated: 17-08-2026 Tender ID: 2026_MAD_1038490_1 to 27 details are available with office of EE/PHE(E&M) BMC. Corrigendum, if any will be published in office website & Notice Board only. Please visit: https://wbtenders.gov.in
Last date of Bid submission (online): 07-09-2026 up to 15:00 Hrs.

Sd/-
EE,(E&M)
Bidhannagar Municipal Corporation

ক্রিপ্টন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN: L25199WB1990PLC048791
নিবন্ধিত কার্যালয় - বঙ্গনগর, ডায়মন্ড হারবার রোড, ফলতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা - ৭৪৩ ৫১৩
প্রধান কার্যালয় - ৪১০, বর্ধন বিল্ডিং, ২৫এ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬
ফোন - ০৩৩-২২৮৭১৩৬৬ / ৬৭, ই-মেইল - krypton@kryptongroup.com
ওয়েবসাইটঃ www.kryptongroup.com

৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, 'কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩' (আইন) এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা, 'সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫' (লিস্টিং রেগুলেশন) এবং 'মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স' ('এমসিএ') ও 'সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া' (সেবি) কর্তৃক জারি করা বিভিন্ন সার্কুলার (যার মধ্যে সর্বশেষগুলি হলো যথাক্রমে ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সার্কুলার নং ০৯ /২০২৪ এবং ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের SEBI/HO/CFD/ CFD-POD-2/P/CIR/2024/133)-এসবের প্রাসঙ্গিক বিধান মেনে 'ক্রিপ্টন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড' (CIN: L25199WB1990PLC048791)-এর সদস্যদের ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, শুক্রবার দুপুর ১২.৩০-এ (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের (ওএভিএম) সাহায্যে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত কার্যসূচি বা বিষয়াবলি সম্পন্ন করা হবে।

এমসিএ এবং সেবি -র নির্দেশিকা মেনে, ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের ইলেকট্রনিক কপি সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে, যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট -অর্থাৎ 'মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড'- এর কাছে নথিভুক্ত রয়েছে। কোম্পানির ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানের নির্দেশাবলী এবং সভার সময় 'রিমোট ইলেকট্রনিক ভোটিং' বা 'ই- ভোটিং' ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোট প্রদানের পদ্ধতি উক্ত সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৩ ধারা অনুযায়ী সভার কোরাম গণনার ক্ষেত্রে ভিসি / ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী সদস্যদেরও গণ্য করা হবে। ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.kryptongroup.com), স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং সিডিএসএল -এর ওয়েবসাইট (www.evotingindia.com)-এও পাওয়া যাবে।

যেসব শেয়ারহোল্ডারের ইমেইল ঠিকানা কোম্পানি, আরটিএ বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে নিবন্ধিত নয়, তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের ওয়েব-লিংক সম্বলিত একটি চিঠি পাঠানো হচ্ছে।

যেসব শেয়ারহোল্ডারের শেয়ার ভৌত আকারে রয়েছে এবং যারা কোম্পানি, কোম্পানির আরটিএ বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট- এর কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তারা নিচের নথিপত্রগুলোর স্ক্যান করা কপি কোম্পানির আরটিএ-র ই-মেইল ঠিকানা mdpldc@yahoo.com অথবা কোম্পানির নিজস্ব ই-মেইল ঠিকানা krypton@kryptongroup.com-এ পাঠানোর মাধ্যমে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করতে পারেন। এর ফলে তারা কোম্পানির ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং / অথবা ই-ভোটিং-সহ ভিসি / ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে ৩৬তম এজিএম-এ অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয় তথ্য বা ক্রেডেনশিয়াল সংগ্রহ করতে পারবেন।

ক. আপনার নাম, ফোলিও নম্বর এবং নিবন্ধনের জন্য সম্পূর্ণ ঠিকানা, মোবাইল নম্বর ও ইমেল ঠিকানা উল্লেখ করে স্বাক্ষরিত একটি অনুরোধপত্র
খ. প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা অনুলিপি
গ. কোম্পানির কাছে নিবন্ধিত ঠিকানার সমর্থনে যেকোনো নথির (যেমন-আধার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভোটার আইডি, পাসপোর্ট) স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা অনুলিপি।

যেসব সদস্য ডিম্যাটেরিয়ালাইজড বা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে শেয়ার ধারণ করছেন, তাঁদের সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে তাঁদের ইমেল ঠিকানা হালনাগাদ করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ফিজিক্যাল শেয়ার হস্তান্তরের আবেদন পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থাঃ
সেবি তাদের ২ জুলাই, ২০২৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং SEBI/HO/MIRSD/ MIRSD-POD/P/CIR/ 2025/ 97-এর মাধ্যমে একটি বিশেষ ব্যবস্থা চালু করেছে। এই ব্যবস্থাটি ৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ৬ জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে এবং এটি শুধুমাত্র সেইসব হস্তান্তর আবেদনের পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য প্রযোজ্য, যা ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর সময়সীমার আগে জমা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু নথিপত্র বা প্রক্রিয়াজনিত ত্রুটি কিংবা অন্য কোনো কারণে প্রত্যাখ্যাত বা ফেরত পাঠানো হয়েছিল অথবা যার ওপর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির ওয়েবসাইট https:/ / kryptongroup.comforms-এ উপলব্ধ বিজ্ঞপ্তিটি দেখে নিতে পারেন।

ক্রিপ্টন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষর /-
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৭.০৮.২০২৬
প্রিয়া আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল তাজু বৈদ্য, পিতা দুধকুমার বৈদ্য, সাং + পোষ্ট-নোনাকুন্ডু, থানা ডোমজুড়, হাওড়া ১) নারায়ণ দাস ২) মনজুর লস্কর ইহাদের পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার-১) অরবিন্দু বৈদ্য, ২) শিবানী বৈদ্য, রঞ্জিত মাঝি উভয় সাং + পোষ্ট-নোনাকুন্ডু, থানা ডোমজুড়, হাওড়া A.D.S.R ১) হাওড়া অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৮৩০/২০১১, ২) ডোমজুড় অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৪০০৮০৭/১৯, ৩) ৪০০৮০৬/১৯ তিনটি চেন আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা-ডোমজুড়, মৌজা- রাজাপুর, জে.এল নং.-১১,হাল খতিয়ান ১২৯ ও ১৫৮ নং, হাল ২৯৯ নং দাগে ৫৬ শতক সম্পত্তি ADSR DOMJUR অফিসে ৪০৪৯০৭/২৩, ২) ৪০২৩২৭/২৩ নং দুইটি দলিল মূলে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কারো কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১(এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.&.L.R.O ডোমজুড় অফিসের নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা কার্য্য গ্রহণ হবে।

OFFICE OF THE TENKARAIPUR BALUMATI GRAM PANCHAYAT
NIQ No. 06/TBGP/VB-G-RAM-G/2026-27

NIQ No- 06/TBGP/VB-G-RAM-G/2026-27 are invited through offline by the Prodhan, Tenkaraipur Balumati GP, Tenkaraipur Murshidabad, for supply work under Tenkaraipur Balumati Gram Panchayat **from 18/08/2026 to 25/08/2026.**
N.B: Details may be obtained from this office Notice Board during office hours.

Prodhan
Tenkaraipur Balumati Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল অভিজিৎ কাঁড়ার, পিতা ভোলানাথ কাঁড়ার, সাং- পাঁচপাড়া, পোঃ-রাধাদাসী, থানা-সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া। বিগত ইংরাজী- ০৪/০৭/২০২২ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৫০৩০৩০৭৫ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা কাজল সীট, স্বামী কার্ত্তিক সীট দিগরের নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন পাঁচপাড়া মৌজায় জে. এল.- ৩৭ নং ভুক্ত, এল. আর.- ৭৮ নং খতিয়ানে এল. আর.- ২০৫২ নং দাগে ডাঙ্গা ০১ কাঠা সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতাগন বিগত ইংরাজী- ১০/০২/২০২২ তারিখে হাওড়া-০২ নং ডিঃ রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০১ নং বহির ০৫১৩০১৮৭০ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতা গনের পক্ষে গনেশ সাঁপুই পিতা মহাদেব সাঁপুই, সাং- পাঁচপাড়া, পোঃ- রাধাদাসী থানা-সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কোন আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী রবীন্দ্র মান্ডি, পিতা- জগন্নাথ মান্ডি, সাং+পোষ্ট-ধুলাগরি, থানা সাঁকরাইল, জেলা হাওড়া, ১) দিপালী সরকার, স্বামী- বিশ্বনাথ সরকার, ২) পলাশ সরকার, পিতা বিশ্বনাথ সরকার, ৩) কাশীনাথ সরকার, নীলমণি সরকার, উভয়ের সং ও পোস্ট ধুলাগরী, থানা সাঁকরাইল, হাওড়া, ইহাদের পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার-শ্রী চন্দ্রশেখর দে, পিতা-স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সাং + পোষ্ট-ওয়াদিপুর, A.D.S.R রানিহাটি অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ০০৬১৭/২০১৪ আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা-সাঁকরাইল, মৌজা- ধুলাগড়ী, জে.এল নং –০১,হাল খতিয়ান ৬১১৭,৬১১৮ ও ৬১১৯ নং, হাল ২৯৬ নং দাগে ২.৭৯ শতক সম্পত্তি ADSR রানিহাটি অফিসে ৩০৬৯৫৬/২০২৪ নং দলিল মূলে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কারো কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১(এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.&.L.R.O সাঁকরাইল অফিসের নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা কার্য্য গ্রহণ হবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতি নীলিমা কোলে, স্বামী সন্দীপ কুমার কোলে, সাং + পোষ্ট-আন্দুল মৌরি থানা সাঁকরাইল, হাওড়া ইউথ ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি, পক্ষে ভেক্টর শ্যামল কাঁড়ার, ইহার পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার -ইলা কাঁড়ার ADSR হাওড়া অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ০৫০৪০২৪৩৮/২০২০ আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা-ডোমজুড়, মৌজা- আমরে, জে.এল নং -২১,হাল খতিয়ান ৭৪০ নং, হাল ১০৫ নং দাগে ৪.৯৫ শতক সম্পত্তি ADSR DOMJUR অফিসে ৪০৪৮১৪/২৫ নং দলিল মূলে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কারো কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১(এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.&.L.R.O ডোমজুড় অফিসের নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা কার্য্য গ্রহণ হবে।

সেতুর কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ডিসিবিএল/০৮/২০২৬/এমএলজি তারিখঃ ১৪-০৮-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে: ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেণ্ডার সংখ্যা. ডিসিবিএল০৯২০২৬ এমএলজি। কাজের নামঃ মনসুন রিজার্ভ স্টক পুনরুদ্ধারের জন্য ৪×২০.৪ মিটার এবং ৪×২৬.৮০ মিটার সার্ভিস গার্ডার ও ওডব্লিউজি-এর উৎপাদন, যোগান ও নির্মাণ। আনুমানিক টেণ্ডার রাশিঃ ২৪,৪২,০৮,৭০৮.৭১/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ৪৮,৮৪,২০০/- টাকা। ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেণ্ডার সংখ্যা. ডিসিবিএল১০ ২০২৬ এমএলজি। কাজের নামঃ ইডব্লিউএস/বঙ্গাইগাঁও-এ গ্রিট ব্লাস্টিং চেম্বার, ফ্লোরিং-এর ব্যবস্থা সহ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে সেতু পুনর্বাসনের কাজ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। আনুমাণিক টেণ্ডার রাশিঃ ১০,৯২,৯৫,৪২০.৫৯/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ২১,৮৫,৯০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৭-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.০৫ ঘন্টায় উপ মুখ্য অভিযন্তা/ব্রিজ-লাইন/মালিগাঁও কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই.সিই/ব্রিজ-লাইন/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সার্বিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ আরএন-এসটি-২০-২০২৬-২৭, তারিখ ঃ ১৪-০৮-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং ঃ আরএন-এসটি-২০-২০২৬-২৭; কাজের নাম ঃ রঙিয়া ডিভিশনে ০২ (দুই) বছর মেয়াদের জন্য 'জিজি ট্রনিক্স' দ্বারা তৈরী এইচএএসএসডিএসি-এর সার্বিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডার মূল্য ঃ ১,৭৯,৩৫,৭০৬.৮৮/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ৩,৫৮,৭০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১১-০৯-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য সহ টেন্ডার নথি http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এস এন্ড টি), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আরওবি -এর বিদ্যুতায়ন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ডিওয়াই.সিইই/সিওএন/এমএলজি/০৪/২০২৬; তারিখ ঃ ১৩-০৮-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং ঃ ইএল-সিওএন-ডিওয়াইসিইই-আরই-।।-এমএলজি-০৮; কাজের নাম ঃ ডিগারু-হোজাই ডিবি প্রজেক্টের অধীনে চাপরমুখ এবং যমুনামুখ রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন আরওবি-এর বিদ্যুতায়নের প্রস্তাব। টেন্ডার মূল্য ঃ ১,২৪,০৭,৮৮৮.৭৮/- টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ২,৪৮,২০০/- টাকা; টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় ০৪-০৯-২০২৬ তারিখে ১৪:৩০ টায় এবং খোলার সময় ০৪-০৯-২০২৬ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য সহ টেন্ডার নথি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিইই/সিওএন/এইচকিউ, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ইস্পাতের ব্রিজ গার্ডার নির্মাণ, সরবরাহ ও প্রতিস্থাপন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ডিসিবিএল/০৭/২০২৬/এমএলজি; তারিখ: ১১-০৮-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং. ঃ ডিসিবিএল০৮২০২৬এমএলজি; কাজের নাম ঃ যমুনামুখ-যোগীজান সেকশনে কিমি ১৩৭/৩-৪-এ ব্রিজ নং ১২৬ ডাউন (১×৭৬.২ মি) এবং হাবাইপুর-লামসাখাং সেকশনে কিমি ১৭৫/১-২ -এ ব্রিজ নং ১৫৭ আপ (১×৩০.৫ মি) -এর স্প্যানের স্টিল ব্রিজ গার্ডার তৈরি, সরবরাহ ও প্রতিস্থাপন। আনুমানিক টেন্ডার মূল্য ঃ ১১,৭০,৯৪,৫৮৩.৪৩/- টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ২৩,৪১,৯০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ০৩-০৯-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলার সময় ঃ ১৫:০৫ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডেপুটি সিই/ব্রিজ-লাইন, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Br.-X,** invites online percentage rate e-tender in two Bid system for the following work :

NIT No. : X/097/004/2026-2027
Name of work : **Maintenance of Asphaltum road near 46 Graham Road, 3/91 Regent Colony etc. in Ward - 097, Br.-X**; Estimated value including GST and CESS : **₹ 2,97,829.91**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Time of Completion : **90 days**; Last date and time of submission of Bid : **31.08.2026 - 1 pm**; Date and time of opening of Bid : **02.09.2026 - 1 pm**; The bid forms and other details are available on and from **19.08.2026 (from 5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two Bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/IX/071/010/2026-2027/R
Name of work : **Maintenance of Bus Stand along Harish Mukherjee Road and DL Khan Road and surrounding areas in Ward No. 071**; Estimate Amount (including GST and CESS) : **₹ 2,99,976.05**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**;

(2) NIT No. : KMC/IX/071/008/2026-2027/R (2nd Call)
Name of work : **Repairing of road surface at 19 School Row, 33, Gobinda Bose Lane and other surrounding areas in Ward No. 071**; Estimate Amount (including GST and CESS) : **₹ 2,99,723.00**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**;

(3) NIT No. : KMC/IX/074/011/2026-2027
Name of work : **Renovation of Bus Stand at 60A Alipore Road, Judges Court Road and surrounding areas in Ward No. 074**; Estimate Amount (including GST and CESS) : **₹ 2,99,418.00**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Period of Completion : **60 days (Sl. No. 1 to 3)**; Last date and time of submission of Bid : **27.08.2026 - 12.00 Noon (Sl. No. 1 to 3)**; Tender will be opened on : **29.08.2026 - 12.00 Noon (Sl. No. 1 to 3)**; The bid forms and other details are available on and from : **18.08.2026 (5 pm) (Sl. No. 1 to 3)** from the website **https://etender.wb.nic.in (Sl. No. 1 to 3).**

(4) NIT No. : KMC/IX/075/001/2026-2027
Name of work : **Maintenance of open surface drain by desilting work from 14, Kabitirtha Sarani to 28, Munshigunge Road in Ward No. 075**; Estimate Amount (including GST and CESS) : **₹ 2,97,874.00**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Period of Completion : **180 days**;

(5) NIT No. : KMC/IX/078/007/2026-2027
Name of work : **Restoration of damaged portion of Paver Block and IPS Passage at 2B/5, 30/1B/H/2, 32/1A, Ekbalpore Lane, 25/B, 30, Ibrahim Road etc. in Ward No. 078**; Estimate Cost (including GST and CESS) : **₹ 2,92,738.00**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Period of Completion : **30 days**;

(6) NIT No. : KMC/IX/071/007/2026-2027/R
Name of work : **Restoration of Footpath and IP Passages at Nandan Road and surrounding areas in Ward No. 071**; Estimate Amount (including GST and CESS) : **₹ 2,99,012.26**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Period of Completion : **60 days**; Last date and time of submission of Bid : **29.08.2026 - 12.00 Noon (Sl. No. 4 to 6)**; Tender will be opened on : **31.08.2026 - 12.00 Noon (Sl. No. 4 to 6)**; The bid forms and other details are available on and from : **18.08.2026 (5 pm) (Sl. No. 4 & 5), 19.08.2026 (5 pm) (Sl. No. 6)**, from the website **https://wbtenders.gov.in (Sl. No. 4 & 5), https://etender.wb.nic.in (Sl. No. 6).**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/XIII/120/007/26-27 (1st Call)
Name of work : **Replacement and raising of broken / missing M.H., S.I.C.P., G.P., C.P. Cover at Sisir Bagan Road, James Long Sarani, Satyen Roy Road etc. & its bye lanes in Ward No. 120, Br.-XIII**; Work Value : **₹ 2,92,602.04**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Period of Completion : **35 days**;

(2) NIT No. : KMC/XIII/122/03/26-27 (1st Call)
Name of work : **Maintenance of road by laying Hot-Mix at Raja Ram Mohan Roy Road bye lane, Sodepur Road and Sodepur Brick Field Road, U.A.K. Sarani and its bye lanes in Ward - 122, Br.-XIII**; Work Value : **₹ 2,98,681.73**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Period of Completion : **60 days**;

(3) NIT No. : KMC/XIII/122/06/26-27 (1st Call)
Name of work : **Maintenance of C.C. Works at different places of Kalipada Mukherjee Road bye lane, Raja Ram Mohan Roy Road bye lane, M.G. Road bye lane and surrounding area in Ward - 122 Br.-XIII**; Work Value : **₹ 2,97,051.43**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Period of Completion : **50 days**; Last date and time of submission of Bid : **09.09.2026 - (11 am) (Sl. No. 1 to 3)**; Tender will be opened on : **11.09.2026 (11 am) (Sl. No. 1 to 3)**; The bid forms and other details are available on and from **29.08.2026 (from 5 pm) (Sl. No. 1 to 3)** from the website **https://wbtenders.gov.in (Sl. No. 1 to 3).**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-V/043/02/2026-2027
Name of work : **Restoration of footpath at Zakaria Street, Rabindra Sarani etc. in Ward No. 43**; Estimated Cost (including GST and CESS): **₹ 2,84,183.02**; Earnest Money : **₹ 5,800.00**; Period of Completion : **30 days**;

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-V/045/08/2026-2027/SAND
Name of work : **Protection of Toe Wall at Baja Kadamtala Immersion Ghat from Mahalaya to Chat Puja for the Year of 2026 in Br.-V**; Estimated Cost (including GST and CESS) : **₹ 2,34,224.92**; Earnest Money : **₹ 4,800.00**; Period of Completion : **75 days**;

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-V/045/09/2026-2027/LABOUR
Name of work : **Labour for Protection of Toe Wall at Baja Kadamtala Immersion Ghat from Mahalaya to Chat Puja for the Year of 2026 in Br.-V**; Estimated Cost (including GST and CESS) : **₹ 2,95,950.20**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Period of Completion : **75 days**; Last date and time of submission of Bid : **31.08.2026 - (11 am) (Sl. No. 1 to 3)**; Date and time of opening of Tender : **02.09.2026 (11 am) (Sl. No. 1 to 3)**;

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-V/036/05/2026-2027/UTTARAN
Name of work : **Repairing of Uttaran Privies at B/7/H/3 Dr. M.N. Chatterjee Sarani, 11/1/H/8, Harshi Street and surrounding Uttaran Areas in Ward No. 36**; Estimated Cost (including GST and CESS) : **₹ 2,85,673.49**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Period of Completion : **60 days**;

(5) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-V/037/06/2026-2027
Name of work : **Repairing of Passages and footpath at 166/70 K.C. Sen Street, 5, Chakku Khansama Ln. and other different areas in Ward No. 37, under Br.-V**; Estimated Cost (including GST and CESS) : **₹ 3,48,972.97**; Earnest Money : **₹ 7,000.00**; Period of Completion : **30 days**; Last date and time of submission of Bid : **02.09.2026 - (11 am) (Sl. No. 4 & 5)**; Date and time of opening of Tender : **05.09.2026 (11 am) (Sl. No. 4 & 5)**; The bid forms and other details are available on and from **19.08.2026 (from 5 pm) (Sl. No. 1 to 5)** from the website **https://tenders.wb.gov.in (Sl.No.1), https://etender.wb.nic.in (Sl. No. 2 to 5).**

363/26-27

আসানসোল ডিভিশন শ্রাবণী মেলা ২০২৬-এর অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত করায় ১৯.৮৬ লক্ষ ভক্ত নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন তীর্থযাত্রা সম্পন্ন করলেন

কলকাতা, ১৮ আগস্ট ঃ ২০২৬ সালের ৩০ জুলাই থেকে ১৭ আগস্টের মধ্যে, পূর্ব রেলওয়ের আসানসোল ডিভিশনের চারটি প্রধান তীর্থকেন্দ্র-জসিডি, বাসুকীনাথ, দেওঘর এবং বৈদ্যনাথধামে কানওয়ারিয়াদের ঢল নামে, যা এক প্রাণবন্ত শ্রাবণী মেলার সূচনা করে। ভক্তদের সমাগম বৃদ্ধি পেয়ে ১৯,৮৬,২৯৪ জনে পৌঁছায়-যা গত বছরের ১৮.২১ লক্ষের তুলনায় ৯.০২ বেশি। এর মধ্যে বাসুকীনাথে প্রবৃদ্ধির হার ছিল সর্বোচ্চ ৩৭.৮৯, দেওঘরে ২১.৩১ বৃদ্ধি পায় এবং সিংহভাগ অর্থা ১২,২৭,৮৩৬ জন তীর্থযাত্রী জসিডি স্টেশন দিয়ে যাতায়াত করেন। শ্রাবণী সোমবারের দুটি প্রধান দিন অর্থা ১০ এবং ১৭ আগস্ট উপচে পা়া ভি। লক্ষ্য করা যায় ১৭ আগস্ট জসিডিতে সর্বাধিক ৯২,৮৯৮ জন যাত্রী সমাগম হয়, অন্যদিকে ১০ আগস্ট বাসুকীনাথ ও দেওঘরে যথাক্রমে ২৬,৩৩২ এবং ২৭,৩১৮ জন যাত্রী আসেন। বৈদ্যনাথধামে ১৭ আগস্ট সর্বোচ্চ ৯,১৭০ জন ভক্তের রেকর্ড করা হয়। যাত্রীদের দীর্ঘ অপেক্ষা বা বিলম্ব এড়াতে চারটি কেন্দ্রেই অবিরাম টিকিট বুকিং কার্যক্রম চালানো হয়েছিল। জসিডিতে ৪৩টি শিফটে ১০টি এটিভিএম এবং ২০টি ইউটিএস কাউন্টার পরিচালিত হয় দেওঘরে ১২টি শিফটে ৩টি এটিভিএম এবং ৫টি ইউটিএস কাউন্টার বাসুকীনাথে ৯টি শিফটে ২টি এটিভিএম এবং ৪টি ইউটিএস কাউন্টার এবং বৈদ্যনাথধামে ৭টি শিফটে ১টি এটিভিএম এবং ৩টি ইউটিএস কাউন্টার কাজ করে। এই ২৪ ঘণ্টার বন্দোবস্তের ফলে নিরবচ্ছিন্ন ও ঝামেলাহীনভাবে টিকিট কাটা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

প্রচণ্ড ভিড় স্বাচ্ছন্দ্যে সামলানোর জন্য ডিভিশনটি শ্রাবণী মেলার প্যান্ডেলের ক্ষেত্রফল প্রায় ৮৭ বৃদ্ধি করে-যা ৬৯,০০০ বর্গফুট থেকে বাড়িয়ে ১,২৯,০০০ বর্গফুট করেছে। প্যান্ডেলের মেঝে ও চলাচলের রাস্তাগুলিতে সহজেই পরিস্কার করা যায় এমন পিভিসি ভিনাইল শিট বিছানো হয়েছিল। পাশাপাশি, অতিরিক্ত শ্রাবণী মেলা স্পেশাল ট্রেন এবং ট্রেনের বার্থ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার ফলে তীর্থযাত্রীদের অবিচ্ছিন্ন স্রোত মসৃণভাবে বজায় রাখা সম্ভব হয়েছিল। ভক্তদের স্বাচ্ছন্দ্যকে সর্বাগ্রে রেখে ২৫টি নতুন ওয়াটার কুলার, প্রায় ৪০০টি এলইডি লাইট, ব। আকারের ওয়েটিং হল, চার্জিং পয়েন্ট এবং 'মে আই হেল্প ইউ' বুথ স্থাপন করা হয়েছিল। বয়স্ক, অসুস্থ এবং দিব্যাঙ্গ যাত্রীদের জন্য হুইলচেয়ারের ব্যবস্থা করতে রেলওয়ে কর্মীদের পাশাপাশি ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস সদস্যরাও হাত বা়িয়ে দেন। এছাড়া জাসডিহ স্টেশনের ২৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মের লিফট এবং ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের এসকেলেটরগুলি অবিরাম চালু রাখা হয়েছিল। নিয়মিত মোছা, জীবাণুনাশক স্প্রে, ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার এবং মোবাইল বায়ো-টয়লেট ভ্যানের মাধ্যমে কঠোর পরিচ্ছন্নতা প্রোটোকল বজায় রেখে স্টেশনগুলিকে সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন রাখা হয়েছিল। জাসডিহের একটি ২৪খ৭ ইন্টিগ্রেটেড কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা অবিচ্ছিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়, যার সাথে আসানসোলে ডিআরএম অফিসের ওয়ার রুম যুক্ত ছিল এবং অতিরিক্ত সিসিটিভি, পিএ সিস্টেম ও ডিসপ্লে বোর্ডের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ৩৩০ জন আরপিএফ কর্মীসহ রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী যাত্রীদের লাইন নিয়ন্ত্রণ, এফওবি-র ট্রাফিক এবং প্রবেশপ্রস্থান পথ তদারকি করে। বিশেষ মেডিকেল ইউনিটগুলির মাধ্যমে ১৩,৪৯৪ জন অসুস্থ তীর্থযাত্রীকে (জাসডিহে ৬,৫০০, দেওঘরে ৩,১৪৬, বৈদ্যনাথধামে ১,৮৩৪ এবং বাসুকীনাথে ২,০১৪ জন) ফার্স্ট এইড, ওআরএস এবং প্রয়োজনীয় চিকিসা সেবা প্রদান করা হয়। যাত্রীদের কঠোরভাবে এফওবি ব্যবহার করার, লাইন পারাপার না করার এবং শুধুমাত্র দাঁ়িয়ে থাকা ট্রেনে ওঠার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। পূর্ব রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী শিবরাম মাঝি বলেন, শ্রাবণী মেলা ২০২৬ চলাকালীন আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল প্রতিটি ভক্তের একটি নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ এবং সহজতর যাত্রা নিশ্চিত করা। আসানসোল ডিভিশন, নিরাপত্তা বাহিনী, চিকিসা দল এবং স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টার নিরবচ্ছিন্ন সমন্বয়ের মাধ্যমে, আমরা স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার সাথে কোনো আপস না করেই প্রায় ২০ লক্ষ তীর্থযাত্রীকে সেবা প্রদানের জন্য আমাদের পরিকাঠামোকে সফলভাবে প্রসারিত করেছি।

রাম মন্দির অনুদান কাণ্ডে চম্পত রাই ও অনিল মিশ্রকে ক্লিনচিট

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্টঃ অযোধ্যার রাম মন্দিরের অনুদান চুরির অভিযোগে বড়সড় মোড়। 'শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্ট'-এর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই এবং প্রাক্তন ট্রাস্টি অনিল মিশ্রের বিরুদ্ধে আর্থিক আত্মসাৎ বা কোনও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের প্রমাণ মেলেনি বলে জানা গিয়েছে। উত্তরপ্রদেশ সরকারের নির্দেশে গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল-এর চূড়ান্ত রিপোর্টে এমনই উল্লেখ রয়েছে বলে সূত্রের দাবি। ফলে অনুদান সংক্রান্ত মামলায় আপাতত স্বস্তি পেলেন ট্রাস্টের এই দুই প্রাক্তন শীর্ষকর্তা। সূত্রের খবর, তিন সদস্যের SIT তাদের তদন্ত শেষ করে যে চূড়ান্ত রিপোর্ট তৈরি করেছে, সেটি 'রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্ট'-এর কাছেও হস্তান্তর করা হয়েছে। সেই রিপোর্টে চম্পত রাই এবং অনিল মিশ্রকে অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি। বরং মন্দিরে ভক্তদের দেওয়া অনুদান বা প্রণামী সংগ্রহ, গণনা এবং নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার কাজে যুক্ত আধিকারিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তদন্তে অভিযুক্ত হিসেবে যাঁদের নাম উঠে এসেছে, তাঁরা হলেন অবিনাশ শুক্লা, অনুকল্প মিশ্র, লাভকুশ মিশ্র, মণীশ কুমার যাদব, করুণেশ পাণ্ডে, রমাশংকর মিশ্র, সুভাষ শ্রীবাস্তব এবং রমাশংকর যাদব ওরফে তিন্নু। অভিযোগের সূত্রপাত মূলত মন্দিরে জমা হওয়া অনুদানের হিসাব ও অর্থ নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়াকে ঘিরে।

সুচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

নাম পরিবর্তন

আমি Shuvojit Lal, S/O Shibshankar Lal, গ্রাম- পো- ডুমুর, থানা- নলহাটি, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার বাবার সঠিক নাম Shibshankar Lal. কিন্তু আমার উচ্চ মাধ্যমিক এডমিট, মার্কশিট, সার্টিফিকেট এবং রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে বাবার নাম ভুলবশত Shibsankar Lal করা হয়েছে। ১৪.০৮.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, দ্বিতীয় কোর্টের ১৭৫৮ নং এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Shibshankar Lal and Shibsankar Lal এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, Najma Bibi (Old Name) W/O–Fazlul Hoque resident of Vill & PO-Patkeldanga, Ps-Sagardighi, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742122 do hereby declared that I have changed my name from Najma Bibi to Nazma Khatun and henceforth I shall be known as Nazma Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 21/07/2026. My name Nazma Khatun & Najma Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Abu Hossain Dafadar (old name) son of Ajid Dafadar, residing at Monadanga, Kaigram, P.S-Manteswar, Dist-Purba Bardhaman, Pin: 713145, West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from Abu Hossain Dafadar (old name) to Abul Hasan Dafadar (new name) and henceforth I shall be known as Abul Hasan Dafadar in all purpose, vide affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/02/2026. Abul Hasan Dafadar and Abu Hossain Dafadar both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Tomdid Sk (Old Name) S/O–Daud Sekh resident of Vill-Chatra, Po-Gokarna, Ps-Kandi, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742136 do hereby declared that I have changed my name from Tomdid Sk to Tasdil Sk and henceforth I shall be known as Tasdil Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit no-435 sworn before the Notary Public Berhampore court dated on 17/08/2026. My name Tasdil Sk & Tomdid Sk both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Kutab Ali (Old Name) S/O–Nasiruddin Mohammad residing at Vill-Kailadangi, PO-Bindole, PS-Raiganj, Dist-Uttar Dinajpur, West Bengal 733156 do hereby declared that I have changed my name from Kutab Ali to Kutub Ali and henceforth I shall be known as Kutub Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 18/08/2026. My name Kutub Ali & Kutab Ali both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Najmul Seikh (Old Name) S/O–Tasdil Sk resident of Vill-Chatra, Po-Gokarna, Ps-Kandi, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742136 do hereby declared that I have changed my name from Najmul Seikh to Najmul Sk and henceforth I shall be known as Najmul Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit no-436 sworn before the Notary Public Berhampore court dated on 17/08/2026. My name Najmul Sk & Najmul Seikh both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Resmi Bibi & Resmi Khatun & Mosammat Resmi Khatun (Old Name) W/O–Liakat Ali Khan resident of Vill -Kamalpur, Po-Nimtita, Ps-Samsherganj, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742224 do hereby declared that I have changed my name from Resmi Bibi & Resmi Khatun & Mosammat Resmi Khatun to Mst Resmi Khatun and henceforth I shall be known as Mst Resmi Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 18/08/2026. My name Mst Resmi Khatun & Resmi Bibi & Resmi Khatun & Mosammat Resmi Khatun both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Selim Uddin Sekh (Old Name) S/O–Samsul Shaikh residing at Vill-Jhitkipota, PO-Dolimoula, PS-Dhubulia, Dist-Nadia, West Bengal 741140 do hereby declared that I have changed my name from Selim Uddin Sekh to Selim Uddin Shaikh and henceforth I shall be known as Selim Uddin Shaikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 18/08/2026. My name Selim Uddin Shaikh & Selim Uddin Sekh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mohammad Abul Hossain & Abul Kasam Sarkar (Old Name) S/O–Makbul Hossain residing at Vill-Ramnagar Nayan Sukpur, PO-Jinnatpara, PS-Raninagar, Dist-Murshidabad, West Bengal 742308 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Abul Hossain & Abul Kasam Sarkar to Md Abul Hossain and henceforth I shall be known as Md Abul Hossain (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 17/08/2026. My name Md Abul Hossain & Mohammad Abul Hossain & Abul Kasam Sarkar both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Mohammad Golam Mostafa (Old Name) S/O– Md Abul Hossain residing at Vill-Ramnagar Nayan Sukpur, PO-Jinnatpara, PS-Raninagar, Dist-Murshidabad, West Bengal 742308 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Golam Mostafa to Md Golam Mostafa and henceforth I shall be known as Md Golam Mostafa (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 17/08/2026. My name Md Golam Mostafa & Mohammad Golam Mostafa both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Firaj Sk (old name) S/o- Taberj Sk residing at Maheshganj Dargatala para, Swarupganj, Nabadwip, Dist-Nadia, Pin-741315 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from FIRAJ SK to FIROJ SK and henceforth I shall be known as FIROJ SK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 18/08/2026. FIRAJ SK (old name) and FIROJ SK (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Abul Kalam (Old Name) S/O–Saiyad Ali residing at Vill & PO-Tenkaraipur, PS-Islampur, Dist-Murshidabad, West Bengal 742304 do hereby declared that I have changed my name from Md Abul Kalam to Abul Kalam Sk and henceforth I shall be known as Abul Kalam Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 18/08/2026. My name Abul Kalam Sk & Md Abul Kalam both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Majiber Rahaman (Old Name) S/O– Lutfal Haque resident of 14/2 Secondary Road, A-Zone, Durgapur, Bardhaman, West Bengal, Pin-713204 do hereby declared that I have changed my name from Majiber Rahaman to Mujibur Rahaman and henceforth I shall be known as Mujibur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 17/08/2026. My name Mujibur Rahaman & Majiber Rahaman both are same and one identical person

নাম পরিবর্তন

আমি, পম্পা দত্ত পাল (Pampa Dutta Pal), স্বামী- দীপঙ্কর পাল (Dipankar Pal), গ্রাম ও ডাকঘর- লাঘোসা, থানা- লাভপুর, জেলা- বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ-এর স্থায়ী বাসিন্দা। গত ২৩.০৬.২০১৬ তারিখে বোলপুর ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে (Court of Ld. J.M. 1st Class at Bolpur, Birbhum) একটি এফিডেভিটের মাধ্যমে আমি ঘোষণা করছি যে, আমার আসল ও সঠিক নাম পম্পা দত্ত পাল (Pampa Dutta Pal)। যেমনটি আমার আধার কার্ড নং ৫১৬৬ ৮৭৬০ ৯৮০৬ এবং ভোটার কার্ড নং TWA1301662-এ রয়েছে। কিন্তু আমার কন্যা শরণ্যা পাল (Sharanna Pal)-এর জন্ম সনদে (Registration No. WB-BR-2013201101968) ভুলবশত আমার নাম পম্পা পাল (Pampa Pal) নথিভুক্ত হয়েছে। এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, পম্পা দত্ত পাল এবং পম্পা পাল একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি। ভবিষ্যৎ সমস্ত কাজে আমার নাম পম্পা দত্ত পাল বলেই পরিগণিত হবে।

NAME CHANGE

I, Mahamudal Hasan, S/O- Sadiful Sk, date of birth 02/09/2007, residing at Vill- Baishnabpara, P.O- Mominpur, P.S-Domkal, Dist-Murshidabad, Pin No- 742303, West Bengal do hereby declared ,That my Correct name "Mahamudal Hasan" and my actual date of birth 02/09/2007, recorded my birth Certificate being No. B/2025/2243935, OLD Reg. No. 391, date of Regd.29/10/2007 and W.B.B.S.E all documents and W.B.C.H.S.E all documents. That my name has been wrongly written as "Mahammadal Hasan" and my date of birth written as 01/01/2008, in my Aadhaar card being No.6579- 9111- 0983. My name "Mahamudal Hasan" and "Mahammadal Hasan" is the same, one and identical person and my actual date of birth is 02/09/2007 decrlared by Ld Judicial Magistrate 1st Class affidavit Berhampore court on 18/08/2026

NAME CHANGE

I, MINA MALI ALLIES MINA MAJUMDER W/O MONORANJAN MALI RESIDING AT VILL JOYGACHI, NEAR SHYAMA PROSAD HIGH SCHOOL, P.O. & P.S. HABRA, DIST. NORTH 24 PGS. DO HEREBY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY NAME AS MINA MAJUMDER MALI AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC COURT AT BARASAT VIDE AFFIDAVIT NO.3447 DT. 17/8/2026. MINA MALI, MINA MAJUMDER AND MINA MAJUMDER MALI BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

NAME CHANGE

I, Mujaffar Mandal S/o Lt. Mawlabuks Mandal residing at Vill.-Gangulia, P.O. Amdobe, P.S. Bagdah, Dist. North 24 Parganas, Pin-743251 WB do hereby solemnly affirm and declare my & my father's actual name Mujaffar Mandal S/o Mawlabuks Mandal instead of Mujaffar Mondal S/o Mawlabuks Mondal, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas on 18.08.2026. That Mujaffar Mandal S/o Mawlabuks Mandal and Mujaffar Mondal S/o Mawlabuks Mondal all are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rushiya Malita W/o Late Joynal Malita residing at Vill.-Meherpur, P.O. Mediahat, P.S. Gopalnagar, Dist. North 24 Parganas, Pin-743262 WB do hereby solemnly affirm and declare my actual name Rushiya Malita instead of Rushia Bibi, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, on 18.08.2026. That Rushiya Malita and Rushia Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, GOPAL MUKHERJEE S/o Late Santosh Mukherjee residing at Vill.-Charaktala, P.O. & P.S. Bongaon, Dist. North 24 Parganas, Pin-743235 WB do hereby solemnly affirm and declare my daughter's actual name JAYANTI MUKHERJEE D/o Gopal Mukherjee & Kakali Mukherjee instead of JAYANTI ADHIKARY D/o Tarak Adhikary & Kakali Adhikary, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Sealdah on 31.07.2026. That JAYANTI MUKHERJEE D/o Gopal Mukherjee & Kakali Mukherjee and JAYANTI ADHIKARY D/o Tarak Adhikary & Kakali Adhikary both are same and one identical person.

বিগত ১০০ দিনের বাংলার সরকারের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে হাওড়ায় সাংবাদিক বৈঠক বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষের

সুমন আদক,হাওড়া, ১৮ আগস্ট ঃ বাংলায় পালাবদলের পর বিগত ১০০ দিনের বাংলার সরকারের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে হাওড়ায় সাংবাদিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। মঙ্গলবার বিকেলে হাওড়া সদর বিজেপির তরফ থেকে জেলা সদর কার্যালয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকে ওই খতিয়ান তুলে ধরেন বিধায়ক তথা তথ্য ও সংস্কৃতি, ক্রীড়া এবং যুব পরিষেবা সংক্রান্ত বিশেষ স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান রুদ্রনীল ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা সদর বিজেপির সভাপতি গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এদিন রুদ্রনীল ঘোষ বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাফল্যের ১০০ দিন আমরা অতিক্রম করলাম। গত ৪ঠা মে রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই উন্নয়নের এই কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে রাজ্যজুড়েই। ক্ষমতায় আসার প্রথম ১০০ দিনে রাজ্য সরকারের কাজের খতিয়ান হলো, অন্নপূর্ণা যোজনায় মহিলাদের দেওয়া হচ্ছে মাসিক ৩০০০ টাকার আর্থিক সহায়তা, রাজ্যজুড়ে চালু হয়েছে মহিলাদের জন্য সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাতায়াত, নারী নিরাপত্তায় গঠিত হয়েছে 'দুর্গা সুরক্ষা স্কোয়াড'। মাতৃবন্দনা যোজনায় গর্ভবতী এবং প্রসূতি মায়েদের দেওয়া হচ্ছে ২১,০০০ টাকা। ১লা অক্টোবর থেকে সরকারি কর্মচারীদের ডিএ বৃদ্ধি পাচ্ছে ২০। আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সাম্মানিক বেড়েছে মাসিক ৫০০০ টাকা। মিড-ডে-মিলের রাঁধুনি ও কর্মীদের সাম্মানিক বাড়নো হয়েছে ১০০০ টাকা। রাজ্যজুড়ে আয়ুষ্মান ভারত যোজনায় উপভোক্তারা পাচ্ছেন ২৫ লক্ষ পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা। হাসপাতালে দালালচক্র ভাঙতে স্বাস্থ্যভবনে চালু হয়েছে বিশেষ কন্ট্রোল রুম। নিউ টাউনে গড়ে উঠবে ২২,০০০ কোটির ২,০০০ শয্যা বিশিষ্ট মাল্টি স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল। এর পাশাপাশি হাসপাতালে রোগীর দৈনিক
খাবারের বরাদ্দ মাথাপিছু ৫৬.৬৪ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১১০ টাকা করেছে রাজ্য সরকার। এর পাশাপাশি রাজ্যে বিনিয়োগ করছে শ্যাম স্টিল, আমুল, লাক্স কোজি, ITC, JSW Infra, LT AI Data Centre-সহ একাধিক সংস্থা। শুধুমাত্র ব্যারাকপুর শিল্পতালুকেই খোলা হচ্ছে প্রায় ২০টি বন্ধ জুটমিল। জলপাইগুড়িতে গড়ে উঠবে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়। তথ্য প্রযুক্তি, ফার্মা ও লজিস্টিকস-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তৈরি হবে নতুন কর্মসংস্থান। কলকাতায় ১০টি গুরুত্বপূর্ণ রুটে চালু হয়েছে নাইট বাস সার্ভিস। জট কেটেছে কলকাতায় থমকে থাকা বিভিন্ন মেট্রো প্রকল্পের। দুর্গাপুর-আসানসোল এবং শিলিগুড়িতেও ঘোষণা হয়েছে নতুন মেট্রো প্রকল্পের। এছাড়া জেলায় জেলায় বাড়ানো হয়েছে বাস তথা রুটের সংখ্যা। উন্নয়নের পথে পা বাড়িয়েছে উত্তরবঙ্গও। হাসিমারা বিমানবন্দরে শুরু হয়েছে বাণিজ্যিক বিমান পরিষেবা, জমি বরাদ্দ হয়েছে হিলি-কোচবিহার রেল প্রকল্প সম্প্রসারণে। ইতিমধ্যেই একাধিক চা-বাগান পুনরায় খোলা হয়েছে। উত্তরবঙ্গে গড়ে উঠবে AIIMS, IIT-র মতো প্রতিষ্ঠানও। এর পাশাপাশি সরকার পরিবর্তনের পর বন্ধ হয়েছে বালি, পাথর পাচার, কমেছে নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ঝুঁকি। তৃণমূল আমলের ৭৭টি মুসলিম সম্প্রদায়ের বিতর্কিত ওবিসি অন্তর্ভুক্তি বাতিল করে ওবিসি সংরক্ষণ ১৭ থেকে আইনসম্মত ৭-এ ফিরিয়ে এনে, যথাযথ যাচাইয়ের ভিত্তিতে ৬৬টি প্রকৃত অনগ্রসর সম্প্রদায়কে স্বীকৃতি দিয়েছে বিজেপি সরকার। SSC-র মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে কমিটিতে যুক্ত হয়েছেন রামকৃষ্ণ আশ্রমের তিন মহারাজ, IIM-কলকাতার একজন অধ্যাপক। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর আমূল পরিবর্তন এসেছে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাতেও। পঞ্চায়েত স্তরে এবার আর্থিক ক্ষমতা তথা চেক সই করার অধিকার থাকবে সংশ্লিষ্ট সচিব তথা আধিকারিকদের হাতে। এছাড়াও গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে VB-G RAM G প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষকে ১০০ দিনের পরিবর্তে ১২৫ দিনের কাজ দিচ্ছে বিজেপি সরকার। এদিন হাওড়ার উন্নয়ন প্রসঙ্গে রুদ্রনীল ঘোষ বলেন, আমরা রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর হাওড়া জেলার ক্ষেত্রেও উন্নয়ন হয়েছে। হাওড়ার উন্নয়নে ৪,৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা হয়েছে। রাস্তাঘাট, পানীয় জল, নিকাশি, আলো, নতুন বাস রুট থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। এছাড়া সরকারি যে সমস্ত প্রকল্প অন্নপূর্ণা যোজনা থেকে শুরু করে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের কাজ অনেকটাই এগিয়েছে। অন্নপূর্ণা যোজনায় আমাদের ১০ লক্ষ ৭০ হাজারের মতো অ্যাপ্লিকেশন হাওড়া থেকে জমা পড়েছে। অ্যাপ্রুভালের জায়গায় প্রায় ৮ লক্ষ ৪ হাজার ২৭১ জন মতো রয়েছেন। রিজেকশনের জায়গায় তথ্যাদি ভুল বা অ্যাপ্লিকেশনের যে যোগ্যতা সে অনুযায়ী ভ্রান্তিতে বাদ যাওয়ার রাস্তায় রয়েছেন ৩৮ হাজার ৫০২ জন। আপাতত এই হিসাব। তবে, এখনও স্ক্রুটিনি চলছে। স্ক্রুটিনি চলছে এই কারণে যাতে আর না কোনও ভুলভ্রান্তি হতে পারে। আর না কোনওভাবে যারা অযোগ্য তাঁরা এই তালিকাভুক্ত হতে পারেন। বা এককথায় বলা ভালো যাদের সাহায্যের প্রয়োজন, যারা নিপীরিত, তাঁদেরকে বঞ্চিত করে যারা সচ্ছল, যাদের প্রয়োজন নেই তাঁদের কাছে ঘুরপথে না চলে যেতে পারে। অন্যদিকে, আমরা ক্ষমতায় আসার পর হাওড়া শহরে জল জমার যে সমস্যা রয়েছে তা কিছুটা মেটানো গেছে। ডিসেলন্টিং এর কাজ হচ্ছে। বর্ষায় জল নামলে রাস্তার কাজ শুরু হবে। বেআইনি দখলদারমুক্ত করে শহরের গতি বাড়ানো হবে। এছাড়া টোটো নিয়ে যে সমস্যা রয়েছে সেটা নিয়েও খুব শীঘ্রই নতুন নিয়ম কার্যকর হবে। পুরসভাকে সচল রাখতে দক্ষ অফিসারদের সামনের সারিতে রাখা হচ্ছে। পুরসভার পরিষেবা ঢেলে সাজানো হচ্ছে। জমা জল নামাতে পুরসভার হাতে বর্তমানে যতগুলি পাম্প রয়েছে আগামী দিনে আরও বেশি পাম্প আনার কথা ভাবা হচ্ছে। অন্যদিকে, এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে বেআইনি দখলদারদের উদ্দেশ্যেও কড়া বার্তা রুদ্রনীল। তিনি বলেন, 'আগামী সপ্তাহের মধ্যে একটা বড়ো সার্ভে প্ল্যান রয়েছে। আগে একটা ডেট ঠিক হয়েছিল, সেটা বৃষ্টির জন্য ক্যানসেল হয়েছে। হাওড়ার বেলেপোলের কোনা এক্সপ্রেসওয়ের মুখ থেকে এই ড্রেনেজ ক্যানেল রোড ধরে ইছাপুর অবধি যেখানে গুরুত্বপূর্ণ নালা এসেছে এবং যে দুটো ব্যারেল লাইন গেছে তার উপরে বেআইনিভাবে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান তারা কেউ মাঠ বানিয়েছেন, কেউ ক্যাফেটেরিয়া বানিয়েছেন, কেউ রেস্টুরেন্ট বানিয়ে ফেলেছেন, কেউ নার্সিংহোম বানিয়ে ফেলেছেন। সম্পূর্ণ অবৈধভাবে তাঁরা এটা করেছেন। তাঁরা যদি তাঁদের এই অবৈধ নির্মাণ নিজেরা সরিয়ে না নেন বা এমন কোনও বন্দোবস্ত না করেন যেখানে এই ড্রেন পথ মুক্ত না হয় তাহলে সেগুলো ভাঙবার দিকে যেতে বাধ্য হবে কর্পোরেশন।' উন্নয়ন প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের উত্তরে এদিন রুদ্রনীল ঘোষ আরও বলেন, 'আমাদের শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে দুটি জায়গায় যাতে ৫০ বেডের হাসপাতাল হতে পারে, সেই নিয়ে আলোচনা চলছে। হাওড়ায় দাসনগরে আলামোহন দাস যে স্টেডিয়াম রয়েছে সেটিও যাতে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত হতে পারে এবং আরও বড় হতে পারে সেই বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্কুলগুলোকেও সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।' রুদ্রনীল ঘোষ আরও বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রেখে দিয়েছেন আমাদের হাওড়ার কল-কারখানাগুলোর উপর যাতে কোনওরকমভাবে পুরনো পদ্ধতির অত্যাচারে এবং অসহযোগিতায় তা বন্ধ না হয়ে যায়। বরং উল্টে তার পরিসর যাতে বাড়তে পারে তার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

গোরখপুর-দিল্লি-গোরখপুর অমৃত ভারত সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস নামে চলবে

গোরখপুর, ১৮ই আগস্টঃ যাত্রীদের সুবিধার জন্য, রেলওয়ে প্রশাসন ০৫০৫৭০৫০৫৮ গোরখপুর-দিল্লি-গোরখপুর স্পেশাল ট্রেনটিকে ১৫০৯৫১৫০৯৬ গোরখপুর-দিল্লি-গোরখপুর অমৃত ভারত সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস নামক নিয়মিত ট্রেন হিসেবে পরিচালনা করবে। এই ট্রেনটি ২৭শে আগস্ট, ২০২৬ থেকে প্রতি বৃহস্পতিবার গোরখপুর থেকে এবং ২৮শে আগস্ট, ২০২৬ থেকে প্রতি শুক্রবার দিল্লি থেকে নিম্নোক্ত সময়সূচী অনুযায়ী চলাচল করবে।১৫০৯৫ গোরখপুর-দিল্লি অমৃত ভারত সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস ২৭শে আগস্ট, ২০২৬ থেকে প্রতি বৃহস্পতিবার রাত ২২.৪৫ মিনিটে গোরখপুর থেকে যাত্রা শুরু করবে এবং খলিলাবাদ থেকে রাত ২৩.২৩ মিনিটে, বস্তি থেকে রাত ২৩.৫৪ মিনিটে, গোন্ডা থেকে রাত ০১.৫০ মিনিটে, বুধওয়াল থেকে রাত ০২.৪৪ মিনিটে, সীতাপুর থেকে ভোর ০৪.৫০ মিনিটে, বরেলি থেকে সকাল ০৭.৫৯ মিনিটে, মোরাদাবাদ থেকে সকাল ০৯.২০ মিনিটে এবং পরের দিন গাজিয়াবাদ থেকে সকাল ১১.৪৪ মিনিটে ছেড়ে দুপুর ১২.৫০ মিনিটে দিল্লি পৌঁছাবে। ফিরতি যাত্রায়, ১৫০৯৬ দিল্লি-গোরখপুর অমৃত ভারত সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস ২৮শে আগস্ট, ২০২৬ থেকে প্রতি শুক্রবার দুপুর ২.০০ টায় দিল্লি থেকে যাত্রা শুরু করবে। এবং গাজিয়াবাদ থেকে দুপুর ২.৫৪ টায়, মোরাদাবাদ থেকে সন্ধ্যা ৬.০৩ টায়, বরেলি থেকে সন্ধ্যা ৭.২৩ টায়, সীতাপুর থেকে রাত ১২.১২ টায়, বুড়ওয়াল থেকে রাত ১.৪২ টায়, গোন্ডা থেকে রাত ২.৫৫ টায়, বস্তি থেকে ভোর ৪.৩১ টায় এবং পরের দিন খলিলাবাদ থেকে ভোর ৪.৫৮ টায় যাত্রা শেষ করে সকাল ৬.৩০ টায় গোরখপুর পৌঁছাবে।এই ট্রেনে মোট ২২টি অমৃত ভারত কোচ সংযুক্ত থাকবে, যার মধ্যে ১১টি জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস, ০৮টি স্লিপার ক্লাস, ০১টি প্যান্ট্রি কার এবং ০২টি এলএসএলআরডি কোচ অন্তর্ভুক্ত।

পুলিশি হেফাজতে তৃণমূল কর্মীর মৃত্যুতে সিআইডি তদন্তের নির্দেশ

১-র পাতার পর-উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক শিল্পী গৌরীসারিয়ার নেতৃত্বে ইতিমধ্যেই ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য নিয়মিত ভাবে মুখ্যমন্ত্রী ও মৃতের পরিবারকে জানানো হচ্ছে। একই সঙ্গে, মৃতের দুই শিশুর ভবিষ্যতের কথা ভেবে সরকারের তরফ থেকে ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করা হয়। এ ছাড়া, মৃতের স্ত্রীকে প্রথম এক বছর প্রতি মাসে ১৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে এবং পরবর্তীতে তাঁকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর 'অ্যাটেনডেন্ট' হিসেবে গ্রুপ-ডি পদের চাকরি দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিরোধী দলনেতা ঠিক করবে সিঙ্গল বেঞ্চ, নির্দেশ হাইকোর্টের

১-র পাতার পর-হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সবথেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই ঘটনার আগেই গত ১ জুন 'দলবিরোধী কার্যকলাপের' অভিযোগে ঋতব্রতকে দল থেকে বহিস্কার করেছিল তৃণমূল নেতৃত্ব। শুনানি চলাকালীন বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোসের আইনজীবী সওয়াল করেন, '৫৮ জন বিধায়ক স্বাক্ষর করে তাঁদের বিরোধী দলনেতার নাম প্রস্তাব করেছিলেন। সেটি মেনে নেওয়া ছাড়া অধ্যক্ষের কাছে অন্য কোনও পথ ছিল না।' জবাবে ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করে, 'একপক্ষ ক্ষমতাবান, অন্যপক্ষ ক্ষমতাহীন- যদিও তাঁরা একই দলের বিধায়ক। এই অবস্থায় স্পিকার আর কী-ই বা করতে পারেন!' অন্য দিকে, বর্তমান স্পিকারের সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত আলোচনার সময়ে লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রয়াত সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিরপেক্ষ সংসদীয় ভূমিকার প্রশংসা করেন তৃণমূল সাংসদ তথা প্রবীণ আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। দল থেকে বহিস্কৃত হওয়া সত্ত্বেও স্পিকার কীভাবে ঋতব্রতকে বিরোধী দলনেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিলেন, সেই প্রশ্ন তুলেই আদালতের দ্বারস্থ হন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। মামলার শুনানিতে ডিভিশন বেঞ্চ স্পিকারের ভূমিকা নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন তোলে। আদালত জানতে চায়, তৃণমূলের তরফ থেকে পাঠানো প্রথম চিঠিটিকে উপেক্ষা করে কেন দ্বিতীয় চিঠিটি গ্রহণ করা হল? তবে আপাতত মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আগামী দুই মাসের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে উচ্চ আদালত।

২৮ আগস্ট রাজ্যজুড়ে পালন হবে রাখিবন্ধন

১-র পাতার পর-ক্রীড়া দফতর যৌথভাবে এই কর্মসূচি আয়োজন করছে। প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দের অনুমোদন আগেই দেওয়া হয়েছে এবং যুব কল্যাণ দফতর দ্রুত বরাদ্দ অর্থ জেলাগুলোর কাছে পাঠাবে। তবে সমস্ত খরচের ক্ষেত্রে সরকারি আর্থিক বিধি কড়াভাবে মেনে চলার কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে। উৎসব শেষে ছবিসহ বিস্তারিত 'অ্যাকন টেকেন রিপোর্ট' দ্রুত নবান্নে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তালিকা চাইল সুপ্রিম কোর্ট

১-র পাতার পর-প্রসঙ্গ তোলেন আইনজীবী করুণা নন্দী। তিনি জানান, পিএফ অ্যাকাউন্টে টাকা দেওয়া হয়েছে বলা হলেও কর্মীরা তা তুলতে পারছেন না, কারণ সেখানে দুই বছরের একটি 'লক-ইন পিরিয়ড' রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। এই কথা শুনে তীব্র আপত্তি জানান বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্র। তিনি সরাসরি প্রশ্ন তোলেন, আদালতের রায়ে তো এ ধরনের কোনও লক-ইন পিরিয়ডের কথা বলা হয়নি, তবে এই নিয়ম এল কোত্থেকে? এ বিষয়ে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা তাৎক্ষণিকভাবে কোনও স্পষ্ট জবাব দিতে না পারায় আদালতের কাছে কিছুটা সময় চেয়ে নেন। অন্যদিকে, সমস্ত কর্মী বকেয়া পাননি বলে যে অভিযোগ উঠেছে, তার প্রেক্ষিতে আদালত নির্দেশ দিয়েছে যে সমস্ত কর্মী বা কর্মচারীরা টাকা পাননি বলে দাবি করছেন, তাঁদের উপযুক্ত প্রতিনিধিদের একটি নামের তালিকা যেন আদালতের কাছে জমা দেওয়া হয়। বিচারপতি কারোল স্পষ্ট জানিয়ে দেন, যাঁদের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে, তাঁরা যেন কমিটির সামনে তা উপস্থাপন করেন। বুধবারেও এই মামলার পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ শুনানি রয়েছে, যেখানে এই বিষয়গুলি নিয়ে ফের বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনা হতে পারে।

শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার দাবিতে রাজপথে চাকরিপ্রার্থীরা

১-র পাতার পর-কুমারের সঙ্গে কথা বলেছে। কিন্তু তাঁদের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর মেলেনি। দিল্লির যন্তর মন্তর এবং ঝাড়খণ্ডের সাম্প্রতিক আন্দোলন থেকে শিক্ষা নিয়ে পরিস্থিতি বড় আকার নেওয়ার আগেই সরকারকে পদক্ষেপ করার আবেদন করেছেন তিনি। এদিকে, ঝাড়খণ্ডে নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগে চলা আন্দোলনের ছবিও মঙ্গলবার বদলেছে। মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন ২০১৪ সাল থেকে আউটসোর্সিং সংস্থা টিএসআর ডেটা প্রসেসিং প্রাইভেট লিমিটেডের মাধ্যমে নেওয়া সব নিয়োগ পরীক্ষা বাতিলের ঘোষণা করার পর ছয় অনশনকারীর মধ্যে তিন জন অনশন প্রত্যাহার করেছেন। তাঁদের মধ্যে জেএলকেএম নেতা দেবেন্দ্র মাহতোও রয়েছেন। জেএসএসসি-সিজিএল-সহ বাতিল হওয়া পরীক্ষাগুলির জেরে আন্দোলন ২৫ দিনে পৌঁছেছে। এর আগে ২০ আগস্ট মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাওয়ের কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন ঝাড়খণ্ডের আন্দোলনকারীরা। অন্যদিকে, বিহারে টিআরই-৪-এর বিজ্ঞপ্তি ঘিরে নতুন করে চাপ বাড়ছে সরকারের উপর।

ফাঁসির বদলে ইঞ্জেকশনে মৃত্যুদণ্ডে 'না' সুপ্রিম কোর্টের

১-র পাতার পর-মেহতার বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, তাদের এই রায় ভবিষ্যতের সমস্ত সম্ভাবনা বন্ধ করে দিচ্ছে না। বিকল্প পদ্ধতি নিয়ে ভবিষ্যতে যদি শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসা সংক্রান্ত বা বাস্তব তথ্য-প্রমাণ সামনে আসে, তাহলে বিষয়টি ফের সাংবিধানিকভাবে পর্যালোচনা করা যেতে পারে। পাশাপাশি কেন্দ্র চাইলে বিকল্প মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের পদ্ধতিগুলি নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনার জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করতে পারে। কেন্দ্রের হয়ে অ্যাটর্নি জেনারেল আগে আদালতকে জানিয়েছিলেন, এই বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য সরকার একটি কমিটি গঠন করেছে।

পূর্বরেল মহিলা কল্যাণ সমিতি শ্রাবণী মেলার পুণ্যার্থীদের প্রতি সমবেদনা ও সেবার হাত বাড়িয়ে দিল

কলকাতা, ১৮ আগস্টঃ পূর্বরেলের মহাব্যবস্থাপক তথা পূর্বরেল মহিলা কল্যাণ সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী গীতিকা পান্ডের নেতৃত্বে শ্রাবণী মেলার হাজার হাজার পুণ্যার্থীদের সেবা ও স্বস্তি পৌঁছে দিতে এক আন্তরিক কল্যাণমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। গভীর সহানুভূতি ও নিঃস্বার্থ সেবার মনোভাব নিয়ে, এই পবিত্র মাসে পুণ্যযাত্রায় শামিল হওয়া যাত্রীদের সাহায্যার্থে সংস্থাটি এগিয়ে এসেছে। ক্লান্তিপ্রদ আবহাওয়ার মধ্যে দূর-দূরান্ত থেকে আসা শ্রাবণী মেলার পুণ্যার্থীদের স্বস্তি দিতে সমিতির সদস্যরা বিশেষ সেবা অভিযান পরিচালনা করেন। এই কল্যাণমূলক দলের সদস্যরা গত ১৪ই আগস্ট জসিডি স্টেশনে এবং ১৭ই আগস্ট তারকেশ্বর স্টেশনে পুণ্যার্থীদের মাঝে প্যাকেজড পানীয় জল ও বিস্কুট বিতরণ করেন। শ্রীমতী গীতিকা পান্ডের সক্রিয় দিকনির্দেশনায়, সহ-সভানেত্রী শ্রীমতি উষা সিং, সম্পাদিকা শ্রীমতি গুঞ্জন নিগম এবং কোষাধ্যক্ষ শ্রীমতি

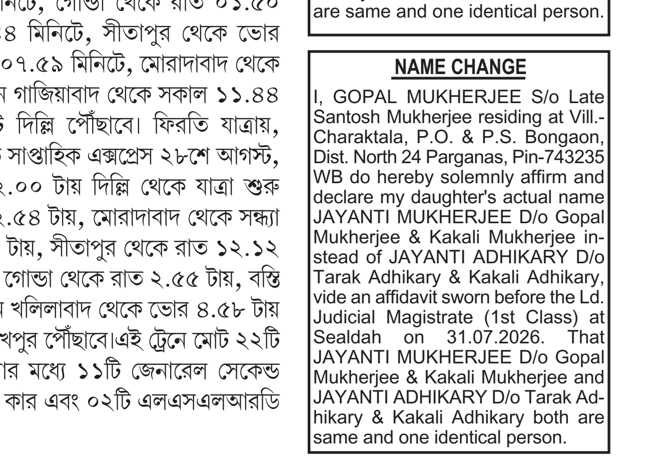

রীতা সিনহার সমন্বয়ে এই মানবিক উদ্যোগটি সফলভাবে পরিচালিত হয়। ভিড়ে ঠাসা স্টেশন চত্বরে এই সহানুভূতিশীল প্রচেষ্টা অগণিত পুণ্যার্থীর মুখে স্বস্তি ও হাসি ফুটিয়ে তুলেছে। এই পবিত্র সময়ে পুণ্যার্থীদের পাশে দাঁড়িয়ে সংস্থাটি সমাজকল্যাণ, আতিথেয়তা এবং মানবিক সম্পর্কের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি পুনরায় নিশ্চিত করল। পূর্বরেল মহিলা কল্যাণ সমিতি বছরজুড়ে বিভিন্ন অর্থপূর্ণ সামাজিক উদ্যোগের মাধ্যমে যাত্রী সাধারণকে সাহায্য করতে, রেলওয়ে পরিবারকে সহায়তা প্রদান করতে এবং বৃহত্তর সমাজের সেবা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

১৫ নয়, ১৮ আগস্ট, মুর্শিদাবাদের স্বাধীনতা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৮ আগস্ট ঃ ১৯৪৭ সালের ১৮ আগস্ট। ভোরের কুয়াশা তখনও কাটেনি। মুর্শিদাবাদের প্রতিটা বাড়ির উঠোনে বসে থাকা সাধারণ মানুষের হাতের রেডিওটা হঠাৎ করে কেঁপে উঠল। আকাশবাণীর সেই একটা লাইন, আর তিন দিন ধরে জমে থাকা আতঙ্ক, অনিশ্চয়তা, ঘর ছাড়ার ভয় সব এক লহমায় ধুয়ে গেল। যারা ব্যাগ গুছিয়ে সীমান্ত পেরোনোর কথা ভাবছিল, তারাই সেদিন উঠোনে দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেলল আনন্দে। কারণ সেদিনই মুর্শিদাবাদ ফিরে পেল তার মাটি, তার পরিচয়, তার আপন দেশে ভারতকে। মাত্র তিন দিন আগে যে জেলার আকাশে পাকিস্তানের পতাকা উড়েছিল, সেই নবাবের জেলাতেই ১৮ আগস্টের ভোরে উড়ল স্বাধীন ভারতের তেরঙ্গা। একটা ঘোষণা। আর তাতেই ওলট-পালট হয়ে গেল গোটা ভারতের মানচিত্র। আজ থেকে ৮০ বছর আগে এই দিনেই স্বাধীন হয়েছিল মুর্শিদাবাদ জেলা। র‍্যাডক্লিফ কমিশনের প্রাথমিক রিপোর্টে ঠিক ছিল মুর্শিদাবাদ, নদীয়া আর মালদার কিছু অংশ যাবে পূর্ব পাকিস্তানে। বদলে ভারত পাবে খুলনা। ১৫ আগস্ট পর্যন্ত তাই-ই ছিল নির্মম সত্যি। মুর্শিদাবাদের মানুষও ভগ্ন হৃদয়ে তা মেনে নিয়েছিলেন। তিন দিন ধরে এখানে উড়েছে পাকিস্তানের পতাকা। অনেকে ব্যাগ গুছিয়েছেন। অনেকে ভিটেমাটি ছেড়ে সীমান্ত পেরোনোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হওয়া দেশে হিন্দুদের কাছে মুর্শিদাবাদে থাকাটাই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ১৮ আগস্ট ভোরে রেডিওতে ভেসে এল নতুন খবর। শেষ মুহূর্তের সংশোধনীতে খুলনার বদলে ভারতের কপালে জুটল মুর্শিদাবাদ। আর মুর্শিদাবাদের সঙ্গে ফিরে এল মালদা ও নদীয়ার কিছু অংশও। যে মানুষগুলো তিন দিন আগে পাকিস্তানের পতাকা তুলতেছিলেন চোখের জলে, তারাই আবার জয়ধ্বনি দিয়ে তুললেন ভারতের পতাকা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল গোটা জেলা। ভিটেছাড়া হওয়ার ভয় ঘুচে গেল এক রাতেই। তৎকালীন গায়ক বিজন দাস সেদিন গলা ছেড়ে গেয়েছিলেন, এই দেশেতে গড়ব মোরা হিন্দুস্তান, শান্তি আনবে হিন্দু - মুসলমান। সেই গান আজও মুর্শিদাবাদের বাতাসে মিশে আছে। আজও ৮০ বছর পর মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলার মহিষাস্থলী- ফুলতলী এলাকায় ১৮ আগস্ট মানেই অন্যরকম ভোর। সারা দেশের মত এখানে ১৫ আগস্ট জাতীয় ছুটির দিন বটে, কিন্তু আবেগের দিন ১৮ আগস্ট। ভোর হতেই জাতীয় পতাকা উত্তোলন। তারপর শিশুদের হাতে চকলেট, কিশোরদের গলায় দেশাত্মবোধের গান। বয়স্করা গল্প করেন সেই তিন দিনের কথা। কীভাবে আতঙ্ক আর অনিশ্চয়তার মধ্যে কেটেছিল সময়টা। কীভাবে একটা রেডিওর খবর জীবন ফিরিয়ে দিয়েছিল হাজার হাজার মানুষকে। স্থানীয় বাসিন্দা ৮৫ বছর বয়সী শেফালী দেবী বলেন, আমার বাবা ১৬ আগস্ট জমি বিক্রির কথা ভাবছিলেন। ১৮ তারিখ সকালে খবর শুনে উঠোনে বসে কেঁদে ফেলেছিলেন। প্রথমে তো বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে আমরা ভারতেই থাকতে পারবো। আমাদের আর ভিটে মাটি হারাতে হবে না। তাই এই অঞ্চলের মানুষের কাছে ১৮ আগস্ট শুধু ক্যালেন্ডারের একটা তারিখ নয়। এটা তাদের নিজস্ব স্বাধীনতা দিবস। যে স্বাধীনতায় মিশে আছে ঘর হারানোর ভয়, আবার ঘর ফিরে পাওয়ার আনন্দ। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই দিনটা পালন করার পেছনে একটা বড় কারণও আছে। নতুন প্রজন্ম যেন ভুলে না যায়। ভুলে না যায় দেশভাগের সেই টালমাটাল সময়কে। ভুলে না যায় কীভাবে একটা কলমের খোঁচায় বদলে যেতে পারে লক্ষ মানুষের ভবিষ্যত। কীভাবে সীমারেখার এপার-ওপার ঠিক করে দেয় মানুষের ভাগ্য। ফুলতলীর বাসিন্দা দুলাল রায় বলেন, আমরা বাচ্চাদের ১৫ আগস্টের পাশাপাশি ১৮ আগস্টের গল্পও শোনাই। কারণ ইতিহাস বইয়ে এই তিন দিনের কথা লেখা নেই। কিন্তু আমাদের বুকের মধ্যে আছে। বহরমপুরের বিশিষ্ট কবি তথা সমাজকর্মী অশোক দাস বলেন, দীর্ঘ লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে আমরা ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম। কিন্তু মুর্শিদাবাদের বেশ কিছু অঞ্চলের মানুষ ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট এর সেই স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করতে পারেননি। কারণ তখন সেই অঞ্চলগুলি পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। ফলে এপার আবারও শুরু হয় মুর্শিদাবাদকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার লড়াই। আর এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বহরমপুরের বেশ কিছু বিশিষ্ট মানুষজন। অবশেষে তিন দিনের দীর্ঘ লড়াইয়ের পর মুর্শিদাবাদের এলো আসল স্বাধীনতা দিবস। সেই কারণেই প্রতি বছর ১৮ আগস্ট মুর্শিদাবাদের আকাশে তেরঙ্গা ওড়ে একটু বেশি গর্বে। একটু বেশি কৃতজ্ঞতায়। কারণ এই স্বাধীনতা শুধু দেশের নয়, এটা তাদের নিজের ঘর বাঁচানোর স্বাধীনতা।

মেট্রো রেলে সততা ও নিষ্ঠার শপথ গ্রহণ

কলকাতা, ১৮ আগস্ট ঃ কলকাতা মেট্রো রেলওয়ে সমৃদ্ধির জন্য সততা - এই মূল বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে ১৭ আগস্ট থেকে ১৬ নভেম্বর, ২০২৬

পর্যন্ত 'সতর্কতা সচেতনতা অভিযান' শুরু করেছে। এই অভিযানের অংশ হিসেবে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে সততা ও আইনের শাসন বজায় রাখার লক্ষ্যে মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার আজ (১৮.০৮.২০২৬) মেট্রো রেল ভবনে সংস্থার আধিকারিক ও কর্মীদের সততা ও নিষ্ঠার শপথ পাঠ করান। দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দুর্নীতি নির্মূলের ওপর জেনারেল ম্যানেজার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি সকলকে সতর্ক থাকার পাশাপাশি সর্বোচ্চ মানের সততা ও নিষ্ঠা প্রদর্শনের এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহায়তা করার আহ্বান জানান। মেট্রো রেলওয়ের আধিকারিক ও কর্মীরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করার অঙ্গীকার করেন।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১) শ্রী লক্ষণ চন্দ্র দত্ত, পিতা- ৺শৈলেশ চন্দ্র দত্ত, সাং- আনন্দনগর, পোস্ট-ভট্টনগর, থানা-লিলুয়া, হাওড়া, ২) শ্রীমতি সুপ্তা সরকার,স্বামী-৺শরদিন্দু সরকার, সাং-রাজ চন্দ্রপুর, থানা-বালি, হাওড়া, অদ্য ইংরাজি ২৭/০১/২০০৬ হাওড়া এ.ডি.এস.আর রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং-৪৭,ভল্যুম নং- ১,বুক নং-৪,পাতা নং- ২৬৮ হইতে ২৭৫ আমোক্তারনামা দলিল দ্বারা শ্রীমতি কল্পনা বাগানী, স্বামী ৺হারু বাগানী ওরফে হারাধন বাগানী দিগর মহাশয়ার নিকট হইতে আমোক্তার গ্রহণ করেন এবং আরো একটি দলিল নং-৪৮,বুক নং- ৪,ভল্যুম নং-১,পাতা নং- ২৭৬ হইতে ২৭৯ এ.ডি.এস. আর হাওড়া রেজিস্ট্রি অফিস,অদ্য ইংরাজি ২৭/০১/২০০৬ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত হয়, আমোক্তার দলিল দ্বারা শ্রী বাদল বাগানী,পিতা- ৺পঞ্চু বাগানী মহাশয় এর নিকট হইতে আমোক্তার গ্রহণ করেন। মৌজা-চকপাড়া, জে. এল.নং-১১১, হাল দাগ নং-১৬৯৭, হাল খতিয়ান নং-২৬০৯, ১৩১৫০, ১৩১৫১, ১৩১৫২,১৩১৫৩, ১৩১৫৪, ১৩১৭৮ প্রথম আমোক্তার ১২ শতক শালি জমি ও দ্বিতীয় আমোক্তার ১২ শতক শালি জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, উক্ত বিষয়ে দাতার কোন আপত্তি থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে তিনি বালি জগাছা বি. এল. এন্ড. এল. আর. ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

১। শ্রী দিলীপ বিশ্বাস পিতা- স্বর্গীয় কেষ্টপদ বিশ্বাস ২। শ্রীমতি মানা বিশ্বাস, স্বামী- শ্রী দিলীপ বিশ্বাস আমার মক্কেল উভয়ে জগদীশপুর মৌজায় এল.আর ৩০১০ নং দাগের অংশে নাম খারিজের জন্য তাহাদের খরিদা ২০০৪ সালের ২৮৭৮ নং দলিলের সহিত একটি আমামোক্তার দলিল সংযুক্ত করিয়াছেন, যাহার বুক নং.-১ দলিল নং- ২২১, ইংরাজী ১৯৯৮ সালে এ.ডি.এস.আর হাওড়ায় রেজিষ্ট্রীকৃত। যদি উক্ত আমমোক্তার দলিলটির বিষয়ে কাহারো অভিযোগ থাকে অদ্য হইতে ১ মাসের মধ্যে বি.এল. আর.ও. বালী জগাছাতে অবগত করাইবেন। অন্যথা নাম খারিজের শুনানি আইনযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

বিনীত
Abhisek Roy
Advocate
JUDGES' COURT, HOWRAH

আমার মক্কেল ১) পুজা ভট্টাচার্য্য স্বামী- গুরুদাস ভট্টাচার্য্য ২) পম্পা ময়রা স্বামী- ঝুনু ময়রা, উভয়ে সাং- মধ্যচকপাড়া, পোঃ -চকপাড়া থানা- লিলুয়া জেলা-হাওড়া পিন-৭১১২০৪ এত নং দলিলে সাফবিক্রয় কোবলা পত্র দলিল নং 5881/26 Date 24.06.26. A.D.S.R Howrah খরিদ করছে। আমমোক্তার নাম গ্রহীতাগনঃ ১) গুরুদাস ভট্টাচার্য্য পিতাঃ গুরু পদ ভট্টাচার্য্য সাং- চকপাড়া পোঃ- চকপাড়া থানা- লিলুয়া- হাওড়া-৭১১২০৪
২) সনৎ দাস পিতাঃ কেষ্ট দাস সাং- ৫ , বিড়াডিঙ্গি, কালীমন্দির রোড পোঃ -নেতাজী গড় থানা- লিলুয়া হাওড়া-৭১১১০৮
৩) গণেশ ময়রা পিতাঃ ঝুনু ময়রা সাং-ওপোঃ মধ্যচকপাড়া লিলুয়া হাওড়া-৭১১২০৪
আমমোক্তারনামদাতাঃ শ্রীমতি টুলটুলি মন্ডল স্বামী- শ্রী মোহন্ত মণ্ডল, সাং- মধ্যচকপাড়া পোঃ- চকপাড়া, লিলুয়া-হাওড়া, ৭১১২০৪ উক্ত আমমোক্তর নামা দলিল গত ইংরাজী ২৯.০১.২৬ সালে তারিখ হাওড়া অ্যাডিশনাল ডি.সাব রেজিস্ট্রী অফিসে ১ নং বহির 0502-2026 ভল্যুমে 51595 নং হইতে 51610 নং পৃষ্ঠা লিখিত 050200 786 নং রেজিস্ট্রীকৃত একেকেতা আমমোক্তর নাম দলিল রূপে রেজিস্ট্রীকৃত আছে।
বর্তমানে নাম পতনের জন্যে আবেদন করেছেন তার মিউটেশান কেস নং. 7003/26 ও 7004/26 মৌজা চকপাড়া হাল দাগ 2718 হাল খতিয়ান -1402 জমির পরিমান 0.0206 ও 1 (এক) কাটা 4 (চার)ছটাক শালি জমি।
যদি কারোর বেশ আপত্তি থাকে তাহলে বিজ্ঞাপনের ৩০ দিনের মধ্য সটিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন বালি জগাছা B.L.& L.R.O অফিসে এসে বক্তব্য জানাতে পারেন।

স্টোরস ই-প্রকিউরমেন্ট

ই- প্রকিউরমেন্ট টেণ্ডার নোটিস নং. এস/১৫/২০২৬-২৭ তারিখঃ ১৪-০৮-২০২৬। নিম্নলিখিত সামগ্রীর হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেণ্ডার আহ্বান করছেঃ

ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেণ্ডার সংখ্যা. ৩০/২৬/১১১৩এ/ওটি/১০৬/২০২৬-২৭
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১১-০৯-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ পিএল. সংখ্যা. এবং পরিমাণঃ এলএইচবি কোচগুলির জন্য ৪৫০ লিটার সম্পূর্ণ ওয়াটার ট্যাঙ্ক, ওয়াটার লেভেল ইন্ডিকেটর ছাড়া। আরসিএফের ডিআরজি নং. -এলপি-৬৩১০০, অনন্তিম পরিবর্তন সহিত এএলটি-ই, এমএটি স্পেসিফিকেশনঃ অনন্তিম সংশোধনী এবং পরিবর্তন সহিত ড্রয়িং অনুসারে [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস]। [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউবিএএম লিংকিং:]। আইটেম টাইপ গুডস (যোগান), (১) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ ডিপো/এনএফআর (অসম) এর জন্য ১০ টি। (২) পরিমাণ-নিউ বঙ্গাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৫৯ টি। পিএল. সংখ্যা. ৩৩৫০২৬১৪।

ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেণ্ডার সংখ্যা. ১০/২৬/৫০৫৯/ওটি/১০৭/২০২৬-২৭
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১১-০৯-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ পিএল. সংখ্যা. এবং পরিমাণঃ মেক-নর ব্রেমসে এর সিসিবি সিস্টেমের স্পেয়ার আইটেম সরবরাহের জন্যে (১৫৪ টি আইটেম থাকা ১ সেট), সংযুক্ত অনুলগ্নক অনুসারে। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস]। [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউবিএএম লিংকিং:]। আইটেম টাইপঃ গুডস (যোগান), (১) পরিমাণ- এসএসই/ডি/মেক/মালদা টাউন, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্য ১ সেট। পিএল. সংখ্যা. ৪২০৫০৫৬৮০০১৮।

ক্রমিক সংখ্যা. ৩। টেণ্ডার সংখ্যা. ৬১/২৫/৫৫২৪৩সি/ওটি/১০৮/২০২৬-২৭
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১১-০৯-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ পিএল. সংখ্যা. এবং পরিমাণঃ জিরো টো লোড ফাস্টেনিং সিস্টেম (জেডটিএলএফ): গার্ডার ব্রিজের উপরে (বি.জি.) এইচ-বিম স্লিপারে ৬০ কেজি রেলের জন্য ইনসুলেটেড জেডটিএলএফ, সম্পূর্ণ ফিটিংস সহিত, ইআরসি ছাড়া (ট্র্যাক সার্কিটযুক্ত এলাকার জন্য) (সেট ডকুমেন্টে উল্লেখিত স্পেসিফিকেশন, ড্রয়িং এবং আইটেমের বিস্তৃত তথ্য প্রযোজ্য হবে)। ড্রয়িং: (আরডিএসও) আরডিএসও/টি-৯৭৭৯ থেকে আরডিএসও/টি-৯৭৮৯ পর্যন্ত, এএলটি: নেই। স্পেসিফিকেশন: (আরডিএসও) জেডটিএলএফ সিস্টেমের জন্য স্পেসিফিকেশন, (আরডিএসও) টি-৫৫-২০২৫, সংশোধনী-০১ সেট ডকুমেন্ট: আরটি-৯৭৭৯ থেকে আরটি-৯৭৮৯ পর্যন্ত সেট ডকুমেন্ট [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস]। [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউবিএএম লিংকিং: আইটেমঃ ৩১০০৫১৫, জিরো টো লোড ফাস্টেনিং (জেডটিএলএফ) সিস্টেম], আইটেম টাইপ গুডস (যোগান), (১) পরিমাণ- এসই/পি.ওয়ে/টিডি/বঙ্গাইগাঁও, এনএফআর (অসম) এর জন্য ২০০০ সেট। পিএল. সংখ্যা. ৬০১১১৪৫৮০০৩।

ক্রমিক সংখ্যা. ৪। টেণ্ডার সংখ্যা. ১০/২৬/৫০৫৮/ওটি/১০৯/২০২৬-২৭
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৪-০৯-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ পিএল. সংখ্যা. এবং পরিমাণঃ ডব্লিউডিপি৪ডি এইচএইচপি লোকোমোটিভের জন্য নিকেল ক্যাডমিয়াম ব্যাটারি, ৬ভি, ১৫০এএইচ থেকে ডিএলডব্লিউএর পার্ট সংখ্যা. ১৭০৫১৪৭২ পর্যন্ত, ড্রয়িং সংখ্যা. ১০৬০৯৩৭৫ আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. এমপি.০.৫১.০১.০২ অনুসারে (আরইভি. ০২ অথবা অনন্তিম) জুন ২০০৯ (সংশোধনী-I) অথবা অনন্তিম (একটি সেটে ১০টি থাকা) [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস]। [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউবিএএম লিংকিং: আইটেমঃ ২১০০০৯৪, ব্যাটারি (এনআই-সিডি)], আইটেম টাইপ গুডস (যোগান), (১) পরিমাণ- এসএসই/ডি/শিলিগুড়ি জংশন, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্য ৫ সেট। পিএল. সংখ্যা. ৫০৯০৪০৬৫৬৪৩০।

নোটঃ টেণ্ডার নোটিস এবং টেণ্ডার প্র-পত্রের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্যে টেণ্ডারকর্তাগণ (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগ অন করতে পারবেন। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণ যারা উপরোক্ত টেণ্ডারে অংশগ্রহণ করতে চায়, যদি উনারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে পঞ্জীয়নভুক্ত হয়, তাহলে উনারা উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ অন করতে হবে এবং ইলেক্ট্রনিক্যালি ওনাদের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। যদি উনারা আইআরইপিএসে পঞ্জীয়ন করে নেই, তাহলে ভারত সরকারের আইটি য়্যাক্ট ২০০০ এর অধীনে অনুমোদিত এজেন্সী থেকে ক্লাস-III ডিজিট্যাল সিগনেচার প্রাপ্ত করার জন্যে এবং উপরোক্ত টেণ্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্যে উনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হল।

পিসিএমএম, মালিগাওঁ
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতি মনীষা দত্ত, স্বামী- সঞ্জয় দত্ত, সাং-১৬/১. ভট্টনগর,পোস্ট- ভট্টনগর, থানা- লিলুয়া, জেলা- হাওড়া-৭১১২০৩,অদ্য ইংরাজি ১৪/০৫/২০২৬ তারিখে আলিপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ডি.এস.আর-৩, রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত বিয়িং নং- ১৬০৩ ০৮২৪৫, বুক নং- ১,ভল্যুম নং- ১৬০৩-২০২৬,পাতা নং-২২৯০৩৬ হইতে ২২৯০৫০ আমোক্তারনামা দলিল দ্বারা শ্রীমতি গীতা পাল, স্বামী সমীর রঞ্জন পাল মহাশয়ার নিকট হইতে আমোক্তার গ্রহণ করেন। মৌজা-লিলুয়া,জে.এল. নং-১২,হাল দাগ নং-৯৬,হাল খতিয়ান নং-৩৪০৬,মোট ৩০০০ বর্গফুট= ০.০৬৮৮ একর ডাঙ্গা জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে দাতার কোন আপত্তি থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে তিনি বালি জগাছা বি.এল.এন্ড এল. আর ও অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী সঞ্জয় দত্ত পিতা ৺মনোরঞ্জন দত্ত ভৌমিক, সাং-১৬/১, ভট্টনগর, পোস্ট- ভট্টনগর, থানা-লিলুয়া, জেলা হাওড়া-৭১১২০৩, অদ্য ইংরাজি ২৩/০২/২০২৪ তারিখে আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ডি.এস.আর-৪, রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত বিয়িং নং-১৬০৪০৩১৮৭, বুক নং-১, ভল্যুম নং-১৬০৪-২০২৪ পাতা নং-৯০৯০১ হইতে ৯০৯১৬ আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা শ্রী রঞ্জিত কুমার মিত্র, পিতা- কৃষ্ণ চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নিকট হইতে আমোক্তার গ্রহণ করেন। মৌজা-লিলুয়া, জে.এল.নং-১২, হাল দাগ নং ৯৬, হাল খতিয়ান নং-৩৪০৬, মোট ৩০০০ বর্গফুট= ০.০৬৮৮ একর ডাঙ্গা জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে দাতার কোন আপত্তি থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে তিনি বালি জগাছা বি. এল. এন্ড. এল. আর.ও অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এনআইটি/০২/২৬/৪২, তারিখঃ ১৭.০৮.২০২৬। "প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার", পূর্ব রেলওয়ে, ফেয়ারলি প্লেস, ৩য় তল, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১, নিম্নলিখিত আইটেম সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ (ক) ক্রমিক নং.; টেন্ডার নং.; বিবরণ; ইএমডিঃ (১); ১৯২৬৫০২৪; ব্যাটারি স্টোরেজ ইউনিট ইত্যাদি; ১৩৫৯৪০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখঃ ২১.০৯.২০২৬, সময়ঃ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (২); ১০২৬২৫৮২; ডব্লুএপি৭/ডব্লুএজি৯-এর জন্য স্যান্ড ইজেক্টর; ১০৪৭৬০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখঃ ২৯.০৯.২০২৬, সময়ঃ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৩); ১০২৬৫০১২; হিতাচী ট্র্যাকশন মোটর টাইপের জন্য সাসপেনশন টিউব এবং এটির অ্যাসেম্বলী কম্পোনেন্টের সেট ইত্যাদি; ১০৭৭৪০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখঃ ০৯.০৯.২০২৬, সময়ঃ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৪); ০৫২৬১২৫১; হাই পারফরম্যান্স অ্যান্টি-করোশন ইপক্সি কোটিংয়ের প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ২৮৬০৩০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখঃ ০৭.০৯.২০২৬, সময়ঃ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৫); ১০২৬২৩৫৫এ; ট্রেন বিইউএস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (জেডবিভি প্রসেসর) ইত্যাদি; ১৩০২৮০ টাকা। (৬); ১০২৬১৭১১; কম্যুটেটরের জন্য কন্ট্যাক্ট সেগমেন্ট অ্যাসেম্বলী; ০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখঃ ১৫.০৯.২০২৬, সময়ঃ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং. ৫ ও ৬-এর জন্য)। (৭); ১০২৬২৫৪৯; স্যান্ডিং অ্যারেঞ্জমেন্টের সেট; ১০৩০১০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখঃ ১০.০৯.২০২৬, সময়ঃ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৮); ১৫২৬৫০৯০; ইলেকট্রিক ওভারহেড ট্র্যাভেলিং ক্রেন ৪০ টন সরবরাহ, স্থাপন ও চালুকরণ ইত্যাদি; ৩৫৬০০০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখঃ ০৮.০৯.২০২৬, সময়ঃ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৯); ১০২৬৫০০৩; কমপ্লিট স্টেটর অ্যাসেম্বলী ইত্যাদি; ১৩৩৬৫০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখঃ ১৪.০৯.২০২৬, সময়ঃ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১০); ২০২৬৩২৫৭; প্রাইমারী আউটার স্প্রিং; ১০৭৬২০ টাকা। (১১); ২০২৬১৪৭৯; ব্রেক বীম ইনার (কমপ্লিট); ১৬২৪১০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখঃ ১০.০৯.২০২৬, সময়ঃ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং. ১০ ও ১১-এর জন্য)। (১২); ২০২৬১৪৯২; এয়ার স্প্রিং সাসপেনশন অ্যারেঞ্জমেন্টের সাথে যুক্ত ২০টন অ্যাক্সল বোগীর জন্য ব্রেক বীম ইনার; ৩১০৭০০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখঃ ০৪.০৯.২০২৬, সময়ঃ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১৩); ০১২৬১০১৭এ; ডেকরেটিভ থার্মোসেটিং সিন্থেটিক রেজিন ইত্যাদি; ১৩২৬৮৮০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখঃ ০২.০৯.২০২৬, সময়ঃ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১৪); ১৪২৬৫০৫৭; স্পেসি. নং. আরডিএসও/এসপিএন/টিসি/১০৭/২০১৮ ভার. ২.১, ক্রমিক নং. ২.৩ (বি) এবং ক্লজ নং. ৫ (বি) অনুযায়ী কিপ্যাড ব্যতীত এবং ডিসপ্লে ব্যতীত ৫ ওয়াট ভিএইচএফ ডিজিটাল ওয়াকিটকি সেটের প্রাপ্যতা। প্রতি সেটে থাকবেঃ (১) কমপ্যাটিবল ব্যাটারি সহ ১টি (একটি) ভিএইচএফ সেট, একটি ব্যাটারি চার্জার, একটি অ্যান্টেনা এবং একটি উপযুক্ত বেল্ট ক্লিপ, কমপ্লিট বক্স প্যাকিংয়ে (২) স্পেসি. নং. আরডিএসও/এসপিএন/টিসি/১০৭/২০১৮, ভার. ২.১ অনুযায়ী ভিএইচএফ সেটের জন্য কমপ্যাটিবল একটি (০১টি) স্পেয়ার ব্যাটারি। ব্যাটারির টাইপ হতে হবে লিথিয়ন ব্যাটারি, আইপি৬৭; ১১৭৩০৬০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখঃ ১০.০৯.২০২৬, সময়ঃ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১৫); ১৪২৬১১৪২; ইলেকট্রিক পয়েন্ট মেশিন আইআরএস টাইপ ইত্যাদি; ৩১৬৫৬০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখঃ ১৫.০৯.২০২৬, সময়ঃ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১৬); ০৫২৬১১৯৪; আরডিএসও স্পেসি. নং. এমঅ্যান্ডসি/এনডিটি/১০৫/২০০১ (ভিজিবিলিটিঃ টাইপ II) অনুযায়ী ভিজিবল ডাই পেনিট্র্যান্ট কিটের প্রাপ্যত। এতে থাকবে তিনটি আইটেমঃ (ক) রেড ভিজিবল ডাই পেনিট্র্যান্ট, ভিজিবিলিটিঃ টাইপ II এবং ওয়াশেবিলিটি মেথড-সি (সলভেন্ট রিমুভাল)-০১টি ক্যান (খ) নন-হ্যালোজেনেটেড (ক্লাস-২) সলভেন্ট রিমুভার অ্যান্ড ক্লিনার-০২টি ক্যান, (গ) নন-অ্যাকোয়াস ওয়েট ডেভেলপার (ফর্ম-ডি)-০৩টি ক্যান। প্রতিটি ৪০০ মিলি কনটেন্ট সমন্বিত প্রতিটি ৫২৫ মিলি ক্যাপাসিটির এয়ারোসোল ক্যানে সরবরাহ করতে হবে। শেলফ্ লাইফঃ নর্মাল এনভায়রণমেন্টাল কন্ডিশনে ১২ থেকে ১৮ মাস; ৩০৭৭৪০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখঃ ১১.০৯.২০২৬, সময়ঃ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১৭); ১০২৬১৬০৯; এমভিএমটি-র জন্য ইম্পেলার; ১০৯৮০০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখঃ ০৭.০৯.২০২৬, সময়ঃ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১৮); ২১২৬১০৬১; মার্ক-৫০ হাই ক্যাপাসিটি ড্রাফ্ট্ গিয়ারের জন্য পিওএইচ কিট নং. ২ ইত্যাদি; ২৮৩১৬০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখঃ ৩০.০৯.২০২৬, সময়ঃ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১৯); ২১২৬৫০৩৫; আপগ্রেডেড হাই ক্যাপাসিটি ড্রাফ্ট গিয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট ইত্যাদি; ১০৮২৫৪০ টাকা। (২০); ২১২৬৫০৩০; বিভিসিএম-এর জন্য ফ্রিকশন ড্যাম্পিং অ্যারেঞ্জমেন্ট সহ মডিফায়েড ক্যাসনাব ২২ এইচএস কাস্ট স্টিল বোগীর প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ২০০০০০০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখঃ ১১.০৯.২০২৬, সময়ঃ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং. ১৯ ও ২০-এর জন্য)। (২১); ২১২৬৫০১৬; বিভিসিএম-এর জন্য আপগ্রেডেড হাই টেনসিল সেন্টার বাফার কাপলার ইত্যাদি; ২০০০০০০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখঃ ১০.০৯.২০২৬, সময়ঃ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (২২); ১১২৬১৭৭৭; ফ্রেশ ওয়াটার টিএ; ৩১৩৯৮০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখঃ ০৮.০৯.২০২৬, সময়ঃ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (২৩); ২০২৬১০১৬; এম/কোচের এ/বক্স গাইড অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য গাইড বুশ; ১২৬৯৫০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখঃ ২১.০৯.২০২৬, সময়ঃ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (২৪); ২০২৬০০০২এ; ইএমইউ ট্রেলার কোচের জন্য বোগী ফ্রেম অ্যারেঞ্জমেন্ট; ০ টাকা। (২৫); ২০২৬১১৫৩; ইএমইউ-এর জন্য ট্যাপ চেঞ্জার ইপি কন্ট্যাক্টরের সিলিন্ডার (টি১-টি৯); ১১০৯৭০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখঃ ১৬.০৯.২০২৬, সময়ঃ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং. ২৪ ও ২৫-এর জন্য)। (২৬); ২০২৬৫০৪০; কোচ জাম্পার কেবল অ্যাসেম্বলী সহ ইন্টার-ভেহিকুলার কাপলার (পাওয়ার অ্যান্ড কন্ট্রোল); ১৮৫০৪০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখঃ ১৫.০৯.২০২৬, সময়ঃ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (২৭); ২০২৬১৮৭৫; ইএমইউ-এর জন্য ৪'' সিংগল এয়ার প্রেসার গেজ (ফ্লাশ মাউন্টেড) (এমআর) (০-১০ কেজি /বর্গ সেমি); ২১৩৭৬০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখঃ ১৬.০৯.২০২৬, সময়ঃ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (২৮); ১২২৬_এলসি_ফিটিং_৪৯১৬; ফিটিংস সহ আরডিএসও ড্রয়িং নং. টি-৪৯১৬ অনুযায়ী ৬০ কেজির জন্য পিএসসি স্লিপার বিজি-র উপর লেভেল ক্রসিং ফিটিংসের প্রাপ্যতা; ৪৬৯৪৫০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখঃ ০৮.০৯.২০২৬, সময়ঃ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (২৯); ১২২৬_ইএনডি_সিইউটি_এইচভিএন; বিভিন্ন এন্ড কাট কম্বিনেশন হাই ভিসকাস নাইলন (এইচভিএন-৬৬) ইনস্যুলেটিং লাইনার প্রস্তুতকরণ এবং সরবরাহের জন্য রানিং চুক্তি; ৫৭৭০৫০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখঃ ২৮.০৮.২০২৬, সময়ঃ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৩০); ১২২৬-গ্লুড_২৫৭২; আরডিএসও ড্রয়িং নং. টি-২৫৭২ অনুযায়ী ৬০ কেজি গ্লুড ইনস্যুলেটেড রেল জয়েন্ট (জি-৩) (এল) টাইপ প্রস্তুতকরণ এবং সরবরাহের জন্য রানিং চুক্তি; ৫০০০০০০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখঃ ০৩.০৯.২০২৬, সময়ঃ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৩১); ১২২৬১০১২; আরডিএসও ড্রয়িং নং. টি-৮৮২২ অনুযায়ী থিক ওয়েব স্যুইচ এক্সপানশন জয়েন্ট (টিডব্লুএসইজে) প্রস্তুতকরণ এবং সরবরাহের জন্য ১ বছর আরজিসি; ২০০০০০০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখঃ ২৮.০৮.২০২৬, সময়ঃ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৩২); ২২২৬১৩৭৬; ইঞ্জে. বেনর‍্যালিজুমাব ৩০ মিগ্রা/১ মিলি [রেলওয়ে বোর্ডের প্রস্তুতকারী সংস্থার অনুমোদিত পণ্য তালিকায় পণ্যটি পাওয়া যাবে]; ২২৩৯৩০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখঃ ২৫.০৮.২০২৬, সময়ঃ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৩৩); ১২২৬১০৩০এ; আরডিএসও ড্রয়িং নং. টি-৫৯১৯ অনুযায়ী ইলাস্টিক রেল ক্লিপ এমকে-V প্রস্তুতকরণ এবং সরবরাহের জন্য রানিং চুক্তি; ৫০০০০০০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখঃ ০৩.০৯.২০২৬, সময়ঃ দুপুর ১.৩০ মিনিট। টেন্ডার মূল্যঃ ০ টাকা (ক্রমিক নং ১ থেকে ৩৩-এর জন্য)। (খ) ক্রমিক নং.ঃ ১, টেন্ডার নং.ঃ ৫২২৬৬৮৭২, সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ সিলেক্টিভ প্যালেট র‍্যাকিং সিস্টেম। টেন্ডার বন্ধের তারিখঃ ১০.০৯.২০২৬। অনুমিত টেন্ডার মূল্যঃ ৫৬,৪৩,৬১০ টাকা। ক্রমিক নং.ঃ ২, টেন্ডার নং.ঃ ৫২২৬৭১০৭, সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ রেফ্রিজারেটিং ইউনিট। টেন্ডার বন্ধের তারিখঃ ১০.০৯.২০২৬। অনুমিত টেন্ডার মূল্যঃ ৬৭,২৩,০৫৫ টাকা। ক্রমিক নং.ঃ ৩, টেন্ডার নং.ঃ ৫২২৬৭১০৬, সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এলএইচবি কোচের জন্য হট কেস। টেন্ডার বন্ধের তারিখঃ ১৪.০৯.২০২৬। অনুমিত টেন্ডার মূল্যঃ ৭১,০৪,৪৪০ টাকা।

দ্রষ্টব্যঃ উপরে উল্লিখিত টেন্ডারগুলি হল ই-টেন্ডার এবং আইআরইপিএস ওয়েবসাইট https://www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরে উল্লিখিত টেন্ডার এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন। STORES-29/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

যোগীঘোপা মাল্টি-মোডাল লজিস্টিকস পার্কের রেল সংযোগ পূর্বোত্তর অঞ্চলের সাথে বিশ্ব বাণিজ্যের সম্ভবনাকে শক্তিশালী করবে

মালিগাঁও, ১৮ আগস্ট ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল অসমে মাল্টি-মোডাল লজিস্টিকস পার্ক (এমএমএলপি) জিসিটি সাইডিং-এর সাথে যোগীঘোপা রেলওয়ে স্টেশন ইয়ার্ডকে সংযুক্তকারী রেললাইন বসানোর কাজ সম্পন্ন করেছে

যা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পণ্য পরিবহন লজিস্টিকস এবং মাল্টিমোডাল সংযোগ শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। নন-ইন্টারলকিং- এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে, যার ফলে এমএমএলপি থেকে আসা-যাওয়া করা মালবাহী ট্রেনগুলির জন্য জাতীয় রেলওয়ে নেটওয়ার্কে সরাসরি প্রবেশের পথ সুগম হয়েছে। সম্পন্ন হওয়া সংযোগ ব্যবস্থার মধ্যে যোগীঘোপা স্টেশনের ১ ও ২ নম্বর লাইন থেকে এমএমএলপি জিসিটির দিকে সংযোগকারী লিংক রয়েছে, যা পণ্য পরিবহনের প্রক্রিয়াকে আরও সহজ ও দক্ষ করে তুলেছে। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে কৌশলগতভাবে অবস্থিত যোগীঘোপা এমএমএলপি হলো অসমের প্রথম মাল্টি- মোডাল লজিস্টিকস পার্ক। এটি সড়ক, রেল, আকাশপথ ও জলপথকে সংযোগ করে, যাতে পণ্য পরিবহন সহজ হয় এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে এই অঞ্চলের সংযোগ মজবুত করা যায়। নতুন রেল সংযোগ ব্যবস্থা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি প্রধান লজিস্টিকস এবং লজিস্টিকস হাব হিসেবে যোগীঘোপা এমএমএলপির সম্ভাবনাকে আরও বৃদ্ধি করবে। এর ফলে সরবরাহ শৃঙ্খল আরও কার্যকর হবে এবং ভারত ও প্রতিবেশী দেশগুলির বাজারে পণ্য পরিবহন সহজতর হবে। এর কৌশলগত অবস্থান ভুটান ও অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের সাথে বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক সংযোগ মজবুত করার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা তৈরি করে। এমএমএলপি গুদাম, রেলওয়ে সাইডিং, কোল্ড স্টোরেজ, কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স হাউস, ইয়ার্ড সুবিধা, ওয়ার্কশপ, পেট্রোল পাম্প এবং ট্রাক পার্কিংয়ের মতো আধুনিক লজিস্টিক ইত্যাদি সুবিধার সাথে সজ্জিত, যা কার্গোর সমন্বিত হ্যান্ডলিং, সংরক্ষণ ও পরিবহনে সহায়তা করে। উন্নত রেল সংযোগ ব্যবস্থার ফলে পণ্য পরিবহনের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করবে, যার ফলে বাণিজ্য, উদ্যোগ ও লজিস্টিকস সেক্টরে উল্লেখযোগ্য সুফল বয়ে আনবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আঞ্চলিক সংযোগের জন্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি কৌশলগত প্রবেশদ্বার হিসেবে গড়ে ওঠার সম্ভাবনাকেও মজবুত করবে।

অন্যের নথিতে সিম তুলে সাইবার প্রতারকদের কাছে বিক্রি, গ্রেফতার ২

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ১৮ আগস্ট ঃ অন্যের নথি ব্যবহার করে তাঁদের অজান্তে সিম কার্ড তুলে তা সাইবার প্রতারকদের কাছে বিক্রির অভিযোগে গ্রেফতার হলেন একটি সিম কার্ড সংস্থার দুই ডিস্ট্রিবিউটার। ধৃতদের মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করে সাঁকরাইল থানার পুলিশ। বিচারক তাঁদের তিন দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের মধ্যে বছর তেত্রিশের খোকন দত্ত সাঁকরাইল থানার বহড়াদাড়ি গ্রামের বাসিন্দা। অপর ধৃত বছর আঠাশের মৃণালকান্তি দাস স্থানীয় কুবদা গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রের খবর, রাজ্য সাইবার অপরাধ দমন শাখার কাছ থেকে সাঁকরাইল থানায় অন্যের নথি ব্যবহার করে বেআইনিভাবে সিম কার্ড বিক্রির বিষয়ে তথ্য আসে। অভিযোগ, বিভিন্ন এজেন্টের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তিদের নথি সংগ্রহ করে তাঁদের অজান্তেই সেই নথিতে সিম কার্ড তোলা হত। পরে ওই সিম কার্ডগুলি সাইবার প্রতারণায় যুক্ত ব্যক্তিদের কাছে চড়া দামে বিক্রি করে দেওয়া হত। সেই সিম ব্যবহার করেই প্রতারণার জাল ছড়াত সাইবার অপরাধীরা। তথ্য পাওয়ার পর তদন্তে নামে সাঁকরাইল থানার পুলিশ। তদন্তে দুই ডিস্ট্রিবিউটারের নাম উঠে আসার পর তাঁদের গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের দাবি, ধৃতরা বিভিন্ন ব্যক্তির নথি সংগ্রহ করে তাঁদের অজান্তে সেই নথির ভিত্তিতে সিম কার্ড তুলতেন। পরে সেই সিমগুলি সাইবার প্রতারকদের হাতে তুলে দেওয়া হত। তদন্তে আরও জানা গেছে, যাঁদের নামে ওই সিম কার্ডগুলি নেওয়া হয়েছিল, তাঁদের অনেকেই বিষয়টি জানতেন না। এই ঘটনায় সিম সরবরাহের সঙ্গে যুক্ত এজেন্টদের ভূমিকা নিয়েও তদন্ত শুরু হয়েছে। এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না, কতগুলি সিম এ ভাবে তোলা হয়েছিল এবং সেগুলি সাইবার প্রতারণায় কোথায় ও কী ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে চক্রের আরও তথ্য জানার চেষ্টা চলছে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-২৮-২৬, তারিখঃ ১৪.০৮.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নং. ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-২৮-২৬-এর পরিপ্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ স্থান সহ কাজের নামঃ পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনের অধীনে টাকিপুর (টিকেপি) ও মোরগ্রাম (এমজিএই) স্টেশনের মধ্যে লোহাপুর (এলএপি) স্টেশনে এবং সাগরদীঘি (এসডিআই) ও গোসাঁইগ্রাম (জিএসজিবি) স্টেশনের মধ্যে বরালা (বিএএ) স্টেশনে আইবিএইচ-এর ব্যবস্থা সম্পর্কিত ২৫ কেভি ওএইচই কাজ। কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ ৪৪,৬১,৭৮৬.৭৫ টাকা। বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবেঃ ৮৯,২০০ টাকা। টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ শূন্য। কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ০৬(ছয়) মাস। প্রস্তাবের বৈধতাঃ ৬০ দিন। বিডিং শুরুর তারিখঃ ২৮.০৮.২০২৬। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ১১.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। টেন্ডার খোলাঃ টেন্ডার বন্ধের পরে যে কোনও সময় টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য টেন্ডারদাতারা www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে। HWH-279/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ডাংতল স্টেশনে ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ আরএনওয়াই-ইএল-টি-১৪-২০২৪-২৫-আরটি-৪; তারিখ ঃ ১৪-০৮-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম ঃ রঙিয়া ডিভিশনে:- ডাংতল পাওয়ার হাউসে ২টি ২.৫ এমভিএ ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপন এবং বিজি-III সেকশনে এলটি/এইচটি ওএইচ এবং সাব-স্টেশনগুলির প্রতিস্থাপনের কাজ। বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ ২,০৯,১৬,৪৫৭.৮২/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ৪,১৮,৩০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৭-০৯-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা হবে বন্ধের পরে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য সহ টেন্ডার নথি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনিয়র ডিইই/রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতি মনীষা দত্ত, স্বামী- সঞ্জয় দত্ত, সাং-১৬/১, ভট্টনগর, পোস্ট- ভট্টনগর, থানা-লিলুয়া, জেলা হাওড়া-৭১১২০৩, অদ্য ইংরাজি ০৩/০৪/২০২৫ তারিখে আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ডি.এস.আর-৩, রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত বিয়িং নং-১৬০৩০৬২৫২, বুক নং-১, ভল্যুম নং-১৬০৩-২০২৫ পাতা নং১৭৩৬০৮ হইতে ১৭৩৬২০, আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা শ্রীমতি জ্যোতি কণা দত্ত ওরফে জ্যোতিস্কনা দত্ত ভৌমিক, স্বামী ৺মনোরঞ্জন দত্ত ভৌমিক মহাশয়ার নিকট হইতে আমোক্তার গ্রহণ করেন। মৌজা-লিলুয়া, জে.এল.নং-১২, হাল দাগ নং ৯৬, হাল খতিয়ান নং-৩৪০৬, মোট ৩০০০ বর্গফুট= ০.০৬৮৮ একর ডাঙ্গা জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে দাতার কোন আপত্তি থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে তিনি বালি জগাছা বি.এল.এন্ড.এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Office of the Block Development Officer
Purbasthali-I Development Block
SRIRAMPUR, PURBA BARDHAMAN

NOTICE INVITING TENDER

1. e-Tender Reference No- P-I/60/2229/BDO/SSM(2026-27), Dated-14/08/2026
Tender ID: 2026_ZPHD_1038296_1_4 has been floated Construction of Girls toilet 4 nos. Deferent school Look for detail you may visit www.wbtenders.gov.in and office notice board.

Sd/-
B.D.O/E.O
Purbasthali-I Development Block/P.S
Srirampur, Purba Bardhaman

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নম্বরঃ জিইএম/২০২৬/বি/৭৯০৮৩৪৮, তারিখঃ ১২.০৮.২০২৬। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (এনভায়রণমেন্ট অ্যান্ড হাউজ কিপিং ম্যানেজমেন্ট)/হাওড়া, হাওড়া-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন টেন্ডার ভিত্তিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ বিড বিবরণঃ আইটেম ক্যাটেগরিঃ মাসিক ভিত্তিতে ক্যাব এবং ট্যাক্সি ভাড়ার পরিষেবা- এসইউভি; ৩০০০ কিমি x ৩৬৪ ঘন্টা; স্থানীয় ২৪*৭। ভারতীয় টাকায় অনুমিত বিড মূল্য (সকল কর সহ)ঃ ১৯,৫৮,৩২৪ টাকা। ইএমডি বিবরণঃ অ্যাডভাইজরি ব্যাঙ্কঃ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। ইএমডি রাশিঃ ৩৯,১৬৭ টাকা। ইপিবিজি বিবরণঃ অ্যাডভাইজরি ব্যাঙ্কঃ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। ইপিবিজি শতকরা (%)ঃ ৫.০০। ইপিবিজি-র জন্য প্রয়োজনীয় সময়সীমা (মাস)ঃ ৩৮। চুক্তির সময়সীমাঃ ৩ বছর। বিড প্রস্তাব বৈধতা (বন্ধের তারিখ থেকে)ঃ ৬০ দিন। বিড বন্ধের তারিখ/সময়ঃ ২২.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। বিড খোলার তারিখ/সময়ঃ ২২.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিট। বিডদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক টার্নওভার (৩ বছরের জন্য)ঃ ৪০ লাখ টাকা। টার্নওভার যোগ্যতামানঃ জিইএম যাচাইকৃত টার্নওভার। একই/সমতুল পরিষেবার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ব অভিজ্ঞতার বছরঃ ৫ বছর। সমতুল পরিষেবার পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রয়োজনঃ হ্যাঁ। অভিজ্ঞতার বছর এবং টার্নওভারে এমএসই ছাড়ঃ না। অভিজ্ঞতার বছর এবং টার্নওভারে স্টার্টআপ ছাড়ঃ না। বিডে অংশগ্রহণকারী সকল বিডদাতাদের বিডদাতা কর্তৃক আপলোড করা নথিপত্র আপনি কি দেখাতে চান ঃ হ্যাঁ (টেন্ডার/বিড প্রক্রিয়ার সময় স্পষ্টীকরণ বা প্রতিনিধিত্বের অংশ হিসাবে জমা দেওয়া নথিপত্রাদি লগ ইন করার পরে অন্যান্য বিডদাতাদের কাছেও প্রদর্শিত হবে)। অটোমেটিক বিড এক্সটেনশন অকার্যকর করতে ন্যূনতম বিডের সংখ্যা প্রয়োজন ঃ ১। দিনের সংখ্যা যার জন্য বিডের অটোএক্সটেনশন হবে ঃ ৩। অটোএক্সটেনশনের গণনার সংখ্যা ঃ ১। বিড থেকে আরএ সক্রিয়ঃ না। আরসিএম প্রযোজ্যঃ হ্যাঁ। বিক্রেতার থেকে প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিতে হবেঃ অভিজ্ঞতার যোগ্যতামান, বিডদাতার টার্নওভার, সার্টিফিকেট (এটিসি-তে অনুরোধ করা হয়েছে), অতিরিক্ত নথিপত্র ১ (এটিসি-তে অনুরোধ করা হয়েছে), অতিরিক্ত নথিপত্র ২ (এটিসি-তে অনুরোধ করা হয়েছে)। * কোনও বিডদাতা অভিজ্ঞতা/টার্নওভার যোগ্যতায় ছাড় চাইলে সেক্ষেত্রে ছাড়ের জন্য তাঁর যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ সমর্থিত নথিপত্র ক্রেতা কর্তৃক মূল্যায়নের জন্য অবশ্যই আপলোড করতে হবে। বিডের ধরণঃ সিঙ্গল প্যাকেট বিড। মূল্যায়ণ পদ্ধতিঃ মোট মূল্য অনুযায়ী মূল্যায়ণ। দর বিন্যাস উল্লেখে আর্থিক নথিপত্র প্রয়োজনঃ হ্যাঁ। কারিগরী মূল্যায়ণ চলাকালীন কারিগরী স্পষ্টীকরণের জন্য অনুমোদিত সময়ঃ ২ দিন। অভিযোগ নিষ্পত্তির যোগাযোগ বিবরণ ঃ এইচওডি ইমেল আইডিঃ adrmadmn@er.railnet.gov.in, ক্রেতার ইমেল আইডিঃ diptesh.mandal94@gov.in HWH-282/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Dy. C.E (SWM-II), KMC** invites e-tender online item rate two bid system for following works :-

1. NIT No. : SWM-II/POOL/03/2026-27
Tender ID: 2026_KMC_1038452_1
Name of work **: Running maintenance with supply of spare parts for Scorpio S10 bearing Registration Nos.WB-02AG-2919 & WB-02AH-3903 under Pool Garage, SWM-II.** Estimated Amount **: Rs.1,85,622.00.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 6 Days.**

2. NIT No. : SWM-II/POOL/07/2026-27
Tender ID: 2026_KMC_1038432_1
Name of work **: Thorough Body Repairing, Painting and other allied works of Vehicle No.WB-03D-5232 (Tata LPT 1109, BS-IV) of Pool Garage under SWM-II.** Estimated Amount **: Rs.1,63,120.00.** Earnest Money **: Rs.3,500.00.** Period of Completion **: 6 Days.**

3. NIT No. : SWM-II/POOL/08/2026-27
Tender ID: 2026_KMC_1038444_1
Name of work **: Running maintenance with supply of spare parts for Bolero ZLX Power Plus Vehicles (WB-02AJ-3286 & WB-02AN-3349) under Pool Garage, SWM-II for the FY 2026-27.** Estimated Amount **: Rs.1,67,642.00.** Earnest Money **: Rs.3,500.00.** Period of Completion **: 6 Days.** Last date and time of submission of bid **: 29.08.2026 upto 1 p.m. (for Sl.No.1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **18.08.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.1 to 3).**

4. NIT No. : SWM-II/SSU/06/2026-27
Name of work **: Manufacturing, fitting & fixing of 04 nos. of Guide rail for James Long Pump House compactor sation (Br.-XVI, Ward-123) under SWM of KMC.** Estimated Amount **: Rs.1,67,350.00.** Earnest Money **: Rs.3,400.00.** Period of Completion **: 08 days.** Last date and time of submission of bid **: 24.08.2026 upto 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **15.08.2026 - 10 a.m.** The website **https://etender.wb.nic.in** or **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No.1 to 4).**

The **Executive Engineer (E), Lighting, Zone-V, Br-XIV, KMC** invites e-tender online percentage/item rate two bid systems for the following works :-

1. NIT No. : LTG/XIV/11/26-27/129 (1st Call)
Name of work **: Improvement of illumination by installing LED light fittings and allied electrical works at Pallysree MID Road and other different areas in Ward No.129.** Estimated Amount **: Rs.3,98,754.00.** Earnest Money **: Rs.8,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.**

2. NIT No. : LTG/XIV/14/26-27/129 (1st Call)
Name of work **: Supply of LED luminaries of the street lighting system under Ward-129.** Estimated Amount **: Rs.3,98,416.00.** Earnest Money **: Rs.8,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.**

3. NIT No. : LTG/XIV/08/26-27/127/MN (1st Call)
Name of work **: Preventive maintenance contract daily from 5 p.m. to 10 p.m. for street lighting system under Ward No.127, Br-XIV.** Estimated Amount **: Rs.3,46,531.00.** Earnest Money **: Rs.7,000.00.** Period of Completion **: 365 Days.** Last Date & Time of submission of Bid **: 27.08.2026 - 4 p.m. (for Sl.No. 1 to 3)** & Bid opening date for technical proposal **27.08.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.1 to 3).** The bid forms and other details are available on **18.08.2026 (for Sl.No.1 to 3)** from the website **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No.1 to 3).**

The **Director General (S&D), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following woks :-

1. NIT No. : KMC/DG(S_D)/KUD/P01/2026-27
Name of work **: Removal of SILT including floating materials of SUMP at Kudghat Pumping Station.** Estimated Cost **: Rs.1,52,022.54.** Earnest Money **: Rs.3,100.00.** Period of Completion **: 30 days.**

2. NIT No. : KMC/DG(S_D)/BURO/P02/2026-27
Name of work **: Removal of SILT including floating materials of SUMP at Buroshibtala Pumping Station.** Estimated Cost **: Rs.2,36,682.00.** Earnest Money **: Rs.4,800.00.** Period of Completion **: 40 days.** Bid submission start date (Online) **: 20.08.2026 at 2 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** Last Date and Time of submission of Bid (Online) **: 29.08.2026 at 2 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** Date of opening of Technical Bid (Online) **: 31.08.2026 at 2 p.m. (for Sl.No. 1 & 2).** The bid forms and other details will be available on and from **20.08.2026 at 2 p.m. (for Sl.No.1 & 2)** in the website **: https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 & 2).**

The **Director General (SWM), KMC** invites e-tender online percentage two bid systems for following works :-

1. NIT No. : SWM-II/Engagement/2026-27
Tender Id : 2026_KMC_1038561_2
Tender Title : SWM-II/SRC/Engage/2026-27
Name of work **: Engagement of Machineries for removal of Immersion waste during Durga Puja and other Puja Festivals from different ghats of River Hooghly and Pond within the Jurisdiction of Borough-II of KMC for the year 2026.** Estimated Amount **: Rs.4,65,452.00.** Earnest Money **: Rs.9,400.00.** Period of Completion **: 21 Days.**

2. NIT No. : SWM-II/Engagement/2026-27
Tender Id : 2026_KMC_1038561_3
Tender Title : SWM-II/DIST-III/Engage/2026-27
Name of work **: Engagement of Machineries for removal of Immersion waste during Durga Puja and other Puja Festivals from different ghats of Pond within the Jurisdiction of Borough-VII of KMC for the year 2026.** Estimated Amount **: Rs.1,43,216.00.** Earnest Money **: Rs.2,900.00.** Period of Completion **: 16 Days.**

3. NIT No. : SWM-II/Engagement/2026-27
Tender Id : 2026_KMC_1038561_4
Tender Title : SWM-II/DIST-IV/Engage/2026-27
Name of work **: Engagement of Machineries for removal of Immersion waste during Durga Puja and other Puja Festivals from different ghats of River Hooghly and Pond within the Jurisdiction of Borough-IX of KMC for the year 2026.** Estimated Amount **: Rs.3,62,515.50.** Earnest Money **: Rs.7,300.00.** Period of Completion **: 27 Days.**

4. NIT No. : SWM-II/Engagement/2026-27
Tender Id : 2026_KMC_1038561_6
Tender Title : SWM-II/JU/Engage/2026-27
Name of work **: Engagement of Machineries for removal of Immersion waste during Durga Puja and other Puja Festivals from different ghats of Pond within the Jurisdiction of Borough-XII of KMC for the year 2026.** Estimated Amount **: Rs.1,43,216.00.** Earnest Money **: Rs.2,900.00.** Period of Completion **: 8 Days.**

5. NIT No. : SWM-II/Engagement/2026-27
Tender Id : 2026_KMC_1038561_7
Tender Title : SWM-II/SSU/Engage/2026-27
Name of work **: Engagement of Machineries for removal of Immersion waste during Durga Puja and other Puja Festivals from different ghats of Pond within the Jurisdiction of Borough-XIII of KMC for the year 2026.** Estimated Amount **: Rs.4,83,354.00.** Earnest Money **: Rs.9,700.00.** Period of Completion **: 27 Days.** Last date and time of submission of bid **: 27.08.2026 upto 1 p.m. (for Sl.No.1 to 5).** The bid forms and other details are available on and from **18.08.2026 - 1 p.m. (for Sl.No. 1 to 5)** from the website **https://etender.wb.nic.in** or **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No.1 to 5).**

365 / 26-27

জর্ডনের চ্যাম্পিয়ন, ইরাকের হেভিওয়েট!

এশিয়ার ময়দানে ইস্টবেঙ্গলের তিন প্রতিপক্ষ কতটা শক্তিশালী?

নিজস্ব প্রতিবেদন

কুয়েতের আল-আরাবিকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে মূলপর্বে প্রবেশ। এবার শুরু আসল লড়াই। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর গ্রুপ ডি-তে ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি ইস্টবেঙ্গল। সামনে পশ্চিম এশিয়ার তিন হেভিওয়েট। জর্ডনের আল হুসেইন এসসি, ইরাকের আল শোরতা এসসি এবং ওমানের আল সিব-এই তিন ক্লাব। আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে ডাবল রাউন্ড-রবিন যুদ্ধ। নক-আউটে যেতে হলে কলকাতার শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাবকে পেরোতে হবে কৌশল ও শারীরিক সক্ষমতার কঠিন পরীক্ষা। কিন্তু সামনের তিন বিপক্ষ ঠিক কতটা শক্তিশালী? একনজরে দেখে নিন পরিসংখ্যান ও শক্তি-দুর্বলতার বিশ্লেষণ।

আল হুসেইন এসসি (জর্ডন): আম্মানের নবজাগরণ

টানা তিনবার জর্ডন প্রো লিগ চ্যাম্পিয়ন। ২০২৩ থেকে ২০২৬ পর্যন্ত ঘরোয়া লিগে একচ্ছত্র আধিপত্য আল হুসেইনের। জিতেছে জর্ডন এফএ কাপও। হাই-প্রেসিং এবং দ্রুত গতির ফুটবলে রীতিমতো বিপজ্জনক। ২৫/২৬ মরসুমে ৬২ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়া এই দলের রক্ষণে ফাঁকফোকর প্রায় নেই বললেই চলে। মাঝমাঠের দখল নিতে ওস্তাদ। দলের প্রধান অস্ত্র স্ট্রাইকার রিজক বানি হানি। বক্সের ভেতর ফিনিশিং তুখোড়। লিগ জেতানো গোলটিও এসেছিল তাঁরই পা থেকে। ইস্টবেঙ্গলের ডিফেন্ডারদের সামনে টানা আক্রমণ সামলানোই সবচেয়ে

বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে।

আল শোরতা এসসি (ইরাক): বাগদাদের হেভিওয়েট

ডাকনাম 'আল কিথারা' বা দ্য হার্প। গ্রুপে সম্ভবত সবচেয়ে ভয়ংকর প্রতিপক্ষ। ইরাক স্টার্স লিগে ২০২২ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত টানা চারবারের খেতাব জয়ী। আরব ক্লাব চ্যাম্পিয়ন্স কাপের সেমিফাইনালে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর আল-নাসেরের বিরুদ্ধে লড়েছিল এই ক্লাব। হেরেছিল মাত্র ১-০ ব্যবধানে, স্পটকিক থেকে। এদের মূল শক্তি শারীরিক গঠন এবং শূন্যে বল দখলের নিখুঁত দক্ষতা। সেট-পিস থেকে গোল করতে ওস্তাদ। দলে একাধিক ইরাকি জাতীয় দলের ফুটবলার রয়েছেন। নিজেদের ঘরের মাঠ আল-শোরতা স্টেডিয়ামে বিপক্ষকে প্রবল মানসিক চাপে ফেলে আয়োজকরা। লাল-হলুদ শিবিরকে শরীরী ফুটবলের ফাঁদ এড়িয়ে চলতে হবে।

আল সিব ক্লাব (ওমান): দেশীয় ফুটবলের জমাট রসায়ন

কোচ নিকোলা জুরোভিচের টিমের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, স্কোয়াডে কোনও বিদেশি খেলোয়াড় নেই। পুরোটাই দেশীয় প্রতিভাদের নিয়ে গড়া। টিমে রয়েছেন ওমান জাতীয় দলের আট জন ফুটবলার। অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার আহমেদ আল-খামিসি এবং মিডফিল্ডার জাহিদ আল-আঘবারির বোঝাপড়া নিখুঁত। মূলত ৪-৪-২ ব্লকে খেলে। প্রতিপক্ষকে আটকে রেখে বিপক্ষের ভুলের অপেক্ষায় থাকাটাই প্রধান কৌশল। আক্রমণে ভরসা স্ট্রাইকার আব্দুল আজিজ আল-মুকবালি এবং উইঙ্গার মারওয়ান মুবারক। এদের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে পয়েন্ট পাওয়ার সুযোগ সবচেয়ে বেশি। তবে রক্ষণের সামান্যতম বিচ্যুতিও বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে।

ইস্টবেঙ্গলের স্ট্র্যাটেজি কী হওয়া উচিত?

দেশের লিগের মতো খেললে চলবে না। ঘরের মাঠ যুবভারতীকে দুর্ভেদ্য দুর্গ বানানো সবচেয়ে জরুরি। পরের রাউন্ডে যেতে হলে সল্টলেক থেকে অন্তত ৭ থেকে ৯ পয়েন্ট তুলে নিতেই হবে। মাঝমাঠে মহম্মদ রশিদদের কাঁধে বাড়তি দায়িত্ব। আল হুসেইনের পাসিং লাইন কাটতে হবে। পাশাপাশি আল শোরতার শারীরিক সক্ষমতার সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দেওয়া চাই। আর আল সিবের জমাট রক্ষণের সামনে তাড়াহুড়ো করলে চলবে না। অযথা লং বল না খেলে, ধৈর্য ধরে আক্রমণে ফাটল ধরাতে হবে। তবেই মিলবে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য।

সুথারের ঘূর্ণিতেও ভারতের টেস্ট জয়ের পথে বাধা দুই অঙ্ক!

সংবাদ সংস্থা, গল, ১৮ আগস্টঃ বড় কোনও অঘটন না ঘটলে শ্রীলঙ্কায় টেস্ট জিততে সমস্যা হবে না ভারতের। চতুর্থ দিনেই তার সমস্ত লক্ষণ স্পষ্ট। ভারতের ৩৭২ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে রানে ৪ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছে তারা। প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করা সোনাল দিনুশা এখনও লড়ছেন। তবে মানব সুথারদের ঘূর্ণির সামনে কতক্ষণ লড়তে পারবেন, সেটাই প্রশ্ন। পঞ্চম দিনে বৃষ্টি না বাধ সাধলে ভারতের জয় পেতে বেশিক্ষণ লাগা উচিত নয়। প্রথম ইনিংসে ভারতের ৪৬২ রানের জবাবে শ্রীলঙ্কার ইনিংস গুটিয়ে গিয়েছে ২৮৪ রানে। তৃতীয় দিনের শেষে ১৭৮ রানের লিড থাকলেও বৃষ্টির জন্য আর মাঠে নামতে পারেনি ভারত। তবে দ্বিতীয় ইনিংসে শুভমান গিলরা বড় রান করতে পারেননি। ১৯৩ রানে অলআউট হয়ে গিয়েছে। যার মধ্যে একা পন্থেরই রান ৬৬। আর সেটাও করেছেন মাত্র ৬৯ বলে। অর্থাৎ পন্থ নিজের ঘরানাতেই দাপুটে ক্রিকেট খেলেছেন। এর মধ্যে টেস্টের ইতিহাসে সবচেয়ে কম ইনিংসে ১০০ ছক্কা হাঁকানোর নজিরও

গড়েছেন। দেবদত্ত পাড়িক্কল ৪৪ ও কেএল রাহুল ৩৫ রান করেন। তবে রান পাননি যশস্বী জয়সওয়াল (০), শুভমান গিল (৮), ধ্রুব জুরেল (৭)। মাঝে আরও একবার বৃষ্টির জন্য ম্যাচ কিছুক্ষণ বন্ধ থাকে। তবে টেলএন্ডারদের ব্যর্থতা এই টেস্টেও চিন্তায় রাখল। রবীন্দ্র জাদেজা ও মানব সুথার, দু'জনেই ৯ রানের বেশি করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত ১৯৩ রানে শেষ হয়ে যায় ভারতের ইনিংস। ৪ উইকেট তোলেন অসিথা ফার্নান্দো, ৩ উইকেট প্রভাত জয়সূর্যর। চতুর্থ দিনের শেষে ৩৭২ রানের বিরাট লক্ষ্য মাথায় নিয়ে ব্যাট করতে নামে শ্রীলঙ্কা। লড়াইটা নিঃসন্দেহে অসম। ঘূর্ণি পিচে জাদেজা, সুথার বা কুলদীপ যাদবের স্পিনের হাত থেকে বাঁচা কার্যত অসম্ভব। চতুর্থ দিনের শেষে ৪ উইকেট হারিয়ে তাদের রান ৮৪। এখনও ২৮৮ রান পিছিয়ে। পঞ্চম দিনে ভারতের জয়ে বাধা হতে পারেন শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক ধনঞ্জয় সিলভা (৩১) ও সোনাল দিনুশা (২৫)। আর বাধা বৃষ্টি। এই দুই অঙ্কই আপাতত কাঁটা ভারতের জন্য। তবে চতুর্থ দিনে বিতর্ক পিছু ছাড়ল না। মানব সুথারের বলে লাহিরু উদারার ক্যাচ ধরেন জুরেল। তবে স্লিপে যখন তিনি ক্যাচ ধরছেন, তখন বল আদৌ মাটিতে লেগেছে কি না, সেই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। বারবার রিপ্লে দেখেও সংশয় মেটেনি। অনেকের মতে, তা মাটিতে লেগেছিল। তবে শেষ পর্যন্ত আউটই দেন আম্পায়ার। যা নিয়ে বিতর্ক থেকেই যাচ্ছে।

ব্রাজিল ম্যাচের আগে সাজ সাজ রব কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ আগস্টঃ ৩ অক্টোবর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে ব্রাজিলের ম্যাচ ঘিরে এই মুহূর্তে সাজ সাজ রব। ইতিমধ্যেই ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে, আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত সহ বিভিন্ন সরকারি দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে ব্রাজিল ম্যাচ আয়োজনের মিটিং করেছেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতি অথবা শুক্রবার কলকাতায় আসতে পারেন ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশনের লোকজন। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন খতিয়ে দেখার পাশাপাশি ভিনিসিয়াস জুনিয়রদের প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড সহ শহরের কোন হোটেলে ফুটবলাররা থাকবেন, সব কিছু খতিয়ে দেখবেন ব্রাজিল কর্তারা। আমেরিকায় বিশ্বকাপ দেখার অভিজ্ঞতা থেকে কল্যাণ চৌবে মিটিংয়ে প্রস্তাব দেন, ম্যাচের দিন কম করে ১০ হাজার স্বেচ্ছাসেবী নিতে। যাঁদের কাজ হবে ম্যাচ দেখতে যুবভারতীতে আসা দর্শকদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করা। তবে ব্রাজিল-ভারত ম্যাচের টিকিটের দাম নিয়ে কোনওরকম আলোচনা এখনও পর্যন্ত হয়নি। আশা করা যাচ্ছে, ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশনের লোকজন যুবভারতীর পরিকাঠামো দেখে রিপোর্ট দেওয়ার পরেই টিকিটের দাম নিয়ে আলোচনায় বসবেন ফেডারেশন কর্তারা। ৩০ সেপ্টেম্বর রাতে কলকাতায় পা দেবেন ভিনিসিয়াস জুনিয়ররা। ১ এবং ২ অক্টোবর কলকাতায় প্র্যাকটিস করবে ব্রাজিল।

প্রথমার্ধে লিড, দ্বিতীয়ার্ধে আত্মসমর্পণ!

ইংল্যান্ডের কাছে হেরে হকি বিশ্বকাপে খাদের কিনারে ভারত

সংবাদ সংস্থা, আমস্টেলভিন, ১৮ আগস্টঃ শুরুটা আশা জাগিয়ে। শেষটা চরম হতাশায়। আমস্টেলভিনে হকি বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের কাছে বড় ধাক্কা খেল ভারত। প্রথমার্ধে ২-১ গোলে এগিয়ে গিয়েও শেষরক্ষা হল না। দ্বিতীয়ার্ধে ইংল্যান্ডের জোরালো প্রত্যাবর্তনে তাসের ঘরের মতো ভেঙে প৲ল রক্ষণ। ফল, ৪-২ গোলে হার। পুল ডি-র এই পরাজয়ের ফলে পরের রাউন্ডে যাওয়ার পথ বেজায় কঠিন। ১৯ আগস্ট চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মরণবাঁচন লড়াই। রাউন্ড টু-তে যেতে হলে সেই ম্যাচে জিততেই হবে। ড্র করলে রয়েছে ক্ষীণ সুযোগ। সে ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের বনাম ওয়েলস ম্যাচের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া গতি নেই। ম্যাচের প্রথম কোয়ার্টারে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। চূড়ান্ত হাই প্রেসিং হকি। নবম মিনিটে বড় ভুল করে

ফেলেন সুমিত। রাফ ট্যাকলের জেরে তাঁকে দেখানো হয় গ্রিন কার্ড। দু'মিনিটের জন্য দশ জনে পরিণত হয় ভারত। এই সুযোগে ভিডিও রিভিউর মাধ্যমে পেনাল্টি কর্নার আদায় করে ইংল্যান্ড। প্রথমে হাঁটুতে বল লাগার কথা বলা হলেও, রিভিউতে দেখা যায় ফিল রোপারের শট যুগরাজের হাঁটুর নিচে লেগেছে। প্রথম ধাক্কা সামলান মনপ্রীত সিং। দারুণ ব্লকে বাঁচান গোল। কিন্তু চাপ ধরে রাখে আয়োজকরা। স্টুয়ার্ট রাশমেয়ারের পাস থেকে নিখুঁত শটে ইংল্যান্ডকে ১-০ এগিয়ে দেন নিকোলাস বান্দুরাক। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে মরিয়া ভারত ভিডিও রিভিউর সাহায্যে ছিনিয়ে নেয় পেনাল্টি কর্নার। সুযোগ হাতছাড়া করেননি অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং। তাঁর বুলেট গতির ড্র্যাগ-ফ্লিকের ঠিকানা সোজা বিপক্ষের টপ কর্নার। স্কোর ১-১। এরপর দুরন্ত লিড। বাঁ-দিক দিয়ে হার্দিক সিং ও অভিষেকের দুরন্ত মুভমেন্ট। অভিষেকের পাস থেকে ফাঁকায় বল পেয়ে অনায়াসে ২-১ করেন দিলপ্রীত সিং। বিরতির পর আমূল বদল। ইংল্যান্ডের মুহুর্মুহু আক্রমণ। মাঝমাঠের দখল নেয় তারা। ৩৯ মিনিটে দুরন্ত ডিফ্লেকশনে ২-২ করেন রাশমেয়ার। রেফারিকে প্রতিবাদ করে ইংল্যান্ডের জ্যাক ওয়ালেস গ্রিন কার্ড দেখেন। দশ জন হয়ে যায় বিপক্ষ শিবির। কিন্তু সেই সংখ্যাধিক্যের সুযোগ কাজে লাগাতে পুরোপুরি ব্যর্থ ভারত। উলটে ৪৪ মিনিটে ফের পিছিয়ে পড়া। রাশমেয়ারের ফ্লিকে বল পান হেনরি ক্রফট। বিশ্বকাপে নিজের প্রথম গোলটি করে ইংল্যান্ডকে ৩-২ এগিয়ে দেন তিনি। শেষ কোয়ার্টারে সমতা ফেরানোর সুযোগ ছিল। কিন্তু অভাব নিখুঁত ফিনিশিংয়ের। হরমনপ্রীতের ড্র্যাগ-ফ্লিক ঠিকমতো ট্র্যাপ করতে ব্যর্থ সতীর্থরা। গোললাইন থেকে বিপন্মুক্ত করে ইংল্যান্ড। অন্যদিকে, অভিষেকের একটি এরিয়াল শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ডি-বক্সে ফাউলের আবেদনে মনদীপ সিংয়ের রিভিউ বাতিল হলে হতাশায় মেজাজ হারিয়ে হলুদ কার্ড দেখেন নীলকান্ত। ইচ্ছাকৃত ফাউলের কারণে পাঁচ মিনিটের জন্য ফের দশ জনে নেমে আসে ভারত। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে পরপর পেনাল্টি কর্নার জেতে ইংল্যান্ড। ফের সফল রিভিউ। বান্দুরাকের জোরালো শট সোজা জালে। নিজের জোড়া গোল পূর্ণ করার পাশাপাশি ভারতের কফিনে শেষ পেরেক পোঁতেন তিনি। স্কোরবোর্ডে ৪-২। শেষবেলায় আর ম্যাচে ফেরা হয়নি। রক্ষণের দুর্বলতা ও শৃঙ্খলার অভাব প্রকট। মাঠের মধ্যে ক্রমাগত কার্ড দেখার এই প্রবণতা ভুগিয়েছে ভারতকে। এখন নজর ১৯ তারিখের হাইভোল্টেজ পাকিস্তান ম্যাচে। ভুল সংশোধনের আর কোনও রাস্তা খোলা নেই।

ফিল্ডিংয়ের সময়ে গুরুতর চোট হাসপাতালে ভর্তি শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটার

সংবাদ সংস্থা, গল, ১৮ আগস্টঃ গলে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের চতুর্থ দিনে বিপাকে পড়েছে ভারত। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে শুবমান গিলের টিম। তবে বোলাররা কামব্যাক করলেও শ্রীলঙ্কার চিন্তা বেড়েছে অন্য এক ঘটনায়। ফিল্ডিং করতে গিয়ে গুরুতর চোট পেয়েছেন শ্রীলঙ্কার অভিজ্ঞ ক্রিকেটার দীনেশ চান্দিমাল। বাউন্ডারি বাঁচাতে গিয়ে ডাইভ দেওয়ার সময়ে অস্বাভাবিক ভাবে মাথা ও ঘাড়ে আঘাত পান তিনি। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসেন দলের ফিজিও ও মেডিক্যাল স্টাফরা। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে চান্দিমালকে। এখন কেমন আছেন তিনি? ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসের চতুর্থ ওভারে ঘটনাটি ঘটে। কেশরা নুয়াস্থার ফুল লেংথ একটি ডেলিভারি স্কোয়্যার লেগের দিকে সুইপ করেন কেএল রাহুল। বাউন্ডারি লাইনে বল আটকাতে গিয়ে দৌড়ে এসে ডাইভ দেন চন্দিমাল। কিন্তু বল থামানোর সময় তাঁর শরীর মাটিতে আটকে যায় এবং তিনি অস্বাভাবিকভাবে পড়ে যান। পড়ে যাওয়ার পরেই মাথা ও ঘাড়ের পিছনের অংশ চেপে ধরতে দেখা যায় তাঁকে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসেন শ্রীলঙ্কা দলের ফিজিও ও মেডিক্যাল স্টাফরা। প্রাথমিক চিকিৎসার পরে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে চান্দিমালকে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর জায়গায় পরিবর্ত ফিল্ডার হিসেবে আর এক ক্রিকেটারকে নামানো হয়। অভিজ্ঞ এই ক্রিকেটারের চোট নিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে মুখ খুলেছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড। একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'চতুর্থ দিনে ফিল্ডিংয়ের সময়ে বাউন্ডারি বাঁচানোর জন্য ডাইভ দেন দীনেশ চান্দিমাল। ডান কাঁধ ও ঘাড়ে চোট পেয়েছেন তিনি। মাঠেই দলের ফিজিও এবং চিকিৎসক তাঁকে পরীক্ষা করেন। স্ক্যানের জন্য তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। স্ক্যানের রিপোর্ট হাতে আসার পরই চান্দিমালের চোট কতটা গুরুতর, তা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে।' তবে এই ঘটনায় চিন্তা বে৷ছে শ্রীলঙ্কা দল ও ক্রিকেটপ্রেমীদের।

খেলরত্নের 'যোগ্য' কেউ নেই! অর্জুনে সম্মানিত ১৭ জন ক্রীড়াবিদ

সংবা সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্টঃ এবার কোনও ক্রীড়াবিদ মেজর ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন পুরস্কার পাচ্ছেন না। তবে অর্জুন পুরস্কার পাচ্ছেন ১৭ জন ক্রীড়াবিদ। এছাড়া জীবনকৃতি অর্জুন সম্মান পাচ্ছেন প্রাক্তন ফুটবলার অরুমাইনায়াগম। মঙ্গলবার ক্রীড়ামন্ত্রক থেকে ২০২৫-র পুরস্কার প্রাপকদের তালিকা প্রকাশ করেছে। সদ্য কমনওয়েলথ গেমসে ভারত উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে। সেই প্রতিযোগিতার অনেকেই অর্জুন সম্মান পাচ্ছেন। যেমন, ডেকাথলনে ব্রোঞ্জজয়ী তেজস্বীন শঙ্কর বা বক্সিংয়ে রুপোজয়ী নরেন্দ্র বেরওয়াল। দাবায় বিশ্বকাপজয়ী দিব্যা দেশমুখও আছেন এই তালিকায়। এছাড়াও রেগুলার ক্যাটেগরিতে পাচ্ছেন বিদিত গুজরাতি, মহম্মদ আজমল ভি, প্রিয়াঙ্কা গোস্বামী, তৃষা জলি, গায়েত্রী গোপিচাঁদ, রাজকুমার পাল, লালরেমসিয়ামি, ধনুষ শ্রীকান্ত, সুরজিৎ, পূজা, রুদ্রাংশ খান্ডেলওয়াল, একতা ভান, অরবিন্দ সিং, অখিল শেওরান। জীবনকৃতি 'অর্জুন পুরস্কার' পাচ্ছেন প্রাক্তন ফুটবলার অরুমাইনায়াগম। যিনি ১৯৬২ সালে ভারতের এশিয়ান গেমস জয়ী দলের সদস্য ছিলেন। ক্লাব ফুটবলে খেলেছেন মোহনবাগানের হয়ে। এছাড়া ভারতের মহিলা দলের কোচও ছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অরুণকুমার মিশ্রের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। লাইফটাইম ক্যাটেগরিতে শুধুমাত্র ৮৪ বছর বয়সি ফুটবলারই পুরস্কার পাচ্ছেন এবছর। এছাড়া দ্রোণাচার্য পুরস্কার পাচ্ছেন প্রবীর সিং, ছোটেলাল যাদব ও নেহা নন্দকুমার চবন। এই বিভাগে জীবনকৃতি পাচ্ছেন ধর্মেন্দ্র সিং যাদব ও বীরেন্দ্র কুমার। তবে কেউ খেলরত্ন পুরস্কার পাচ্ছেন না। ১৯৯১ থেকে চালু হওয়া এই পুরস্কারে ২০০৮ ও ২০১৪ সালেও কেউ পুরস্কার পাননি। এমনিতেও পুরস্কারের নাম ঘোষণায় অনেকটাই দেরি হয়েছে। চলতি বছরে এশিয়ান গেমসও আছে। মনে করা হচ্ছে, কমনওয়েলথ ও এশিয়াডের সাফল্যের নিরিখেই আগামী বছরের জন্য খেলরত্ন ঘোষণা করা হতে পারে।

ইনফান্তিনোর পুনর্নির্বাচনের প্রচেষ্টা রুখতে ফিফাকে অনুরোধ মানবাধিকার সংস্থার

জিয়ান্নি ইনফান্তিনোকে সভাপতি হিসেবে আরেক মেয়াদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অযোগ্য ঘোষণা করতে ফিফাকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ করেছে ফেয়ারস্কয়ার নামক একটি মানবাধিকার সংস্থা। অলাভজনক এই সংস্থার যুক্তি, ইনফান্তিনোকে চতুর্থবারের মতো নির্বাচনে দাঁড়ানোর অনুমতি দেওয়াটা সভাপতির মেয়াদসীমা সংক্রান্ত ফিফার বিধিমালার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

নিজস্ব প্রতিবেদন

ফিফার 'গভর্নেন্স অডিট অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স' কমিটির কাছে একটি আনুষ্ঠানিক চিঠি দিয়েছে ফেয়ারস্কয়ার, যেখানে আগামী বছরের সভাপতি নির্বাচনের জন্য ইনফান্তিনোকে অযোগ্য ঘোষণা করার আহ্বান জানানো হযেছে। ৫৬ বছর বয়সী এই ব্যক্তিই এখন পর্যন্ত একমাত্র প্রার্থী, যিনি নির্বাচনে দাঁড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। পুনর্নির্বাচিত হলে, ইনফান্তিনো চতুর্থবারের মতো সভাপতি নির্বাচিত হবেন এবং ২০৩১ সাল পর্যন্ত এই পদে থাকবেন। তবে ফেয়ারস্কয়ার জোর দিয়ে বলেছে, ফিফার নিয়ম অনুযায়ী তিনি ইতিমধ্যেই তার তৃতীয় ও চূড়ান্ত মেয়াদ পূর্ণ করছেন। ফিফা সভাপতিরা সর্বোচ্চ তিনটি মেয়াদে দায়িত্ব পালন করতে পারেন। দুর্নীতির অভিযোগে সেপ ব্লাটারের পদত্যাগের পর ২০১৬ সালে ইনফান্তিনো দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২০২২ সালে ফিফার কাউন্সিল এই মর্মে সম্মত হয়েছিল যে, তার প্রথম তিন বছর তিন মেয়াদের সীমার মধ্যে গণনা করা হবে না, কারণ তিনি ব্লাটারের অসমাপ্ত মেয়াদ পূর্ণ করছিলেন। 'দ্য অ্যাথলেটিক'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১৩ আগস্ট পাঠানো একটি চিঠিতে ফেয়ারস্কয়ার পর্যালোচনা কমিটিকে ওই সিদ্ধান্ত বাতিল করার অনুরোধ জানিয়েছে। ''আমরা এই অনুরোধ জানাতে লিখছি যে, যেহেতু জনাব ইনফান্তিনো ইতিমধ্যে তার তৃতীয় ও চূড়ান্ত মেয়াদ পূর্ণ করছেন, তাই তাকে ফিফা প্রেসিডেন্ট পদে পুনরায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য অযোগ্য ঘোষণা করুন। তার প্রথম মেয়াদকে বাতিল করার বিষয়ে গভর্নেন্স, অডিট অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স কমিটির পূর্বের

সিদ্ধান্তটি প্রেসিডেন্টের মেয়াদসীমা সংক্রান্ত ফিফার বিধিবিধানের মূল উদ্দেশ্য ও মর্মের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। ২০২২ সালের ১৬ ডিসেম্বর, কাতারের দোহায় ফিফা কাউন্সিল একটি বৈঠক করে, এরপর ফিফা একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে, যেখানে এই সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করা হঃ 'ফিফা কাউন্সিল সর্বসম্মতিক্রমে গভর্নেন্স, অডিট অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স কমিটির মতামতের সঙ্গে একমত হয়েছে যে, ২০১৬ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যবর্তী সময়কাল বর্তমান ফিফা প্রেসিডেন্টের কার্যকাল হিসেবে গণ্য হবে না। ফলে তিনি তার প্রথম মেয়াদ শেষ করতে চলেছেন।'' ফেয়ারস্কয়ার উল্লেখ করেছে যে, ২০২২ সালের ওই রায়ের পর গভর্নেন্স, অডিট অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স কমিটির নেতৃত্বে পরিবর্তন এসেছে। তারা মনে করে, বর্তমান পর্যালোচনা কমিটির সদস্যদের অবশ্যই স্বাধীনভাবে পরিস্থিতি পুনর্মূল্যায়ন করা উচিত। ফেয়ারস্কয়ারের পরিচালক নিকোলাস ম্যাকগিহান রয়টার্সকে বলেছেন, ''আমরা যে অভিযোগ দায়ের করেছি, তা থেকে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এটি নিয়মের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন এবং এটি খুবই বিপজ্জনক নজির স্থাপন করে। নিয়মাবলীতে স্পষ্টভাবে বলা আছে যে, সভাপতির পদে সর্বোচ্চ তিনটি মেয়াদ অনুমোদিত। ফিফা তার প্রথম মেয়াদকে গণনায় না এনে, সভাপতির ক্ষমতার ওপর নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করা এই নিয়মটিকে কোনোভাবেই পাশ কাটিয়ে যেতে পারে না।'' আগামী বছরের ১৮ মার্চ মরক্কোতে ফিফা কংগ্রেসে সভাপতি পদে ভোট হওয়ার কথা রয়েছে। তার আগে গত কিছুদিন ধরে প্রবল চাপের মুখে আছেন ইনফান্তিনো। গত সপ্তাহে তিনটি কনফেডারেশন-উয়েফা, এএফসি এবং কনক্যাকাফ-তার নেতৃত্ব পর্যালোচনার আহ্বান জানিয়েছে এবং বিশ্বকাপ ও অন্যান্য ফিফা প্রতিযোগিতায় বাইরের বিনিয়োগ আনার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় তার আচরণের সমালোচনা করেছে। পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত সূত্রের বরাতে রয়টার্স লিখেছে, ওই তিনটি কনফেডারেশন ফেয়ারস্কয়ারের চিঠিটিকে ইনফান্তিনোর জন্য মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে পদত্যাগ করার একটি সুযোগ হিসেবে দেখছে। বেশ কয়েকটি জাতীয় দলের ফুটবল সংস্থাও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং ইনফান্তিনোর প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছে। স্কটিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান নির্বাহী ইয়ান ম্যাক্সওয়েল সোমবার বিবিসিকে বলেছেন, তার ফেডারেশন ইনফান্তিনোর পুনর্নির্বাচনকে সমর্থন করবে না। যদিও আফ্রিকান ও দক্ষিণ আমেরিকান কনফেডারেশনের সমর্থন ধরে রেখেছেন ইনফান্তিনো।

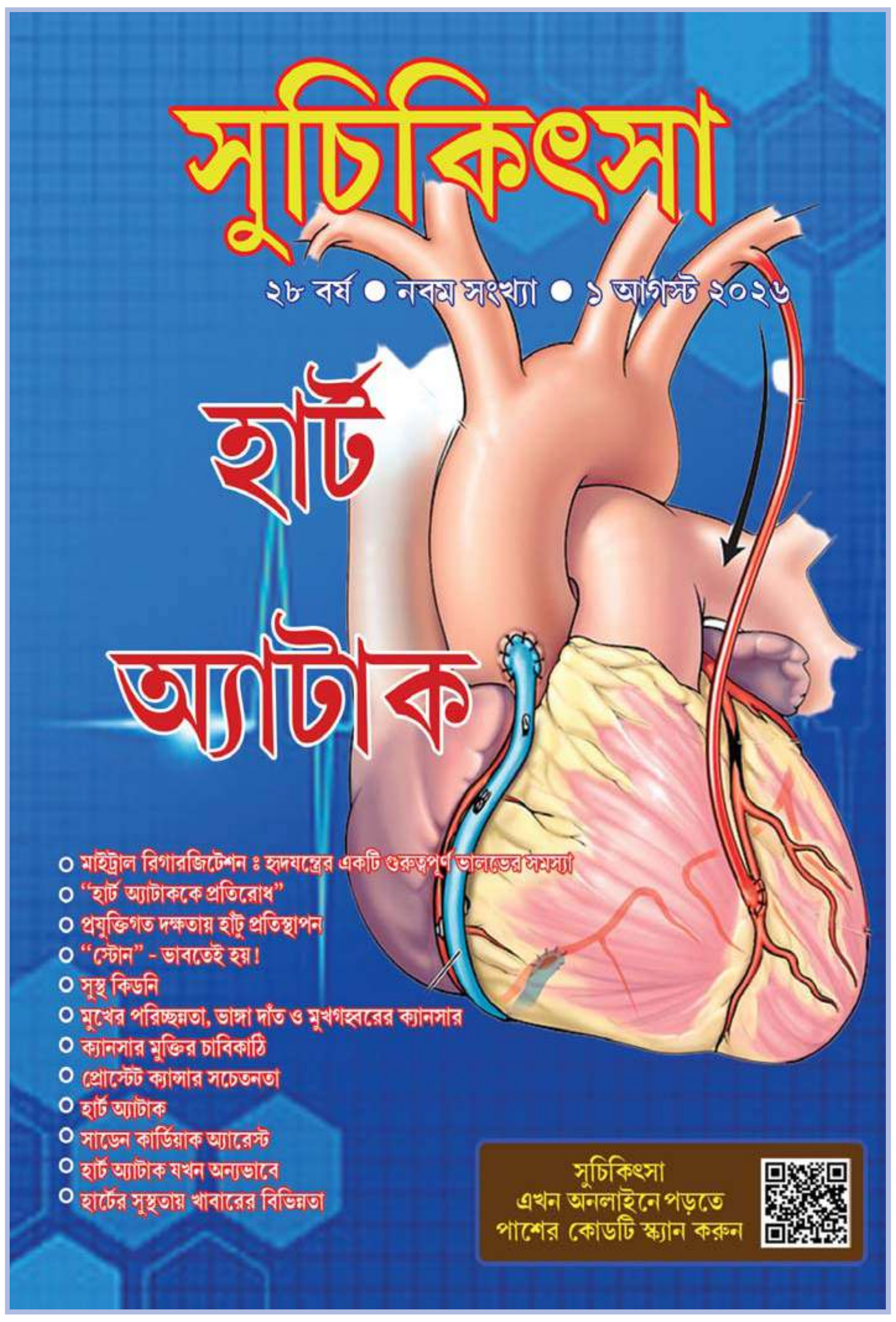

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com